শান্তি-সোপান

বা

পান্থ-প্রদীপ

হজরত্ এমাম গাজালী (রাহ্মাতুল্লাহ্ আলায়হে) প্রণীত
মেন্হাজোল আবেদিন ও ছেরাজোচ্ছালেকিন
নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক ও প্রকাশক
খানবাহাদুর
মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী,
জমিদার, বলিয়াদী, (ঢাকা)।

প্রাপ্তিস্থান—
প্রাইভেট সেক্রেটারী, খানবাহাদুর কে, এ, সিদ্দিকী, জমিদার,
পোঃ বলিয়াদী, (ঢাকা)
অথবা
ইস্লামিয়া লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

All rights reserved] [মূল্য ২।০ নয়সিকা।

১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস।
ইস্‌লামিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২নং কুমারটুলী, ঢাকা।

উপহার পৃষ্ঠা—

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	উপক্রমণিকা	৯
৩।	প্রথম অধ্যায়—এলেমের ঘাটি ...	২১
৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়—তওবার ঘাটি ...	৩৯
৫।	তৃতীয় অধ্যায়—আওয়ায়েকের ঘাটি ...	৫৪
৬।	চতুর্থ অধ্যায়—আওয়ারেজের ঘাটি ...	১৪০
৭।	পঞ্চম অধ্যায়—বাওয়ায়েছের ঘাটি ...	১৮২
৮।	ষষ্ঠ অধ্যায়—কাওয়াদেহের ঘাটি ...	১৯৪
৯।	সপ্তম অধ্যায়—হাম্‌দ্‌ ও শোকরের ঘাটি ...	২০৫
১০।	পরিশিষ্ট	২১০

ত্রুটী স্বীকার পত্রী

"ছাপাখানায় ভূতের উপদ্রব" শোনা ছিল দেখা ছিল না, এবার অতি দ্রুত **"শান্তি-সোপান"** ছাপান'র কল্যাণে ঐ ভূত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ ঘটিলেও পাঠক-সদনে অনুবাদককে লজ্জিত হইতে ও ত্রুটি স্বীকার করিতেই হইবে ; তাই ছাপার ভ্রম-প্রমাদের জন্য **"অবশ্য উহা সংক্ষিপ্ত হইলেও"** সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ সমীপে মুক্তকণ্ঠে, সলাজ ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

অনুবাদক-

সুধী পাঠক ও পাঠিকাগণের মনোযোগ ও সদয় দৃষ্টি আকর্ষণার্থ নগণ্য অনুবাদকের গোটা দুই কথা

বা

ভূমিকা

(১)

অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং মানব সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল "এবাদাত্ বান্দেগী" ও নানা প্রকার সৎ ও পুণ্যজনক কার্য্যাদি ও আল্লাহ্-তায়লার প্রত্যেক আদেশ—গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নির্ব্বিচারে নির্ব্বিকার চিত্তে অক্ষরে অক্ষরে মান্য ও পালনে রত ও লিপ্ত থাকিয়া এই পার্থিব পাঞ্চ-ভৌতিক ক্ষণস্থায়ী নশ্বর মানব জীবন অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধভাবে যাপন ও অতিবাহিত করা।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আজকাল যত্র তত্র ও দেশ বিদেশে সেই উদ্দিষ্ট ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্ম পথে বিচরণ করাই যেন একরূপ ফ্যাশন ও গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গীয় অদূরদর্শী, অজ্ঞ, অকাল-কুষ্মাণ্ড, ধর্ম্মধ্বজী, মোস্লেমগণ যেমন উল্কাবেগে, ধর্ম্মহীনতা ও কেলেঙ্কারীর মারাত্মক সর্ব্বনাশা বন্ধুর পথে অগ্রসর ও প্রধাবিত হইতেছে, তাহা ভাবিতেও মন দুঃখ, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা ও পরিতাপে মুহ্যমান, ভয়চকিত ও অবশপ্রায় হইয়া উঠে। ইহার প্রধানতম যুগপৎ কারণ, ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞানের একান্ত অভাব,—পক্ষান্তরে ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার অতি প্রাদুর্ভাব। সরল বিশ্বাসী তরল মতি তরুণেরা এই ধর্ম্ম-হীন শিক্ষায় যতই শিক্ষিত ও অগ্রসর হইতেছে ততই মোহাচ্ছন্ন ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে ও বিগড়াইয়া যাইতেছে। তাই এখন ইহারা প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া ধর্ম্মহীন বিদ্যালয়ের "ডিগ্রি" পুচ্ছশীরে অধর্ম্মের ডালি লইয়া এক অদ্ভুত জীবরূপে জন-সমাজে আত্ম প্রকাশ করতঃ নির্লজ্জতার তাণ্ডব নর্ত্তন কুর্দ্দনে চরম অশিষ্টতা ও ধৃষ্টত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে এই অতি মহান, সত্য, সরল, পূতঃ, পবিত্র স্বর্গীয় এছলাম ধর্ম্ম নিষেবিত, শান্ত-শিষ্ট, বিরাট মোস্লেম সমাজকে সন্ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া নিজেদেরই দুর্ভাগ্যের সূচনা ও নরকের পথ সুগম ও প্রশস্ত করিতে থাকিলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা যে, যে কোন উপায়ে এখনও যদি আমাদের এই অবুঝ-সবুজ সোনার চাঁদ সরল মতি ছেলেদিগকে পবিত্র এছলাম ধর্ম্মের

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান ও শিক্ষা দেওয়ার, ও মুষ্টিমেয় জন-কয়েক ধর্ম্মহীন স্বার্থপর **দেশদ্রোহী** অথচ "নামকা ওয়াস্তে" **দেশ-হিতৈষী** ধোকাবাজ ভণ্ড নেতা ও স্বার্থপর লোভী, গণ্ড-মূর্খ, অথচ ধরিবাজ **"খেতাবী মওলানাদের"** করাল কবল হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে ইহাদের সাহায্যে বঙ্গের এই মৃতকল্প এছলাম ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত ও অত্যধিক শক্তিশালী ও সুষমা সম্পন্ন হইতে পারে, যাহা আমাদের ন্যায় জরাজীর্ণ শত সহস্র বৃদ্ধদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একান্তই অসম্ভব, কেননা, তরুণের তারুণ্য সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকার্য্যেই বৃদ্ধ-জনোচিত কার্য্যকরী শক্তি, সামর্থাপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, প্রবল ও বলবান এবং সাধারণ জাগতিক নিয়মও ইহাই। অতএব এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একমাত্র আশা ভরসার স্থল, সোনার চাঁদ তরুণগণের স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামোটী ভাবে সামান্য কিছুও শিক্ষা ও জ্ঞান যাহাতে লাভ হইতে পারে তজ্জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক ; বরং আমি উহা আমাদের পক্ষে অবশ্য করণীয় ও একটী বাধ্যকর কর্ত্তব্য বলিয়াই বিশ্বাস করি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থই, আরবি, পারসি বা উর্দ্দূতে লিখিত, বর্ত্তমান ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ উহা পাঠ করিতে পারিলেও বাঙ্গলার অধিকাংশ তরুণ ও অতরুণই ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করিতে বা উহার রসাস্বাদন করিতে অসমর্থ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্যা

সমাধান জন্য আমার মনে একটী ক্ষীণ প্রেরণা ও চিন্তার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু বার্দ্ধক্য ও রোগ যাতনার পাষাণ চাপে উহা এক প্রকার নির্জ্জীব ও লুপ্ত প্রায়ই হইয়া গিয়াছিল। তাই এতদিনের মধ্যেও উহাতে মনোযোগ দিবার বা হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ বা অবসর মোটেই ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু সেদিন হঠাৎ কলিকাতা এলবার্ট হলে মোস্লেম তরুণদের "মোল্লা-বিদ্রোহ" সভার প্রস্তাবাবলীপূর্ণ একখানি সংবাদ পত্র আমার সেই বৎসরেক পূর্ব্বের লুপ্ত প্রায় ক্ষীণ প্রেরণাটিকে অতি প্রবলভাবে ঝাঁকাইয়া সজীব ও জাগ্রত করতঃ আমার এই জরাজীর্ণ, রোগশীর্ণ, বৃদ্ধ দেহখানিকেও দাঁড় করিয়া তুলিয়াছে ; এবং আমাকে আমার সেই বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাচীন, দুর্ব্বল, ও অপটু লেখনী পুনঃ ধারণে বাধ্য করতঃ মহা দার্শনিক পণ্ডিত হুজরত্ এমাম গাজালী (রাহ্মাতুল্লাহ্ আলায়হে) প্রণীত **মেন্‌হাজোল আবেদিন** ও **ছেরাজোচ্ছালেকিন** নামক দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত ও লিপ্ত করিয়াছে। ইহা একখানি "তাছাওফ" ও ধর্ম্মতত্ত্ব মূলক ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও ইহা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ বহু বিষয়ক, গবেষণা, সদুপদেশ ও আধ্যাত্মিকতা সম্ভারে পরিপূরিত। ইহাতে ভাবিবার, বুঝিবার, শিখিবার বহুবিধ কথা ও বিষয় বিদ্যমান আছে এবং এই পুস্তকখানিকে একটী উপক্রমণিকা, সাতটী অধ্যায় ও একটী পরিশিষ্টে সমাপ্ত করা হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদ করিতে আমাকে অক্লান্তভাবে মোট ৪৫৫ চারিশত

পঞ্চান্ন ঘণ্টা সময় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পুস্তককে আমার প্রিয় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজ বোধ্য ও সরল পাঠ্য করণ ও ইহার বাহুল্যতা বর্জ্জনোদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ও স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের অনেক কথা ও বিষয় পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কোন প্রকার ব্যত্যয় বা বিচ্যুতি ঘটে নাই। ভরসা করি আল্লাহ্-তায়লার ফজলে তজ্জন্য উহার ভাষার শ্রুতি কঠোরতা বা বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার কাঠিন্য ও জটিলতা আনয়ন না করিয়া সরসতা ও সারল্যই আনয়ন করিবে।

আমার কল্পনা বা রচনার শক্তি যে কত হীন, সীমাবদ্ধ ও নগণ্য তাহা আমার জানা আছে,—বেশ উত্তমরূপেই জানা আছে এবং উহা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন যে আমি আমার এই কল্পনাহীন অক্ষম, অযোগ্য, অনভ্যস্ত ও দুর্ব্বল মস্তিষ্ক প্রসূত কয়েকটী অতি হেয় ও নগণ্য "উপমা" স্বেচ্ছামত ভাষায় উদাহরণ স্বরূপ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে সাহসী হইয়াছি ও মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে লিপ্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য আমার পাণ্ডিত্ব ফলান বা আত্মগর্ব্ব প্রকট করা নহে। উহার প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ত্তমান বঙ্গীয় মোস্লেম ভ্রাতাগণের নীচতা, অনাচার ও ধর্ম্মহীনতাজনিত সমাজের অশেষবিধ অকল্যাণ, দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা ও কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মোস্লেম, সর্ব্বজনীন্ ভ্রাতৃত্বের (كُلُّ مُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ) প্রবল আকর্ষণ, সহানুভূতি ও

সমবেদনার দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগ সংযত ও সম্বরণ করিতে না পারাই ইহার প্রধান ও মূল কারণ। তাহা না হইলে বৃদ্ধ বয়সে এই রুগ্ন শরীরে ইহাতে লিপ্ত হইয়া শরীরকে সমধিক দুর্ব্বল, ক্লান্ত ও অসুস্থ করিয়া তোলার কোনই সার্থকতা ও কারণই ছিল না। কেননা, আমি বিচক্ষণ লেখক, বিজ্ঞ কবি, সুপণ্ডিত বা সাহিত্যিক নহি, অথবা পুস্তক লিখা বা অনুবাদ করা আমার বাতিক বা ব্যবসায়ও নহে, কিম্বা আমি অতি বড় সাহিত্যরস-রসিক বা ঐরূপ ছোট, বড়, মেজো একটা কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা ঐ প্রকার কোন কিছুই নহি ; বরং আমি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ নন্দিনীর বিদ্যা দিগ্‌গজেরই প্রায় অনুরূপ—কিন্তু সম্পূর্ণ নীরস ও শুষ্কং কাষ্ঠং বিশেষ একটী মূর্ত্তিমান গন্ড। তথাপিও এই বার্দ্ধক্য নিপীড়িত জরাজীর্ণ দেহ মন লইয়া এত বড় কার্য্যে তরুণের মতই ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রথম কারণ আমার ঐ অদমনীয় হৃদয়াবেগ ও ঐ শ্রেণীস্থই আর একটী বিশেষ কারণ ও উদ্দেশ্য এই যে আমার—এই সুদীর্ঘ জীবনে অসংখ্য পাপ ও বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও মগ্ন থাকা ভিন্ন এমন কোন একটী স্মরণ যোগ্য ক্ষুদ্রতম অকিঞ্চিৎকর কাজও বোধ হয় করি নাই, যাহা পুন্যবাচক বিশেষণে বিশেষিত ও অভিহিত হইতে পারে। বা পাপ মেঘাবৃত অশান্তিপূর্ণ আমার এই জীবন সন্ধ্যার কৃষ্ণাকাশকে পুন্যের সামান্য একটুখানি বিজলি বিকাশে মুহূর্ত্তের জন্যও সমুদ্ভাসিত ও পাপ মেঘের ঘন ঘোর বিনাশে সামান্য একটু শান্তি বারিও বর্ষণ

করিতে পারে? তাই এই জীবন সন্ধ্যায় অতি সস্তায় পুণ্যার্জ্জনের অতিমাত্র লোভ ও প্রবল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহে প্রাণপণ যত্ন চেষ্টায়, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই পুস্তক পাঠে অন্ততঃ পক্ষে আমার একজন ভ্রাতা বা ভগিনীও যদি উপকৃত হন, ও এই অধম, পাপী বৃদ্ধের রাশিকৃত অগণিত পাপ বিমোচন ও মুক্তির জন্য একটী বারের তরেও সেই অগতির গতি, পতিত পাবন, অপার করুণাময়, আল্লাহ্‌-তায়লার—পাক-পবিত্র-মহান-দরবারে প্রার্থনা করেন, তবেই এ অযোগ্য, অধম, নগণ্য লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

(২)

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় মাত্রই সংসারী, বিলাসী ও ভোগীদের নিকট একটু বিরস ও তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং এই পুস্তকখানিও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, কাজেই ইহার ভাষা উপন্যাসের মত মধুর ও রসাল না হইয়া, কটু, কষায় ও বিস্বাদ হওয়াই স্বাভাবিক, সেইজন্য ইহার ভাষাকে একটু সরস ও মধুর করিবার অভিপ্রায়ে পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের ভাষার অবিকল অনুবাদ না করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যথাযথ ভাবে লক্ষ্য স্থিরতর ও বলবৎ

রাখিয়া, ভাষার মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া রস যোগাইবার চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে, যাহাতে পাঠক পাঠিকাগণের ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন না করিয়া বরং উহা অপনোদনে তাহাদিগকে প্রফুল্ল ও আনন্দিত করিয়া তোলে। জানি না, ইহাতে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না। সুধী পাঠক পাঠিকাগণই তাহার বিচারক! ইতি—

আশীর্ব্বাদ ভিখারী নগণ্য অনুবাদক
বিনীত—
কাজেমদ্দিন আহ্‌মদ সিদ্দিকী,
বলিয়াদী, ঢাকা,
সন ১৩৩৬ বাং ৩১শে আষাঢ়।

* بسم الله الرحمن الرحيم *

শান্তি-সোপান

গ্রন্থারম্ভ বা উপক্রমণিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার যিনি "ছারাজাহানের" প্রভু, অপার করুণাময়, শ্রেষ্ঠ দাতা, অসীম অনুগ্রহকারী, দর্পহারী, একান্ত দয়াল ও মঙ্গলময়, এবং যিনি আকাশ, পাতাল, জল, স্থল, জীব, জন্তু, পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপালা, স্বায় অপার দয়া ও অসীম শক্তিবলে বিনা যন্ত্রে অবহেলায়, অনায়াসে, ইচ্ছামাত্রে, সৃষ্টি করিয়াছেন ও একান্ত করুণা ও দয়া প্রকাশে, "জেন" ও অতি সুদৃশ্য মানবগণকে তাঁহার, "এবাদাত্" অর্থাৎ সাধন ভজনের অধিকার প্রদান করিয়া সাধকগণের সৌভাগ্য, সুখ, শান্তি ও "বেহেস্তের" পথ প্রশস্ত করিয়াছেন তাঁহাকে কোটী কোটী "ছেজ্দা" (প্রণাম) করিতেছি ; আর এই সুসংবাদ বহনকারী আল্লাহ্-তায়লার প্রিয় "রছুল" ও "বান্দা" এবং আমাদের অতি প্রিয় মহামান্য

"পায়গাম্বার" শেষ "নবী" ও "রছুল" হজরত্ মোহাম্মদ মোস্তফা "ছাল্ল্যাললাহু আলায়হেওয়াছাল্লাম" ও তাঁহার "ছাহাবা" ও পরিজনের উপর কোটী কোটী "দরুদ" ও "ছালাম" পঁহুছাইতেছি এবং সেই করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার, "পাক" পবিত্র, মহান দরবারে আমার ও সমস্ত মোস্লেম ভ্রাতা ভগ্নিগণের সত্য, সরল এছলামের পথ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য "এবাদাত্" বান্দেগী" করা ও "এলেম্" অর্জ্জন করা। আল্লাহ্-তায়লার "অলি" ও "পরহেজগার" ও সুধীজনের একমাত্র আদরের বস্তু ও পুঁজি এই "তারিকাতের" পথ, ও এই "এবাদাত্" ও "বান্দেগীই" "বেহেস্তের" ও আল্লা প্রাপ্তির একমাত্র সোপান, যেমন আল্লাহ্-তায়লা "কোরাণ শরিফে" "ফরমাইতেছেন" وانا ربكم فاعبدون (অর্থাৎ আমি তোমাদের পালন কর্ত্তা অতএব আমারই পূজা ও উপাসনা কর) এবং ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা "কেয়ামতের" দিন পুণ্যবান ও সৎকার্য্যকারিগণকে বলিবেন, ধর এই নেও তোমার পুণ্যের পুরস্কার)। অতএব পরিষ্কার বুঝা গেল, বান্দার অর্থাৎ দাসগণের পক্ষে আল্লাহ্-তায়লার পূজা করা ভিন্ন পরিত্রাণ ও মুক্তির অন্য কোন পথ ও উপায়ই নাই অথচ এই "এবাদাত্" ও পূজার পথ যেমনই পিচ্ছিল ও কণ্টকাকীর্ণ তেমনই রাস্তায় বন্ধু অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যা বেশী, কেননা, ইহা যে "বেহেস্তের" পথ, এই জন্যই আমাদের

অতি প্রিয় মহামান্য "পায়গাম্বার" হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ্-তায়লা বেহেস্তের পথ নানারূপ প্রতিবন্ধক, বিপদ, আপদ ও কাঠিন্য দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আর "দোজখের" পথ নানারকম আপাত মধুর ক্ষণস্থায়ী সুখ, শান্তি ও প্রলোভন দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি উপরে "বেহেস্তের" পথের যে কাঠিন্য বর্ণনা করিয়াছি, তদপেক্ষা বেশী কঠিন এই যে, আমরা—বান্দারা অতিশয় দুর্ব্বল চিত্ত ও ক্ষণজীবি, আর পৃথিবী প্রলোভন ও মায়াময়ী দীর্ঘজীবিনী, মৃত্যু আমাদের শিয়রে আর গন্তব্য স্থান বহুদূরে; অতএব ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ যে "এবাদাত্" ও "বান্দেগী" তাহাতেই যদি অমনোযোগিতা ও আলস্যতা আসে তবে তাহার মত "বদ-বখ্ত" ও "বে-নছিব" আর কেহ কি হইতে পারে? আর যে এই "এবাদাত্" ও "বান্দেগীর" "তওফিক" পাইয়াছে, তাহার মত ভাগ্যবান, চিরসুখী আর কে হইতে পারে? সত্যই এই সোপান অতি কঠিন ও দুরারোহ এবং সেই জন্যই এই "বেহেস্তের" পথের পথিকের সংখ্যা কম এবং এই কমের মধ্যেও আরও কম লোকই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা ঠিক স্থানে পঁহুছিতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চিতই পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের নমস্য হইয়াছেন এবং তাঁহারাই আল্লাহ্-তায়লার একান্ত দয়া ও করুণায় আল্লাহ্-তায়লার প্রেম "মায়ারেফাত" ও সন্তুষ্টি লাভ করতঃ বেহেস্তবাসী হইবেন। আল্লাহ্-তায়লা আমাকে

ও আমার বন্ধু বান্ধব ও মোসলমান মাত্রকেই এই পথের পথিক করুন, আমীন।

যখন "এবাদাত্" ও খোদা প্রাপ্তির এই পদ্ধতি আমি অবগত হইলাম, তখন কেমন করিয়া নিরাপদ, নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে এই কঠিন পথ উত্তীর্ণ হইয়া অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারা যায় তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত গভীর চিন্তা করিয়া এই পথের পথিকদের জন্য সূক্ষ্মতত্ব ও গবেষণা পূর্ণ "কিমিয়া ছায়াদাত্" নামক ও আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছি ; কিন্তু ঐ কেতাব সমূহ সহজ বোধ্য নয় বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকেরা উহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তজ্জন্য আশ্চর্য্য হইবার কোনই কারণ নাই, কেননা, আল্লাহ্-তায়লার শ্রেষ্ঠ "কালাম" কোরাণ শরিফকেই যখন কাফেরগণ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীদের গল্প গুজব) বলিয়াছে, তখন মৎপ্রণিত নগণ্য কেতাবের তুলনাই আসিতে পারে না। তথাপি জনহিতকর প্রবৃত্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া মানব কল্যাণ জন্য পুনরায় আমি দয়াময় করুণাধার আল্লাহ্-তায়লার পাক পবিত্র মহান দরবারে সবিনয়ে আকুল প্রার্থনা করিলাম যে, হে দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা! আমাকে এমন একখানি কেতাব রচনার শক্তি সামর্থ ও "তওফিক" দান কর, যাহা মানব মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে ও উহা, উহার পাঠক মাত্রেরই কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক হয়। প্রবাদ আছে যে, "উপায় হীনের উপায়

আল্লাহ্-তায়লা" সেই জন্য আমি—নিরুপায়ের বিনীত প্রার্থনা "পাক" "বারিতালা" "মঞ্জুর" "ফরমাইয়া" তাঁহার "ফজলে" এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও গুহ্যাতিগুহ্য ভেদ ও নানা গুপ্ত বিদ্যা "এলহামের" দ্বারায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা ইতি পূর্ব্বে অন্য কোন পুস্তকেই লিখিত হয় নাই। সেই "এলহামি তত্ত্ব সমূহের "তরতিব" অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগ এইরূপ। আল্লাহ্-তায়লার করুণাবারি সিঞ্চনে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া যে এই পথের পথিক হয়, প্রথমতই তাহার মনে সত্যানুসন্ধান লিপ্সা জাগে ও চিন্তা প্রবল হয় এবং সেই চিন্তাধারা এইভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে যে, যে প্রভু এই সুন্দর মানব জনম, জীবন, বাক্-পটুতা, বুদ্ধি, কার্য্যক্ষমতা ও নানাপ্রকার, চব্য-চোষ্য, লেহ্য-পেয়, আহারাদি বিনামূল্যে প্রদান করিতেছেন ও নানারূপ আপদ, বিপদ, দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, ইত্যাদি হইতে স্বীয় অপার করুণা, দয়া ও অনুকম্পা-গুণে রক্ষা করতঃ নানাপ্রকার বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া আমাদের মনোরঞ্জন ও বাসনা পূর্ণ ও তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশ যদি পালন না করি ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সতত তাঁহার "শোকরিয়া" আদায় না করি, তবে এই সমস্ত "নেয়ামাত্" ছিনাইয়া লইবেন ও কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন এবং এই "নেয়ামাত্" দিবার ও পুনঃ ইহা কাড়িয়া নিয়া কঠোর শাস্তি বিধান করিবার ক্ষমতা তাঁহাতে প্রচুর ও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে

এবং ইহা ও অন্যান্য যজ্জাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ বিষদভাবে আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য তিনি "রছুল" পাঠাইয়াছেন এবং আমাদের মহামান্য "পায়গাম্বার" হজরত্ "রছুলোল্লা" (দঃ) অতি উত্তমরূপে আমাদের প্রতীতি ও বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের একজন স্রষ্টা ও প্রতিপালক আছেন, যিনি অসীম, শক্তিধর, অমর, বিজ্ঞ, ইচ্ছাময়, করুণাময় ও বিধি নিষেধের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ এবং তোমার অন্তরের অতি গোপন কথাটীও তিনি জানেন ও আদেশ পালনকারীকে প্রচুর পুরস্কার ও আদেশ অমান্য-কারীকে কঠোরতম দণ্ড দিবার প্রবল ও অসীম ক্ষমতা, তাঁহাতে প্রচুরভাবে বিদ্যমান আছে এবং তিনিই "শারিয়াত্" মান্য করিবার জন্য দৃঢ় ও স্পষ্ট আদেশ প্রদান করিয়াছেন ও কার্য্যানুরূপ "বেহেস্ত" ও "দোজখ" উভয়েরই "ওয়াদা" "ফরমাইয়াছেন"। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে, স্বভাবতঃই তোমার মনে ত্রাসের সঞ্চার হইবে ও এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বতঃই মন একান্ত বিচলিত ও অস্থির হইয়া উঠিবে অথচ এই বিপদ মুক্তির একমাত্র পথ "এলেম" অর্থাৎ "শারিয়াতী" বিদ্যা শিক্ষা, যে বিদ্যা না শিখিলে কোন্ কাজ আল্লাহ্-তায়লার প্রিয় ও কোন্ কাজ তাঁহার অপ্রিয় তাহা বুঝিবার উপায়ই নাই এবং এই "এল্‌মে-শারিয়াত্" জানা না থাকিলে কিছুতেই "এবাদাত্" ও "বান্দেগী" করিতে পারিবে না, সেইজন্য প্রথম ঘাটিই হইল এলেম। অর্থাৎ ধর্ম্ম শিক্ষাই এ পথের

প্রথম ও প্রধান সোপান। অতএব "এলেম" ভিন্ন মুক্তির যখন কোন উপায়ই নাই তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই "এলেম" শিখিতেই হইবে, যাহাতে "গায়েব" অর্থাৎ অদৃশ্য আল্লাহ্-তায়লার স্থিতির প্রতি বিশ্বাস অতি মাত্রায় দৃঢ় ও প্রবল হয় ও এই পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হয় যে, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা খোদা এক, তাঁহার কোন শরিক নাই, এবং তিনি আমাকে আমার অন্তর বাহির দ্বারায় একাগ্র চিত্তে তাঁহার প্রতি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ও খেদমাত্, অর্থাৎ "এবাদাত্" করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং নাফারমানি, "কোফর" ও পাপ ইত্যাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর ইহাও "ফরমাইয়াছেন" যে, যে বান্দেগী ও আদেশ পালন করিবে সে অনন্তকাল স্থায়ী সুখ ও "ছওয়াব" ও যে আদেশ অমান্য ও "নাফারমানি" করিবে সে অনন্ত কাল স্থায়ী দুঃখ, ও "আজাব" প্রাপ্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত জ্ঞান যখন তাহার জন্মিবে তখন সে নিশ্চয়ই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুর "এবাদাত্" ও "বান্দেগীতে" আগ্রহের সহিত লিপ্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত "এলেম" ও জ্ঞান লাভ করিয়া সে ইহাই বুঝিবে যে মানব মাত্রের পক্ষেই আল্লাহ্-তায়লার "এবাদাত্" ও "বান্দেগী" করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও করণীয় ও "ফরজ" কিন্তু ঐ "এবাদাতের" মধ্যে কোন্‌টী ফরজ ও কোন্‌টী "ওয়াজেব" তাহা তো সে বুঝিতে পারিবে না, তখন তাহার সমধিক "এলেম" ও জ্ঞানার্জ্জন ভিন্ন গত্যন্তর নাই বুঝিয়াই সে সর্ব্বান্তঃকরণে "এলেম" ও জ্ঞান অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যখন

সে এই "এলেমের" ঘাটি উত্তীর্ণ হইবে তখন সে দিব্যচক্ষে পরিস্কাররূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে যে, এতদিন সে অতি অপবিত্র দুর্গন্ধময় পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। এই পাপ কলুষিত দেহ মন কিছুতেই সেই পরম পাক পবিত্র আল্লাহ্-তায়লার "এবাদাত্" ও "বান্দেগীর" যোগ্য নহে, তখন "এবাদাত্" ও "বান্দেগী" করার যোগ্যতার্জ্জন কামনায়, সে অতিমাত্র ব্যাগ্রতার সহিত দ্বিতীয় ঘাটি "তওবার" দিকে আপনাপনিই একান্তভাবে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্-তায়লার কৃপায় "তওবার" ঘাটি সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হইয়া "এবাদাতের" জন্য যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে, তখন সে দেখিতে পাইবে যে অনেকগুলি বিষয় ও বস্তু এই "এবাদাতের" পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, মূলতঃ ৪টী জিনিষ তাহার গন্তব্য পথের পরিপন্থী (১) "দুনিয়া" (২) "মানুষ" (৩) "শয়তান" (৪) "নাফ্ছ"। এই চারি শত্রুকে নিপাত বা দমন করিতে না পারিলে "এবাদাতের" এই শান্তিময় স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিশাল পরমার্থ পথে অগ্রসর হইবার শক্তি কাহারও নাই ও জন্মে না, তখন সে এই পথকে পরিষ্কার ও নিষ্কণ্টক করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রথমেই দুনিয়ার লোভ সম্বরণ, দ্বিতীয় লোক সঙ্গ পরিবর্জ্জন, তৃতীয় "শয়তানের" সহিত যুদ্ধ ঘোষণা, চতুর্থতঃ সর্ব্বপ্রকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ও সুখ হইতে "নাফ্ছ" ও মনকে অতি সন্তর্পণে দূরে রক্ষা করিবে।

আল্লাহ্-তায়লার একান্ত "ফজল", "রহম" ও "করমে" যখন এই ঘোর সংগ্রামে জয় লাভ করিবে তখন আর কতিপয় প্রতিবন্ধক যুক্তিরূপে প্রাচীরের ন্যায় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। প্রথমই "রেজেক" অর্থাৎ অন্ন চিন্তার উদয় হইবে। নাফ্‌ছ বলিবে, তুমি যখন দুনিয়া ও মানবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ তখন আমি কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব? দ্বিতীয় "ওয়াছওয়াছা" সে বলিবে, যে ঠিক শাস্ত্র মত, শারিয়াতানুযায়ী কারবার আরম্ভ করিলে সে কারবারে তোমার লাভ হইবে কি? বা তোমার কারবার টিকিবে কি? কারবার ফেল করিয়া বিপদে পড়িবে না তো? তৃতীয়তঃ কুমতি বলিবে তুমি যখন লোকের সংশ্রব ছাড়িয়াছ তখন তোমার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি তো হইতেই পারে না; বরং তাহারা তোমার বিরুদ্ধাচরণই করিবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করাই তো তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। চতুর্থতঃ তোমাকে পরীক্ষার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লার "পাক" দরবার হইতেও বিপদ আপদ আসিবে। অবশ্য মাঝে মাঝে নিরাপদতা ও সৌভাগ্যও আসিতে থাকিবে। এই বাধা চতুষ্টয়ের প্রতিকারও ঐরূপ ৪টী যথা—প্রথম বাধাকে এই বলিয়া বাধা দিতে হইবে যে, এ মুখও গড়িয়াছেন যিনি আহারও যোগাইবেন তিনি এবং কোরাণ শরিফে স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লাই আহার যোগাইবার "ওয়াদা" ফরমাইয়াছেন। দ্বিতীয় "ওয়াছওয়াছা" এ সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়লার উপর নির্ভর করিলেই যথেষ্ট হইবে, কেননা, আল্লাহ্-তায়লা যাহা করিবেন তাহাই যখন হইবে, তখন আমি অনর্থক "ওয়াছওয়াছা"

জনিত নানাপ্রকার বাহুল্য চিন্তা বা দুশ্চিন্তায় মনকে ব্যথিত, ব্যাকুলিত ও তিক্ত করিয়া তুলি কেন ? যাহা হইবার তাহা তো হইবেই। তৃতীয় কুমতির কথামত বিপদই যদি আসে, তবে তাহাতে "ছবর" করিব। চতুর্থ আল্লাহ্-তায়লার নিকট হইতে বিপদ যদি আসে, তবে উহা মঙ্গলময়ের কল্যাণকর দান বলিয়া সাহ্লাদে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। মঙ্গলময় আল্লাহ্-তায়লার অপার করুণায় সুন্দরভাবে এই ঘাটি উত্তীর্ণ হইয়া "এবাদাত্" ও "বান্দেগীর" জন্য যখন দণ্ডায়মান হইবে তখন "নাফ্ছকে" অত্যন্ত দুর্ব্বল ও "এবাদাত্" বিমুখ পাইবে, সেই সময় "নাফ্ছকে" "এবাদাতে" প্রলুব্ধ ও সবল করিয়া তুলিবার জন্য "খাওফ" ও "রাজা" স্মরণ দেওয়াইবে অর্থাৎ "বান্দেগী" ও "এবাদাত্কারীদের" জন্য কেমন কেমন দুর্ল্লভ ও উপাদেয় জিনিষ সমূহ প্রদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন ও অমান্য কারীদের জন্য কিরূপে কঠোর ও ভীতিপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থার কথা আল্লাহ্-তায়লা কোরাণ শরিফে বর্ণনা করিয়াছেন।

নাফ্ছ যখন এই উভয় বিধ "খাওফ" ও "রাজা" ভয় ও আশা-ভরসা, গাঢ়ভাবে স্মরণে আনিবে তখন তাহার দুর্ব্বলতা ও "এবাদাতে" অনিচ্ছার-ভাব কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবে, উহার চিহ্ন মাত্রও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। এই ঘাটি যখন আল্লাহ্-তায়লার "ফজলে" উত্তীর্ণ হইবে তখন সে "এবাদাত্" ও "বান্দেগীতে বিমল আনন্দ ও অপর্য্যাপ্ত সুখ, শান্তি উপভোগ করিতে থাকিবে, এই এবাদাতানন্দ উপভোগের সময় তাহার অতি

ভীষণ ও প্রবল পরাক্রান্ত দুইটী মহা শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সবিশেষ সম্ভাবনা। ঐ শত্রুদ্বয়ের একটীর নাম "ওজব" ও দ্বিতীয়টীর নাম "রেয়া" এবং এই ঘাটির নামই **"কাওয়াদেহ্"**। উক্ত "ওজব" শত্রু নিপাতের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র আল্লাহ্-তায়লার অহেতুকী অসংখ্য "এহ্ছান", দয়া দাক্ষিণ্য ও করুণার কথা নিবিষ্ট-চিত্তে গভীর মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা স্মরণ ও চিন্তা করা ও নিজকে ও নিজের কৃতকার্য্যতাকে অতীব হীন ও অকিঞ্চিৎকর মনে করা। দ্বিতীয় শত্রু "রেয়া" নিবারণের একমাত্র পন্থা একান্তভাবে স্বীয় প্রত্যেক ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব রকমের "এবাদাত্" "বান্দেগী" একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার উদ্দেশ্যে ও তাঁহারই সন্তুষ্টি কামনায় করা ও পূর্ণভাবে আল্লাহ্-তায়লাকে আত্ম সমর্পণ করা। অপার মহিমাময় আল্লাহ্-তায়লার একান্ত করুণায় এই ঘাটি যখন উত্তীর্ণ হইবে, তখন সহসা সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইবে যে, অযাচিতভাবে সেই অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার কৃপাসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত ধারায় তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে। এই সময় হইতে "শোকরিয়ার" দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে ও সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে ও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, অন্তরে, বাহিরে, কথায় কি কাজে, মুহূর্ত্তের জন্যও সামান্য এতটুকুও অকৃতজ্ঞতা যেন প্রকাশ না পায় এবং সর্ব্বদা ও সর্ব্বক্ষণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই আল্লাহ্-তায়লার "হামদ্" ও "শোকর" করিতে থাকে, তাহার নাম ও গুণ গান মুহূর্ত্তের জন্যও যেন বিস্মৃত না হয়। অন্তরে বাহিরে, আহারে

বিহারে, শয়নে, জাগরণে, সম্পদে, বিপদে সেই নাম গুণ গান, "হামদ্" ও "শোকর" করিতে থাকে। এই শেষ ঘাটির নাম "হামদ্" ও "শোকরের" ঘাটি। যে ভাগ্যবান এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় সসাগরা পৃথিবী ও পৃথিবীর সুখ অতি নগণ্য। সে অপার্থিব সুখ, সম্পদ, শান্তি বর্ণনার শক্তি, সামর্থ বা ভাষা, কোন মানবের নাই, সে অনৈসর্গিক, অতুলনীয় সুখ সম্পদের তুলনা নাই। সেই কল্পনাতীত, অতুলনীয় সম্পদের জন্য গললগ্নিকৃত বাসে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে যুক্ত করে প্রার্থনা করিতেছি, হে মঙ্গলময়, করুণাধার, আল্লাহ্-তায়লা! স্বীয় দয়াগুণে এ অভাজন দাস ও তোমার প্রত্যেক মোসলমান দাস দাসীকে ঐ অপার্থিব অমূল্য ধনে ধনী করিয়া জীবন সার্থক কর, সফল কর, মানব জনম ধন্য কর—করহে দয়াময়।

সেই পরম দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা তাঁহার অপার করুণায় "এলহাম" যোগে আমাকে যে সপ্ত ঘাটি শিক্ষা দিয়াছিলেন, উপরে তাহারই স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করা হইল, নিম্নে ঐ সপ্ত ঘাটি সপ্ত অধ্যায়ে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম ঘাটি এলেম (علم) "দ্বিতীয় ঘাটি তওবা (توبہ) তৃতীয় ঘাটি আওয়ায়েক (عوائق) চতুর্থ ঘাটি আওয়ারেজ (عوارض) পঞ্চম ঘাটি বাওয়ায়েছ (بواعث) ষষ্ঠ ঘাটি কাওয়াদেহ্ (قوادح) সপ্তম ঘাটি হামদ্ ও শোকর (حمد و شکر)।

প্রথম অধ্যায়

এলেমের ঘাটি

"এলেমের" সাধারণ শব্দার্থ জানা, অবগত হওয়া, যে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করা ; কিন্তু ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, জ্ঞান, ও বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধেই ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ "এলেম" বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহা ধর্ম্ম ও "শারিয়াত্" সম্বন্ধীয় বিদ্যা। হে, সাধক, উপাসক ও শিক্ষার্থী মানব! তোমার সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য "এলেম" শিক্ষা করা, কেমনা, ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কালের সুখ ও শান্তি লাভের একমাত্র কেন্দ্র এই "এলেম" যে হেতু আল্লাহ্-তায়লার সৃষ্টি সমষ্টির মধ্যে "এবাদাত্" ও "এলেম" এই দুইটীই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং এই দুইটীর জন্যই আল্লাহ্-তায়লা "ছারাজাহান" আকাশ, পাতাল, ও তন্মধ্যস্থ জীব, জন্তু ও "বেহেস্ত", "দোজখ", "ফেরেস্তা", "রছুল", "নবি", "জেন", "শয়তান", ইত্যাদি "পয়দা" করিয়াছেন ও "কোরাণ শরিফ", "ইঞ্জিল" "তৌরিত", "জবুর", ইত্যাদি আছমানি কেতাব সকল "নাজেল"

অর্থাৎ অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেমন আল্লাহ্-তায়লা কোরাণ শরিফে ফরমাইয়াছেন—

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ تَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا *

(অর্থাৎ সেই আল্লাহ্-তায়লা যিনি সপ্ত আকাশ ও সেই পরিমাণ মেদিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা এবং ইহার ভিতরের সর্ব্ব-প্রকার স্পন্দন ও কার্য্যাদি তাঁহার আদেশ ক্রমে পরিচালিত ও নির্ব্বাহিত হয়, ইহা দেখিয়া তোমরা এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ কর যে, আল্লাহ্-তায়লা সর্ব্বক্ষম, অসীম শক্তিধর ও সর্ব্বজ্ঞ) ঐ অপর আর এক স্থানে "ফরমাইতেছেন" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (অর্থাৎ আমি "জেন" ও মানবগণকে একমাত্র আমার "এবাদাত্" করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি) । প্রথম "আয়েত্" "এলেম" সম্বন্ধে, দ্বিতীয় "আয়েত্" "এবাদাত্" সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন। অতএব এই দুইটী কাজকে সর্ব্বকাজের শ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করতঃ মনে-প্রাণে ইহাতে লিপ্ত হওয়া এবং নিয়মানুগভাবে এই উভয় কাজ সুচারু-সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে ইহলৌকিক কি পারলৌকিক অন্য কোন কাজেই কোন অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ

করা বা লিপ্ত হওয়া একান্ত গর্হিত, অবিধেয় ও অন্যায়, কেননা, যেমন এক আকাশে এক সঙ্গে দুইটী সূর্য্যের একত্র স্থান হয় না, তেমনই এক মনে এক সঙ্গে দুইটী বিপরীত বিষয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। ইহাও সেইরূপ এই এক জাতীয় দুইটী কাজ ভিন্ন অন্য কোন কাজে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে কোন কাজই সুচারু-সম্পন্ন হইতে পারিবে না ও হইবে না, বরং সমস্তই বৃথা ও পণ্ড-শ্রমে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। যখন তুমি এই "এলেম" ও "এবাদাতের" সার্থকতা, মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হইলে, তখন তোমার হৃদয়-ফলকে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া নেও আর উত্তমরূপে অতি সাবধান ও সতর্কতার সহিত জানিয়া রাখ যে, "এলেম" "এবাদাত্" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, বহু বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যেমন আমাদের মহামান্য হজরত্ "রছুলোল্লাহ্" (দঃ) "ফরমাইতেছেন" যে আমি আমার "ওম্মতের" উপর যেমন শ্রেষ্ঠ, "আবেদের" উপর "আলেমও" সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। মহামান্য হজরত্ (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, নামাজ রোজার সহিত পূর্ণ এক বৎসরের কঠোর "এবাদাত্" করা অপেক্ষা মুহূর্ত্তের তরে সম্ভ্রম ও প্রীতির চক্ষে, যে কোন "আলেমের" প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাঁহার মুখাবলোকন করা আল্লাহ্-তায়লার নিকট সমধিক প্রিয়। মহামান্য হজরত্ (দঃ) স্বীয় "ছাহাবাগণকে" (রাজিঃ) আরও ফরমাইয়াছেন, হে "ছাহাবাগণ"! তোমা-দিগকে কি আমি দেখাইব যে, শ্রেষ্ঠ "বেহেস্তি" কে?

"ছাহাবাগণ" (রাজিঃ) বলিলেন হাঁ, "এয়া" "রছুলোল্লাহ" (দঃ)। তখন মহামান্য হজরত্ (দঃ) "ফরমাইলেন", যে, আমার "ওম্মতের" মধ্যে যাহারা "আলেম"। ইহাতে বুঝা গেল "এবাদাত্" অপেক্ষা "এলেম" কত অধিক শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু "বান্দার" "এবাদাত্" করা ভিন্ন গতি নাই আর "এবাদাত্" বিহীন "এলেমের" কোন মূল্য বা সার্থকতা নাই, কেননা, "এলেম" বৃক্ষ, "এবাদাত্" উহার ফল স্বরূপ, ফলের মূল বৃক্ষ বলিয়া বৃক্ষ সম্মানার্হ হইলেও ফলহীন বৃক্ষ যেমন কোনই উপকারে আসে না, "এলেমও" সেইরূপ "এবাদাত্" বিহনে তাহার কোন স্বার্থকতাই থাকে না। যখন তুমি বুঝিলে যে, এ উভয়ই একে অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, তখন বাধ্য হইয়া তোমাকে এ উভয় জিনিষই অর্থাৎ "এলেম" ও "এবাদাত্" অর্জ্জন করিতেই হইবে, কেননা, ইহা ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই, যেমন হাছান-বাছরী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, "এলেম" শিখিতে "নফল" "এবাদাতের" যদি ক্ষতি হয় হউক ; কিন্তু "নফল" "এবাদাতে" যেন "এলেমের" ক্ষতি না হয়। এখন তোমার মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, "এলেম" ও "এবাদাত্" এই উভয়ই যখন অবশ্য পাল্য ও করণীয় তখন "এবাদাত্" অপেক্ষা "এলেমের" মর্য্যাদা অত্যধিক হওয়ার কারণ কি? কারণ এই যে, "এলেম" "এবাদাতের" পথ প্রদর্শক, "এলেম" ভিন্ন "এবাদাত্" হইতেই পারে না, সেই জন্য মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, '"এলেম"

"আমলের" অর্থাৎ সৎকাজের "এমাম" অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী এবং "আমল" "এলেমের" অধীন হওয়ার কারণ এই যে, উপাস্য কে ? তাহা না জানিলে, না চিনিলে তো উপাসনা চলে না এবং "এলেম" ভিন্ন উপাস্যের ধারণা বা জ্ঞান কিছুতেই জন্মিতে পারে না। মনে কর যেমন তুমি কোথাও কোন দেশে ভ্রমণে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বে গন্তব্য পথের জ্ঞান লাভ করা তোমার জন্য অপরিহার্য্য অর্থাৎ ষ্টীমারে, ট্রেণে, নৌকায় বা হাটা পথে—যে কোন যান, বাহন, বা পথই হউক না কেন, তাহা জানা একান্ত দরকার, উহা না জানিলে অনন্তকালের মধ্যেও তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে বা লক্ষ্যে উপনীত হইতে বা পহুঁছিতে পারিবে না। সেইরূপ "এলেমের" সাহায্যে তোমার উপাস্য, আরাধ্য আল্লাহ্-তায়লার পবিত্র "পাক" দরবারে পহুঁছার পথের পরিচয় ও দরবারের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা প্রথমেই তোমার শিক্ষা করা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ জ্ঞান তোমার না থাকিলে, হইতে পারে যে, তুমি এমন কোন কাজ বা ব্যবহার করিয়া বসিলে; যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দরবারের নীতি-বিরোধী, তখন পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তোমার ভাগ্যে তিরস্কার ও লাঞ্ছনাই লাভ হইবে ; বরং এমনও হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, শুধু এই অজ্ঞতার জন্যই তুমি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই "এবাদাত্" ও "আমল" অপেক্ষা "এলেমের" মর্য্যাদা এত অধিক। এই "এলেম" দ্বারায় তুমি শিখিতে ও হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিবে যে, "এবাদাত্" কি? এবং কেমন? এবং কি ভাবে ইহা সুসম্পন্ন করিতে হয় ও পাপ কি? ও তাহার মারাত্মকতা ও ভীষণতা কেমন ও কি ভাবে চলিলে উহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অতএব প্রথম "এবাদাতে-শারিয়া" (যাহা না শিখিলেই নয়) তাহাই শিখিতে হইবে যেমন—"তাহারাত্", নামাজ, রোজা, উহার সমস্ত নিয়ম ও সর্ত্তসহ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য যে, এই সব বাহ্যিক "এবাদাতের" সহিত অন্তরের যোগ সাধিত না হইলে ও আভ্যন্তরীণ "এবাদাত্" যথাযথভাবে সমাপন না করিলে সমস্তই বৃথা ও পণ্ড হইয়া যাইবে কেননা, বাহ্যিক "এবাদাত্" "তাহারাত্" নামাজ, রোজা ইত্যাদি যেমন "ফার্‌জ" আভ্যন্তরীণ "এবাদাত্"—"তাওয়াক্কোল", "তাফ্‌ভিজ", "রাজা", "তওবা", "এখলাছ" ইত্যাদিও অবিকল তেমনই ফার্‌জ, ইহাতে বিন্দু পরিমাণও পার্থক্য নাই, এবং এই ভিতর বাহির উভয় প্রকার "এবাদাত্" করাও যেমন "ফার্‌জ" ইহার বিপরীত যথা "গোস্বা" "ভুল-আমাল", "হাছাদ", "রেয়া" "কেবের" "ওজব" ইত্যাদি না করা অর্থাৎ পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ "ফার্‌জ"।

বাহ্যিক দেহ "পাক" অর্থাৎ পবিত্র রাখা ও "এবাদাত্" করায় "এবাদাতের" উদ্দেশ্য ও পূর্ণ ফলের শতাংশের একাংশ ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু অবশিষ্ট নিরানব্বই অংশ ফল লাভ হয় মনের পবিত্রতা ও আভ্যন্তরীণ "এবাদাতে"। এই আভ্যন্তরীণ "এবাদাত্" কি কি তাহা জানা ও তদ্রূপ

"আমল" ও "এবাদাত্" করাও সমান "ফারজ"। আল্লাহ্-তায়লা স্বীয় "পাক" "কালাম" "কোরাণ শরিফে" ফরমাইতেছেন وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ যদি তুমি সত্য মোসলমান হও তবে আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর কর)। অন্য স্থানে আছে وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লাকে ধন্যবাদ প্রদান কর, যদি তুমি তাহার উপাসক হও অর্থাৎ উপাস্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উপাসকের অবশ্য কর্ত্তব্য) আর এক স্থানে আছে وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ (অর্থাৎ তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর এবং এই ধৈর্য্যাবলম্বন আল্লাহ্‌র সাহায্য ভিন্ন পাইবার উপায় নাই) অন্য আর এক স্থানে আছে وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্-তায়লার দিকে প্রধাবিত হও) এই রকম এই সম্বন্ধে বহু "আয়েৎ" কোরাণ শরিফের বহু স্থানে বিদ্যমান আছে। বাহ্যিক "এবাদাত্" নামাজ, রোজা, ইত্যাদিকে যে আল্লাহ্-তায়লা যে কোরাণ শরিফে "ফারজ" বলিয়া আদেশ প্রদান ও ঘোষণা করিয়াছেন, সেই আল্লাহ্-তায়লাই সেই কোরাণ শরিফেই আভ্যন্তরীণ "এবাদাত্" যথা "তাওয়াক্কোল" "ছবর" ইত্যাদিকেও অবিকল সেইরূপ ফারজ বলিয়া আদেশ জারি করিয়াছেন ও ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন; অথচ সাধারণে নামাজ, রোজা ইত্যাদিকে যেরূপ বাধ্যকর অর্থাৎ "ফারজে-আয়েন" বলিয়া

জানে, "তাওয়াক্কোল" "ছবর" ইত্যাদিকে সেরূপ ফারজ বলিয়া জানে না ও মনে করে না। আমি বুঝিতে পারি না যে, লোকে কি জন্য এরূপ মারাত্মক ভুল করে। ইহা কি একান্ত মূর্খতা ও অজ্ঞতার ফল? না ইহা কোন দুষ্ট প্রকৃতি "ফেরেববাজ" দুনিয়াদারের শয়তানী কুটীল চাল? এই শয়তানী চালের কুটীল চক্রে পড়িয়া কত শত সহস্র মূর্খ আবেদ ও নিরক্ষর উপাসক যে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে এবং জীবন ভোর কঠোর এবাদাত্ বান্দেগী ও তপস্যাদি করিয়াও একমাত্র এই অজ্ঞতার জন্যই দোজখের পথ প্রশস্ত ও বেহেস্তের পথ রুদ্ধ ও কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে তৎপ্রতি কয়জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়? এবং তাহাদের এই অজ্ঞতা ও "বে-এলমীর" জন্যই ক্ষণেকের তরেও তাহাদের মনে সন্দেহ মাত্রও জাগে না যে, যে পথে তাহারা চলিতেছে ইহা সুপথ নহে কুপথ এবং ইহার শেষ পরিণতি সুখ নহে দুঃখ, পুরস্কার নহে তিরস্কার, বেহেস্ত নহে দোজখ। এই জন্যই আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন :—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার বান্দাদের মধ্যে তাহারাই আল্লাহ্-তায়লাকে ভয় করে, যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি তো আল্লাহ্-তায়লার অপার মহিমা, অসীম শক্তি ইত্যাদির খবরই রাখে না; কাজেই জানিত ব্যক্তির তুল্য, অজানিত ব্যক্তি আল্লাহ্-তায়লাকে ভয়ও করে না বা করিতেও পারে না) এবং

মহামান্য হজরত্‌ও (দঃ) ফরমাইতেছেন যে, "আলেমের নিদ্রা মূর্খের সারারাত্রির নামাজ পড়া অপেক্ষাও ভাল"। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে "অজানিত ব্যক্তি স্বীয় অজ্ঞতার জন্য উত্তম কাজকেও অধম করিয়া ফেলে"। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে, "যে ভাগ্যবান সে "গায়েব" হইতে অর্থাৎ আল্লাহ্‌-তায়লা হইতে "এলেম" শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যে বদ-নছিব ও মন্দভাগ্য সে 'এলেম' হইতে বঞ্চিত হয়"। যে 'আলেম' তাঁহার মনে আল্লাহ্‌-তায়লার প্রতি ভয় ও ভক্তি মূর্খাপেক্ষা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই হয়। অতএব এখন আরও পরিষ্কার ও উত্তমরূপে বুঝা গেল যে, সমস্ত 'এবাদাতের' বরং মনুষ্যত্বের মূল ও সার ও আসলই হইতেছে এই 'এলেম'। কাজেই মোসলমান মাত্রেরই উপর এই পৃথিবীর অবশ্য করণীয় যজ্জাবতীয় কাজের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ও প্রথম সেরা কাজই হইতেছে এই 'এলেম'। অতএব এই 'এলেম' শিক্ষা করাই প্রথম ফারজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহামান্য হজরত্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ (অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে মোসলমান মাত্রেরই "এলেম" শিক্ষা করা 'ফারজ') ইহা কোন্‌ 'এলেম' ও উহার কতটুকু শিক্ষা করা 'ফারজ'? তাহার উত্তর এই যে, "এল্‌মে-ফারিজা" অর্থাৎ অবশ্য শিক্ষণীয় বিদ্যা তিন প্রকার,—এক "এল্‌মে-তওহিদ" ইহা সেই বিদ্যা যে বিদ্যায় অল্লাহ্‌-তায়লার একত্ব প্রমাণিত হয় অর্থাৎ

আল্লাহ্-তায়লাকে এক জানা। দ্বিতীয় "এল্‌মে-ছের্‌র্" ভেদ, গুপ্ত ও সূক্ষ্ম বিদ্যা অর্থাৎ যাহা হৃদয়ের সহিত সংশ্রবিত আভ্যন্তরীণ। তৃতীয় "এল্‌মে-শারিয়্যাত্" এছলামী ব্যবস্থা, দর্শন, আইন, নিষেধ বিধি অর্থাৎ এছলামী শাস্ত্র সম্মত বাহ্যিক আচার, বিচার, ব্যবহার প্রণালী ও নিয়মাদি। এই 'এলেম' ত্রয়ের কোন্‌টার কতখানি শিক্ষা করা 'ফারজ' ? উহা এই :—

প্রথম "এল্‌মে-তওহিদের "ওছুল্" অর্থাৎ মূল ও সার কি তাহাই জানিতে, বুঝিতে ও শিখিতে হইবে, 'ওছুল' অর্থাৎ সার এই যে, আল্লাহ্-তায়লা এক, তাঁহার কোন শরিক বা সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অমর, ইচ্ছাময়, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণদর্শী ও শ্রোতা, অবিনশ্বর, অবিধ্বংশী, চিরস্থায়ী, অসীম, অনন্ত, অব্যয়, তাঁহার বিনাশ নাই। আর মহামান্য হজরত্ মোহাম্মদ মোস্তাফা 'ছাল্লাল্‌লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম,' তাঁহার বান্দা ও শেষ 'রছুল', তাঁহার পর আর কোন 'নবী' পয়দা হইবে না এবং ইহ ও পরকাল সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, উহার মধ্যে সামান্য একবিন্দু পরিমাণও ভুল ভ্রান্তি নাই এবং হইতে পারে না ও থাকিতে পারে না এবং 'কোরাণ শরিফ' ও 'হাদিছ শরিফ' বিরোধী কোন কথা বা আচার ব্যবহারের প্রতি কিছুতেই এবং কোন প্রকারের সামান্য একটু আস্থা ও বিশ্বাসও স্থাপন না করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় "এল্মে-ছেব্র, ইহার 'ওছুলের' এই পরিমাণ শিক্ষা করা ও অবগত হওয়া 'ফারজ' যাহাতে মহিমাময়, মহামহিম আল্লাহ্-তায়লার মহানুভবতা ও 'তাজিম' ও তাঁহার আদেশিত বিধি-নিষেধ গাঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হয় এবং যদ্দ্বারা 'এবাদাত্' ও পুণ্যজনক কার্য্যাদি বিশুদ্ধ নির্ম্মল, পবিত্র ও ফলো-পধায়ক হয়। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পশ্চাৎ বর্ণনা করিব।

তৃতীয় "এল্মে-শারিয়াত্" এই 'এলেমের' যখন যতটুকু পরিমাণ করা 'ফারজ" হয়, তখন ততটুকু পরিমাণ শিক্ষা করা ও জানাও 'ফারজ' হয়, যেমন নামাজ, রোজা, 'হজ্জ' 'জাকাৎ' 'হায়েজ' 'নেফাছ' 'ওজু' 'গোছল', ইত্যাদি যখন যাহার উপর এই সব এবাদাত্ ফারজ হয় এবং ঐ সব কার্য্যের কারণ ঘটে, (অর্থাৎ পুত্র কন্যা যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, বা বিবাহাদি করে বা সন্তানের জনক জননী হয় বা দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়) তখন তাহার প্রতি ঐ সম্বন্ধীয় 'মাছ্লা' শিক্ষা করা ও উত্তমরূপে অবগত হওয়াও 'ফারজ' হয়। উক্ত 'এলেম' ত্রয়ের এই পরিমাণ শিক্ষা করা, জানা বা অবগত হওয়া প্রতি মোসলমান স্ত্রী পুরুষের উপর সমান 'ফারজে-আয়েন' অর্থাৎ যে কোন কাজ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ সম্বন্ধীয় শারিয়াতের বিধি ও নিষেধ তৎক্ষণাৎ ও তন্মুহূর্ত্তেই তাহা জানিতে বা শিক্ষা করিতেই হইবে এবং যে কোন উপায়েই হউক না কেন, মোসলমান মাত্রেই উহা অবগত হইতে ও ঐ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে অতি অবশ্য বাধ্য ও দায়ী

এবং ঐ পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ না করিলে বা অবগত না হইলে সে কোন অবস্থাতেই ও কিছুতেই মোসলমান পদবাচ্য, পদাভিষিক্ত ও পর্য্যায়ভুক্ত হইতেই পারে না, পারিবে না ও হইবে না। এতদ্ব্যতীত অধিক এলেম শিক্ষা করাও ফারজ বটে ; কিন্তু তাহা "ফারজে-আয়েন" নহে, "ফারজে-কেফায়া"। স্থূল কথা, যে সকল কথা না জানিলে এবাদাত্ই করিতে পারা যায় না ও যে সমস্ত কারণে ঐ এবাদাত্ পণ্ড বা অঙ্গহীন হয় বা ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা জন্মে, তত্ত্বাবৎ শিক্ষা করাই "ফারজে-আয়েন" আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত এলেম শিক্ষা করা ফারজে-আয়েন নহে, ফারজে-কেফায়া, যেমন উক্ত দ্বিতীয় এল্মে-ছির্রিৰ্ (আভ্যন্তরীণ বিদ্যার) আভ্যন্তরীণ বহুবিধ ও বহু বিষয়ের মধ্যে মাত্র "নিয়ত", "এখলাছ", "হামদ", "শোকর", "তাওয়াক্কোল" ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ই কেবল শিক্ষা করা বা অবগত হওয়া ফারজে-আয়েন, ইহার অধিক শিক্ষা করা বা জানা ফারজে-আয়েন নহে, ফারজে-কেফায়া মাত্র। সেইরূপ তৃতীয় এল্মে-শারিয়াত্ বা এল্মে-ফেকাহে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় যথা, বেচা-কেনা, ইজারা দেওয়া বা নেওয়া বিবাহ, তালাক, রাজায়াত, ইলা ইত্যাদি এবং দরিদ্র হইলে জাকাৎ, ফেৎরা, হজ্জের মাছ্লা ইত্যাদি শিক্ষা করা বা জানা ফারজে-আয়েন নহে, ফারজে-কেফায়া মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বেশ করিয়া জানিয়া রাখ যে, এই এলেমের ঘাটি যেমনই কঠিন, তেমনই ইহা লক্ষ্যভেদে, অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে ও কামনা পূরাইতে, এবং ইহ-পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখ শান্তি বিধায়ী

একমাত্র সোপান, এবং সেই অপার করুণাময় ও অনন্তলীলা ও মহিমাময় সর্ব্বশক্তিমান অসীম আল্লাহ্‌-তায়লার অপরিমেয় অসংখ্য, অগণ্য, ও অপরিসীম, গুণাবলীর সামান্য একটুকুর পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জনের, ও তাঁহার দয়া, কৃপা, করুণা আকর্ষণ ও সন্তুষ্টি বিধানের ইহাই একমাত্র বাঞ্ছাপূর্ণকারী, নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত রাজবর্ত্ম বিধায়, এই পথ একটু দুর্গম, আয়াসসাধ্য ও দুরারোহ। অনেক অপরিণামদর্শী হতভাগ্য এই পথে অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই সুধু স্বীয় আগ্রহ-হীনতা চাপল্য ও আলস্যতার জন্যই পশ্চাদাবর্ত্তণ করিতে বাধ্য হইয়া ঐ সৌভাগ্য লাভে নিজকে নিজেই বঞ্চিত করিয়াছে। অনেকে এই পথে চলিতে চলিতে চিত্তের অপবিত্রতা, আবিলতা ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের কৃত্রিমতায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও কুপথে পরিচালিত হইয়া নাস্তিকতার ঘোরান্ধকার কূপে নিপতিত হইয়াছে, আর উঠিতে পারে নাই। আবার অনেকে জীবন ভোর এই পথে চলিয়াও, জীবন সন্ধ্যায় গ্রহ বৈগুণ্যে ভ্রান্ত ধারণা ও পার্থিব স্বার্থের মোহে বিমুগ্ধ হইয়া, এক জীবনব্যাপী কষ্ঠার্জ্জিত বিদ্যাধনকে কর্ম্মনাশার অতল তলে বিসর্জ্জন করতঃ শূন্যমনে, রিক্ত হস্তে, ক্লান্ত চরণে, মরণ-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আবার অনেক ভাগ্যবান মহাপুরুষ সামান্য সময়ে স্বল্প চেষ্টায় কেবলমাত্র স্বীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, হৃদয়ের আগ্রহ ও চিত্তের স্থৈর্য্যতা ও পবিত্রতা গুণে সুখ, শান্তি ও চরমোন্নতির সৌধশিরে অবলীলায়; আরোহণ করতঃ নিজেকে বিশ্ব-বরেণ্য ও আত্মাকে

ধন্য ও চরিতার্থ করিয়া সার্ব্বলৌকিক, সর্ব্বজনীন সুখ, শান্তি, সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জ্জন ও লাভ করিয়াছেন। এ সমস্তই সেই লীলাময় আল্লাহ্-তায়লারই লীলা-খেলা। হে মঙ্গলময়! আল্লাহ্-তায়লা! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, মর্ম্মবেদনা, দুঃখ, দৈন্য, নাস্তিক্য ও দুর্ভাগ্যের সুগভীর অন্ধতম কূপে তাহারাই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, হয় ও হইবে যাহারা পার্থিব সুখ, শান্তি, স্বার্থ, অর্থ, সম্মান ও সৌভাগ্য লাভের কামনা ও আশায় এই পবিত্র "এল্‌মে-দিনী", অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর ও প্রবৃত্ত হয়, আর যাহারা খোদা ও মহামান্য রছুলের (দঃ) আদেশ পালনার্থ ও বিশুদ্ধ এবাদাত্ বান্দেগী, সৎ—ও পুণ্যজনক কার্য্যাদি করণার্থ এলেম শিক্ষা করে, তাহারা সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির সমুচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতঃ স্বীয় পুণ্য জ্যোতিঃ প্রভায় জগজ্জন বিমোহন করে ও নিজেও কৃত কৃতার্থ হইয়া বিমল আনন্দ ও অনন্ত সুখ সৌভাগ্য উপভোগ করিতে থাকে।

অতএব মোসলমান মাত্রেরই আল্লাহ্-তায়লায় আত্ম সমর্পণ ও পূর্ণ ভরসা করতঃ একাগ্রচিত্তে তন্ময় হইয়া এই এলেম শিক্ষার জন্য দৃঢ়পদে দাঁড়াইতেই হইবে, কেননা, তুমি তো উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ যে, এলেমহীন মূর্খের স্থান নরক বই আর কোথাও নাই। মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইতেছেন যে "মেয়েরাজের" রাত্রিতে আমি দেখিলাম দোজখের অধিকন্তু অধিবাসীই দরিদ্র" তখন ছাহাবাগণ (রাজিঃ)

জিজ্ঞাসা করিলেন, এয়া মহামহিম হজরত্ (দঃ) তাহারা কি অর্থের কাঙ্গাল? মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইলেন যে "না, তাহারা এলেমের কাঙ্গাল"।

অজানিত অশিক্ষিত ব্যক্তি কিছুতেই শিক্ষিত ও জানিত ব্যক্তির ন্যায় এবাদাত্ করিতে পারে না। কোন অজ্ঞ লোক ফেরেস্তাদের সমতুল্য এবাদাত্-বান্দেগী করিলেও একমাত্র অজ্ঞতার জন্যই ঐ কঠোর তপস্যাও ব্যর্থ ও পণ্ড হইয়া যাইবে। এখন নিঃসন্দেহ ভাবে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, "গোমরাহী" হইতে অব্যাহতি ও সত্য, সরল, পুণ্যময়, নিষ্কণ্টক পথ লাভ করিবার একমাত্র শান্তি-সোপান "এলেম" এবং এই এলেমের দ্বারাই এই শিক্ষা লাভ হয় ও জ্ঞান জন্মে যে, আমার সৃষ্টি কর্ত্তা, মুনিব, প্রভু, আল্লাহ্-তায়লা এক, তাঁহার কোন শরিক নাই, তিনি অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অপার করুণাময়, মঙ্গলময়, কল্যাণময়, দয়াময়, সূক্ষ্ম বিচারকর্ত্তা, অজয়, অমর, ইচ্ছাময়, বাঙ্ময়, সূক্ষ্ম-শ্রোতা, তীক্ষ্ণদর্শী, পালন কর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, রোগ, শোক, দুঃখ ত্রাতা, অন্নদাতা, সর্ব্বপাপ পরিত্রাতা, সর্ব্বদোষ বিমুক্ত চিরস্থায়ী, অতুলনীয়, অরূপী, অব্যয়, অনন্ত, অসীম, তাঁহার কোন সীমা নাই এবং তিনি কোন স্থানে আবদ্ধ নহেন। তিনি চির-বিমুক্ত চির স্বাধীন, নির্ব্বিকার, নিরাকার, ইত্যাদি নানাপ্রকার অসংখ্য, অপরিসীম কোটী কোটী গুণে তিনি গুণান্বিত ও মহিমায় মহিমান্বিত, বিরাট, বিশাল, একমাত্র তিনি আল্লাহ্-তায়লা "জ্বাল্লাজ্বালালাহু", "আম্মানাওয়ালাহু"। তৎপর আমাদের মহামান্য

হজরতের (দঃ) নানাপ্রকার গুণাবলী ও "মায়য়াজ্জেজা" ইত্যাদি অবগত হইয়া বা না হইয়া দ্বিধা শূন্য অকপট হৃদয়ে স্থায়ী দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সহিত অতীব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহ্-তায়লার প্রেরিত শেষ রছুল অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার প্রেরিত শেষ মহাপুরুষ ও বার্ত্তাবহ। তাঁহার পর পৃথিবীর সেই শেষ দিন অর্থাৎ মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত অন্য কোন নবি, রছুল, বা পায়গাম্বার এই ধরাধামে আর প্রেরিত হইবেন না এবং তিনি আল্লাহ্-তায়লার প্রত্যেক বিধি নিষেধের বাণী, আদেশ ও হুকুম সমূহ আমাদিগকে যথাযথরূপে, বিস্তৃত ও পরিস্কার ভাবে অতি বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত জ্ঞাপন করতঃ আমাদের হৃদয়ে উত্তমরূপে বদ্ধমূল ও প্রবিষ্ট করাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, উহার বিন্দু বিসর্গও ব্যতিক্রম, অপচয়, বা ইতর বিশেষ হয় নাই এবং অতি দৃঢ়তার সহিত ইহার উপরও ইমান আনিতে হইবে ও স্থির একিন ও বিশ্বাস করিতে ও রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভাগ্যে পরকালে আল্লাহ্-তায়লার দর্শন লাভ ঘটিবে ও কোরাণ শরিফ আল্লাহ্-তায়লার পাক স্বকীয় "কালাম", ইহা অন্যান্য সৃষ্টি করা বস্তু, বাক্য, কথা বা শব্দ ও স্বরের ন্যায় সৃষ্ট জিনিষ নহে ; এবং আল্লাহ্-তায়লার অনুমতি ভিন্ন গাছের একটী পাতাও নড়িতে বা কম্পিত হইতে পারে না। যজ্জাবতীয় কাজ, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, লাভ, লোকসান, কোফর ও ইমান ইত্যাদি তাঁহার অসীম ইচ্ছাশক্তি ও বিরাট ক্ষমতার একান্ত ও সম্পূর্ণ অধীন। সমস্ত

সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তুর উপর তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও অবাধ আধিপত্য ও অধিকার একইরূপ সমানভাবে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইলেও তাঁহার উপর সৃষ্টির কিন্তু বিন্দু মাত্রও অধিকার বা দাবী দাওয়া নাই। তিনি যাহাকে খুসী বিনা পুণ্যে বেহেস্তে দিতে পারেন ও যাহাকে খুসী বিনা পাপে দোজখে দিতে পারেন। এই অবাধ অপরিমিত ও অসীম শক্তি থাকা সত্বেও বিনাপুণ্যে কেবলমাত্র স্বীয় অপার করুণা ও দয়াগুণে যেমন বহুব্যক্তিকে তিনি বেহস্তবাসের সৌভাগ্য প্রদানে কৃতার্থ করিবেন, তেমন বিনা পাপে ও বিনা বিচারে একজন লোককেও কিন্তু দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না, কেননা, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কেহ বা কিছু জন্মায় নাই ও জন্মিবেও না, যে আল্লাহ্-তায়লার প্রদত্ত অযাচিত, অসংখ্য ও অগণ্য দান ও করুণার বিন্দু পরিমিত প্রতিদান ও এবাদাত্-বান্দেগী বা অন্য যে কোন প্রকার ক্রিয়া বা উপায়ের দ্বারায় করিতে পারিয়াছে বা পারিবে। কাজেই আল্লাহ্-তায়লার একান্ত করুণা ও ফজল ভিন্ন কেহই বেহেস্তে যাইতে পারে না ও পারাও অসম্ভব। তৎপর মহামান্য হজরত্(দঃ) "কেয়ামত", আমল-নামা", "কবরের আজাব', "মোনকের নকিরের", প্রশ্নাবলী, "আদলের" নিক্তি, "ছেরাত" ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা যাহা ফরমাইয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন, গভীর মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে যথাযথভাবে তত্বাবতের জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া তৎপ্রতি অতি দৃঢ় ও অটল স্থির বিশ্বাসের সহিত "ইমান" আনয়ন ও আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা স্থাপন

করতঃ আমল করিতে প্রবৃত্ত হইলে আল্লাহ্-তায়লার একান্ত ফজল, রহম ও করমে এলেমের এই কঠিনতম প্রথম ঘাটি উত্তীর্ণ হইয়া সপ্ত সোপান যুক্ত সৌভাগ্য-সৌধের প্রথম সোপান অতিক্রম করতঃ মানব জনম সফল ও সার্থক করিয়া দ্বিতীয় সোপানা-রোহণের সৌভাগ্য ও অধিকার লাভ করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পুণ্যও সঞ্চিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তওবার ঘাটি, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের ঘাটি

এলেমের ঘাটি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবাব পর দুই কারণে পাপ হইতে "তওবা" করা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার জন্য ফরজ, অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথম কারণ, এবাদাত্ করিবার "তওফিক" অর্থাৎ ভাগ্য অর্জ্জন করা, কেননা, পাপের কঠিন নিগড়ে যাহার হাত পা আবদ্ধ ও হৃদয় কলুষিত সে কেমন করিয়া এবাদাতের অধিকারী ও এই পুণ্য পথের পথিক হইতে পারিবে? ঠিক বটে পাপে অভ্যস্থ হৃদয় পাষাণাপেক্ষাও কঠিন এবং পাপের পিচ্ছিল ঢালু পথে নিজেকে একবার ছাড়িয়া দিলে উহার শেষ ধাপ "কোফরী" পর্য্যন্ত পহুঁছিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে "বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তাহার মুখ হইতে এমন তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, "কেরামন কাতেবায়েন" নামক সঙ্গীয় ফেরেস্তাদ্বয় দূরে সরিয়া যায়।" এইরূপ অপবিত্র মুখের অধিকারী ব্যক্তি কিছুতেই সেই পরম পাক—পবিত্র, আল্লাহ্-তায়লার এবাদাতের অধিকারী বা যোগ্য হইতে পারে না, এরূপ অবস্থাতেও গায়ের জোরে কেহ যদি এবাদাত্ করেও তবে এবাদাতের মাধুর্য্য তৃপ্তি ও শান্তির আস্বাদন হইতে সে বঞ্চিত থাকে এবং তাহার এই

পাপ-কলুষিত অপবিত্র মুখোচ্চারিত পুতিগন্ধময় প্রার্থনা-বাণী সেই পরম পবিত্র পাক ও মহান দরবার "বারিতালাতে" পহুঁছিতে বা কোন প্রকার সুফল প্রসব করিতে পারে না।

তওবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তোমার এবাদাত্ বান্দেগী ও সর্ব্বপ্রকার উপাসনা ও প্রার্থনা ইত্যাদি যাহাতে কবুল হয়, তাহাই তো তোমার উদ্দেশ্য। কাজেই তুমি অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশুদ্ধ তওবা করতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ পরিত্যাগ না করিলে তোমার ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, যেমন মনে কর তোমার একজন ক্রীতদাস বা চাকর আছে, সে যদি আপ্রাণ চেষ্টাতেও তোমার সেবা করে এবং তৎসঙ্গে তোমার আদেশ অমান্য বা অবজ্ঞা করিতেও দ্বিধা বোধ না করে তবে, তুমি তাহার এত সেবা ও যত্ন করা সত্বেও তাহাকে ভালবাসিতে বা পুরস্কৃত করিতে পারিবে কি ? নিশ্চয়ই পারিবে না; বরং তাহাকে দূর হ দূর হ বলিয়া তাড়াইয়াই দিবে। এই উপমার দ্বারায় তওবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিলে। এখন জানা দরকার, তওবা কাহাকে বলে ও তাহার সর্ত্ত কি ? তওবার চারি সর্ত্ত :—

প্রথম সর্ত্ত এই যে, দৃঢ়চিত্তে চিরদিনের জন্য পাপ কার্য্য পরিত্যাগ করা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যে, অবশিষ্ট জীবনে আর কখনই কোন প্রকার পাপই করিব না; কিন্তু মনে যদি বিন্দু মাত্রও সন্দেহ জাগে যে, আবার বা আমার দ্বারায় এরূপ পাপ সঙ্ঘটিত হয়, তবে তাহার তওবা বিশুদ্ধ হইবে না

এবং তাহাকে "তায়েব" অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত চিরদিনের জন্য পাপ পরিত্যাগকারী বলিবে না ; বরং তাহাকে "সাময়িক পাপ-ক্ষান্তকারী" বলিবে।

দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, সেই প্রকার পাপের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে অতি দৃঢ়তার সহিত তওবা করা, যে প্রকার পাপ কখনও কোন সময়ে, যে কোন কারণেই হউক, তাহার দ্বারায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা ঘটিয়াছে, কিন্তু যে পাপ তাহার দ্বারায় কখনও অনুষ্ঠিতই হয় নাই, সেই প্রকার কোন পাপের জন্যও যদি তওবা করে তবে তাহাকে "তায়েব" বলিবে না, বরং "মোত্তাকী" বলিবে, কেন না, তাহার স্থান বহু উচ্চে, যে হেতু সে পাপ না করিয়াও কেবল একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার ভয়েই একান্ত ভীত, চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তওবায় রত হইয়াছে, যেমন আমাদের অতি প্রিয় মহামান্য শেষ পায়গাম্বার হজরত্‌কে (দঃ) কোফরী পাপ হইতে তায়েব বলা চলে না, বরং মোত্তাকী-বলা চলে, কেননা, তিনি কখনও কাফের ছিলেন না, অথচ আল্লাহ্-তায়লার ভয়ে প্রত্যহ ৭০ বার বা ১০০ বার করিয়া তওবা করিতেন, আর হজরত্ ওমরকে (রাজীঃ) তায়েব বলিতে পার, যে হেতু তিনি প্রথম কাফের ছিলেন, পরে মোসলমান হইয়াছেন।

তৃতীয় সর্ত্ত এই যে, যে রকম পাপ সে পূর্ব্বে করিয়াছে, সেইরূপ পাপ করিবার শক্তি না থাকাবস্থায় তৎতুল্য অন্যবিধ পাপ পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তওবা করিলে সেও তায়েবের

শ্রেণীভুক্ত হইবে। যেমন একজন ব্যাতব্যাধিগ্রস্থ পঙ্গু বা বৃদ্ধ, সে তাহার বিগত যৌবনে পরদার গমন ও চুরি ডাকাতি ইত্যাদি পাপ কাজ করিয়াছে, এখন সে তৎতুল্য অন্যান্য পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ও দৃঢ়চিত্তে তওবা করিলে সেও তায়েব শ্রেণীভুক্ত হইবে। "বর্ত্তমান অবস্থায় সে উক্ত বিধ পাপ করিতে অক্ষম বা অসমর্থ বিধায় দায় পড়িয়া তওবা করিতেছে। অতএব সে তায়েব শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না", এরূপ কথা ও ধারণা, মুখে বা মনেও আনিও না ; কেন না, উক্ত জেনা ও চুরি ডাকাতির তুল্য অন্যান্য পাপ যথা—জেনার "তোহমত" দেওয়া চুগলি খাওয়া, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করা ইত্যাদি পাপাচারের শক্তি তো তাহার আছে, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার ভয়েই তাহা যখন সে করিতেছে না, তখন সেও ঐ তায়েব শ্রেণীভুক্ত হইয়া তৎতুল্য সম সম্মান ও সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইবে।

চতুর্থ সর্ত্ত এই যে, কেবল মাত্র আল্লাহ্-তায়লার কঠোর শাস্তির ভয়ে ও তাঁহার আদেশ পালন ও সন্তোষ বিধানার্থই বিশুদ্ধ তওবা করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ, লোভ বা লোক-গঞ্জনা ও দারিদ্রতার ভয় বা জন-সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভের আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির নাম গন্ধও যেন উহাতে না থাকে। উপরোক্ত সর্ত্ত চতুষ্টয়ের অনুরূপ বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ তওবা করিতে পারিলে তাহা অবশ্যই গ্রাহ্যনীয় ও গ্রহণীয়-তওবা রূপে পরিণত ও পরিগণিত হইবে এবং অপার

করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা স্বীয় অনন্ত দয়াগুণে নিশ্চয়ই উহা কবুল করিবেন।

এখন যে যে কারণে তওবার দিকে মন স্বতঃই আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হইতে পারে ও হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তিন কারণে তওবার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

প্রথম, স্বকৃত পাপের মন্দ ফলের দিকটা ও উহার ভীষণ পরিণাম ও দণ্ড ব্যবস্থার বিষয় উত্তমরূপে বিশেষ মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করা।

দ্বিতীয়, পাপীর প্রতি আল্লাহ্-তায়লার অতি কঠোর ও ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা ও বিধানের বিষয় ভালরূপ অবগত হওয়া, যে দণ্ডের কণামাত্র গ্রহণ বা সহ্য করিবার শক্তি কাহারই নাই ও হইতেও পারে না।

তৃতীয়, কোনরূপ ছল, চাতুরী প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা উক্তি ও বক্তৃতা দ্বারায় সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী আল্লাহ্-তায়লাকে কিছুতেই ঠকান ও ভুলান যাইবে না ও চলিবে না, ইহা যেন পৌনঃ-পুনিক ও উত্তমরূপে স্মরণ করে ও রাখে এবং এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ তর্কাদির অবতারণা ও নানাপ্রকার সুচিন্তিত উপদেশাবলীর দ্বারায় মনকে যেন উত্তমরূপে প্রবোধিত করে যে, পার্থিব এই সাধারণ অগ্নি, সূর্যোত্তাপ, প্রহার ও বর্শাঘাত বা ক্ষুদ্র একটী পিপীলিকার সামান্য একটু দংশন জ্বালাও যে দেহ সহ্য করিতে পারে না, সেই দেহ কেমন করিয়া নরকের সেই ভীষণ কালানল ও হিন্দু মহাভারতোক্ত ভীমসেনাপেক্ষা

লক্ষ গুণাধিক বিরাট বপু ও বিশাল দেহধারী বিকটদর্শন নরক প্রহরিগণের অগ্নিময় বজ্রকঠোর বিষম গদা, ভল্ল, শেলাঘাৎ ও ত্রাস সঞ্চারী বিভীষিকা উৎপাদক নানাপ্রকার বিশালকায় সর্প বৃশ্চিকাদির জ্বালাময়ী তীব্র দংশন জ্বালা সহ্য করিতে পারিবে? দিবানিশি ইত্যাকার নানাপ্রকার সৎযুক্তি ও উপদেশপূর্ণ চিন্তাদি সর্ব্বক্ষণ যদি কেহ করে ও একান্তমনে আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও কৃপার ভিখারী হয়, তবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়লার ফজলে বিশুদ্ধ তওবার শক্তি লাভ করিবে ও স্থায়ী তওবা করিতে সক্ষম হইবে। এখন তোমার ইহাও জানা দরকার যে, তোমার পূর্ব্বকৃত পাপজনিত ক্ষতিপূরণ হইবার উপায় কি? তাহা এই, পাপ তিন প্রকার ঃ—

প্রথম প্রকার পাপ, ফার্‌জ কাজে অবহেলা প্রদর্শন বা পরিত্যাগ করা, যেমন নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি আদায় না করা। যদি এই প্রকার ফার্‌জ কাজ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিকার সাধ্যানুসারে উহা পূরণ করা অর্থাৎ উহার "কাজা" আদায় করা।

দ্বিতীয় প্রকার পাপ, নিষিদ্ধ কাজ সমূহ করা, যেমন মদ খাওয়া, গান, বাজনা করা ইত্যাদি, এই শ্রেণীর পাপ করিয়া থাকিলে তাহার প্রতিকার, একান্ত লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত চিত্তে চিরজীবনের জন্য স্থায়ীভাবে উহা পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহ্-তায়লার ক্ষমা লাভাশায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সরোদন বিনীত নম্র প্রার্থনায় রত হওয়া।

তৃতীয় প্রকার পাপ, ইহা অতি সাঙ্ঘাতিক, ইহার নাম "এন্দোন্নাছ" অর্থাৎ মানুষের নিকট মানুষের পাপ। ইহা বহু রকম, যথা—নরহত্যা, অন্যায় অত্যাচার, পরস্বাপহরণ, পরদার গমন, বিশ্বাস ঘাতকতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার প্রতিবিধান এই—যদি ধনের পাপ হয় অর্থাৎ পরস্বাপহারী হইলে কর্ত্তব্য ও উচিৎ যে, ঐ অপহারিত বস্তু টাকা, পয়সা, বা অন্য যে কোন জিনিষই কেন হউক না, অন্যায়ভাবে যাহার নিকট হইতে যাহা যাহা গ্রহণ করিয়াছে বা লইয়াছে, তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করা বা উহার অধিকারী হইতে মাফ নেওয়া। ঐ অধিকারী জীবিত না থাকিলে সেই অর্থ মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ ব্যয় করা। যদি ঐ অর্থ ব্যয়ে সে অসমর্থ হয় অর্থাৎ তওবাকারী যদি দরিদ্র হয়, তবে নফল নামাজ, রোজা, তছবিহ্ ইত্যাদি পাঠ দ্বারায় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ সেই সঞ্চিত পুণ্য সমূহ ঐ মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, স্বীয় পাপ বিমুক্তির জন্য অনন্য মনে সবিনয়ে একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্-তায়লার পাক, পবিত্র, মহান দরবারে কান্নাকাটি করা। **আর হত্যাকারী** হইলে, সেই হত ব্যক্তির ওয়ারিশের নিকট যাইয়া বলে যে, নিহতের প্রাণের বিনিময়ে তুমি বা তোমরা আমাকে হত্যা করিতে পার, আর স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জনে সে যদি সমর্থ না হয় বা সাহস না পায়, তবে "দিয়াত" অর্থাৎ প্রাণের বিনিময় মূল্য প্রদান জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি দিয়াতের টাকা দিবার ক্ষমতাও তাহার না থাকে তবে ঐ নিহতের ওয়ারিশদের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা

প্রার্থনা করিতে থাকে, ওয়ারিশেরা যদি ক্ষমা না করে তবে উপরোল্লিখিত প্রথমোক্তরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া মৃতের আত্মাকে দান করে ও আল্লাহ্-তায়লার নিকট ঐরূপ কান্নাকাটি করে। আর কেহর সত্য বা মিথ্যা, নিন্দাবাদ বা কলঙ্ক প্রচার বা গালা-গালি করিয়া থাকিলে তাহার নিকট যাইয়া, নানারূপে তাহার তোষামোদ ও মনোরঞ্জন করিয়া তাহার নিকট হইতে ক্ষমা গ্রহণ করে; কিন্তু যদি বুঝে যে তাহার নিকট যাইলে হিতে বিপরীত হইবে, তবে তাহার নিকট গমন না করিয়া উপরো-ল্লিখিত মত নানারূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ঐ ব্যক্তির ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ্-তায়লার নিকট সদা সর্ব্বদা প্রার্থনা ইত্যাদি করে। আর যদি ব্যাভিচারের পাপ হয়, তবে সেই স্ত্রীলোকের স্বামী, আত্মীয় বা প্রভুদের নিকট না যাইয়া ও প্রকাশ না করিয়া একাগ্রমনে বিহ্বল চিত্তে শুধু আল্লাহ্-তায়ল্যার নিকট ঐ পাপ মুক্তির জন্য দিবস রজনী প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করে, যাহাতে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্-তায়লা সদয় হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী বা প্রভুর নিকট হইতে তাহাকে মাফ লওয়াইয়া দেন। স্থূল কথা মানুষের নিকট যে পাপে আবদ্ধ সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য সেই মানুষের মনোরঞ্জন ও ক্ষমা লাভের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা যত্ন ও আয়াস স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপরোল্লিখিত কারণাধীনে তাহা করিতে না পারিলে অতি অনুতপ্ত ও বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্-তায়লার উপাসনায় দেহ, মন, প্রাণ পূর্ণভাবে বিনিয়োগ ও ন্যস্ত

করিয়া আল্লাহ্-তায়লার অনুকম্পা লাভের জন্য সর্ব্বদা একান্ত মনে নিবিষ্ট চিত্তে কান্নাকাটি করে। এই উপাসনা, আরাধনা, বিশুদ্ধ, একনিষ্ঠ ও নির্ম্মল হইলে পরম করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার করুণা লাভের সম্ভাবনাই সমধিক। এবং তুমি বেশ মনোযোগের সহিত ইহাও জানিয়া রাখ যে, এই তওবা করার সৌভাগ্য সমস্তের ভাগ্যে ঘটে না। যে অতি ভাগ্যবান, সেই-ই এই বিশুদ্ধ ও স্থায়ী তওবার সৌভাগ্য লাভে দিন দিন শান্তি ও সৌভাগ্যের সমুচ্চাসনে উন্নিত হইতে থাকে। যেমন আল্লাহ্-তালা ফরমাইতেছেন إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (অর্থাৎ যাহারা তওবা করে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রভাবে থাকে, আল্লাহ্-তায়লা তাহাদিগকে ভালবাসেন) আল্লাহ্-তালার প্রিয় হওয়া যে-সে সৌভাগ্যের নিদর্শন নহে। এখন তওবা না করার অপকারিতা সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। যাহারা তওবা করিয়া পাপ বিমুক্ত হয় না বরং তওবা না করিয়া পাপেই রত থাকে। পাপের প্রথমাবস্থায় তাহাদের হৃদয় কোমল থাকিলেও ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে উহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকিয়া পরিণামে ঐ পাপাচার সমূহ হৃদয়কে পাষাণবৎ দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করতঃ পবিত্র এছলামের শান্তিময় স্নিগ্ধ ছায়া শীতল বৃক্ষতল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কোফ্রীর নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নের ফুঁটি ফাটা সূর্য্যোত্তাপ তলে দাঁড় করাইয়া নরকের পথই সুগম ও প্রশস্ত করিয়া দেয়, তখন পাপ

করিতে মনে এতটুকু মাত্রও দ্বিধা বা সঙ্কোচের উদয় হয় না বা পাপজনিত দণ্ডের সামান্য একটু ভয়ও মনে আর জাগিতে পায় না ও জাগেও না। তখন সুমতি ও বিবেক চির জীবনের মত পরাজিত, বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত, জীবর্ম্মৃত ও স্তব্ধ হইয়া পড়ে, তাহার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি বা ঐহিক, পারত্রিক, সুখ, শান্তি লাভের আশা-ভরসা সম্পূর্ণরূপে চিরদিনের জন্য তিরোহিত, বিলুপ্ত ও নির্ম্মূল হইয়া যায়, ত্রাণের অন্য কোন উপায়ই আর অবশিষ্ট থাকে না। হে! করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা, আমাকে ও সমস্ত মোসলমান নরনারিগণকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা করিও, উদ্ধার করিও, এই একমাত্র সবিনয় সকরুণ প্রার্থনা আ-মী-ন।

হে! আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকা ভ্রাতা ভগিনিগণ সামান্য পাপকেও হিংস্র জন্তু, খল সর্প, ও প্রাণবিনাশী বিষাক্ত উদ্ভিদাদি অপেক্ষাও শত সহস্র গুণ অধিক ও অতি মাত্রায় ভয় করিয়া চলিও ও (১) "ইবলিছ, ও (২) "বালাম বাউরের" জীবনেতিহাস

১। ইবলিছ, শয়তানের নাম, ২। বালাম বাউর, بلعم باعور বানি এছরাইল অর্থাৎ ইহুদী বংশীয় জনৈক অলী অর্থাৎ ফকিরের নাম। ইহাদের উভয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই, ইহারা উভয়েই প্রথমে আল্লাহ্-তায়লার একটী সামান্য আদেশ অবহেলা করিয়াছিল মাত্র, তৎপর অহঙ্কারের বশে ঐ অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্তও হয় নাই ও তওবাও করে নাই অথচ ঐ সামান্য আদেশটী অমান্য করিবার পূর্ব্বে ইহারা উভয়েই আল্লাহ্-তায়লার এত অধিক ও কঠোর এবাদাত্ বান্দেগী ও সাধন ভজন করিয়াছিল যে, তাহার তুলনা হয় না, তথাপি ঐ একমাত্র তওবা না করার জন্যই, এত পুণ্য করিয়াও তাহারা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া নরকগামী হইয়াছে।

ও এই প্রকারের অন্যান্য বহু অতি সত্য ও প্রকৃত ঘটনা ও ঐতিহাসিক গল্পাবলী ও উপদেশ সমূহ সর্ব্বদা স্মরণ ও অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিও, ও সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিও যে, তাহারা কি কারণে আল্লাহ্-তায়লার এত বড় প্রিয়পাত্র, অনুগৃহীত, সাধক ও উপাসক হইয়াও সুখ সৌভাগ্যের চরম সৌধ-চূড়া হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর্ভাগ্যের ঘোরান্ধকার গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, চিরদিনের জন্য নরকের কঠোর শাস্তি বরণ করিয়া লইয়াছে, প্রথমে তাহারা সামান্য পাপই করিয়াছিল ; কিন্তু আত্মগরিমা ও অহঙ্কারের বশে একমাত্র তওবা না করার জন্যই তাহারা পরিণামে কাট্টা কাফেরে পরিণত ও পরিগণিত হওত করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার অপার করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরতরে অতি কঠিন ও কঠোর যন্ত্রণাদায়ক অতি ভীষণ বিভীষিকাময় কালানলপূর্ণ নরকের গভীর অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অতএব কোন পাপকেই ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। 'ছগিরা গোনাহ ই' শেষে 'কবিরায়' পরিবর্ত্তিত ও পর্য্যবসিত হয় এবং মানবের দ্বারায় হঠাৎ কোন অতি হেয়, নগণ্য ক্ষুদ্র পাপও অনুষ্ঠিত হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা করিয়া উহা পরিত্যাগ না করিলে, অনেক সময় এই অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য পাপই অতি গুরুতর ও বৃহৎ পাপের পথপ্রদর্শক বা কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যখন দেখিবে যে, পাপ করিতে তোমার মনে কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার হয় না, বা এবাদাত্ বান্দেগী বা কোন প্রকার সৎ ও পুণ্যজনক কার্য্যাদি করিবার সময় বা ঐ কার্য্যান্তে

মনে কোনরূপ সুখ বা শান্তি অনুভব হয় না, বা কর না, বা কোনপ্রকার সদুপদেশেই তোমার মন বসিতে বা উহা গ্রহণ করিতে চাহে না, বা বিবেক জাগরিত হয় না, তখনই বুঝিবে যে, তোমার অবস্থা সাঙ্ঘাতিক। তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ও সরল অন্তঃকরণে তওবা না করিলে তোমার পরিণাম ইবলিছের পরিণামের সহিতই এক সূত্রেই গ্রথিত হইয়া যাইবে, কিছুতেই আর অব্যাহতির উপায় থাকিবে না। তওবা করিবার পূর্ব্বে বা পরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ যদি কোন পাপ করিয়া বস, তবে তৎক্ষণাৎ আরও দৃঢ়তা ও বিশুদ্ধতার সহিত পুনরায় তওবা করিবে। আল্লাহ্-তায়লা না করেন এইরূপ ঘটনা পৌনঃপুনিকই যদি ঘটে অর্থাৎ তোমার অনিচ্ছায় হঠাৎ পুনঃপুনঃই যদি তোমার দ্বারায় পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে তবে তুমিও পৌনঃপুনিকই তওবা করিতে তৎপর হইবে ও তওবার স্থায়িত্বতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতে থাকিবে। ইবলিছ শয়তানের ইঙ্গিতে, নিরাশ হইয়া কিছুতেই তওবা করিতে বিরত হইও না বা বৃথা কালহরণ করিও না এবং এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিও যে, আমার দ্বারায় দ্বিতীয় বার পাপ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই যদি আমার মৃত্যু হয় (কেন না মৃত্যুর সময় তো কাহারও জানা নাই) তাহা হইলে তো আমি ঐ ভবিষ্যৎ পাপ হইতে নিষ্কৃতি ও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলাম ও করিলাম এবং বর্ত্তমান তওবাই বিগত পাপের রক্ষা কবচ স্বরূপ সর্ব্ব বিপদে আমাকে রক্ষা করিবে, অতএব কোন অবস্থাতেই ও

কোন দিবসই তওবা করিতে বিস্মৃত বা বিরত হইও না, কেন না, আমাদের মহামান্য নিষ্পাপ পায়গাম্বার হজরত (দঃ) প্রত্যহ ৭০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত তওবা করিতেন, সে তুলনায় আমাদের ন্যায় ঘোর পাপিগণের পক্ষে প্রত্যহ কত লক্ষবার তওবা করা উচিত? সুধী জনমাত্রেরই তাহা বিবেচ্য। পাঠক এই তওবা সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়লার একটী আদেশ শ্রবণ কর ঃ—

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا

(অর্থাৎ যে কেহ যে কোন প্রকার পাপ বা নিজের উপর অত্যাচার করতঃ পশ্চাৎ আল্লাহ্-তায়লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অর্থাৎ তওবা করে, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা তাহাকে ক্ষমা করেন ও রক্ষা করেন) পৌনঃপুনিক তওবা ভঙ্গকারী সম্বন্ধে একটী হাদিছ কুদছির পার্শি অনুবাদ কবিতাটী (জনৈক পারসিক কবির লিখিত) এথায় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আদেশ অমান্যকারী অগ্নি উপাসক	باز آ باز آ
অথবা বিদ্রোহী কিম্বা পুতুল পূজক,	هر آنچه هستی باز آ
যদিও ভাঙ্গিয়া থাক "তওবা" শতবার	گر کافر وگبر وبت
তথাপি রেখেছি খুলি তওবার দুয়ার।	پرستی باز آ
চলে এস যে যথায়, যত পাপী জন,	این درگه ما درگه
অনুতাপ অশ্রুজলে সিক্ত করি মন ;	نومیدی نیست
নিরাশ হইয়া কেহ যাইবে না ফিরি,	صد بارا گر تو به
পূরিবে সবের আশ আদেশ আমারি।	شکستی باز آ

এই ঘাটির সার কথা এই যে, মানব যখন অতি দৃঢ়তার সহিত বিশুদ্ধ ও পবিত্র মনে সরল অন্তঃকরণে, পাপ পরিত্যাগে ও পুনর্ব্বার এই বিপদ-সঙ্কুল, বন্ধুর, পিচ্ছিল ও ঢালু পাপ পথে পদার্পণ না করিবার জন্য কৃত-নিশ্চয় ও স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া হক্‌দারের হক ও পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ বা মনোরঞ্জন ও পরিত্যক্ত ফারজ, ওয়াজেব ও এবম্প্রকার যজ্জাবতীয় কার্য্য সমূহের "কাজা", স্বীয় শক্তি সামর্থানুযায়ী আদায় অর্থাৎ পরিশোধ করতঃ অবশিষ্ট জীবন বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে অনুতপ্ত চিত্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে সত্য, ধর্ম্ম, সৎ ও ন্যায় পথে অতিবাহন ও যাপন জন্য, অতিমাত্র আগ্রহ ও ব্যগ্রতার সহিত "তওবা" করিবার নিমিত্ত লালায়িত ও প্রস্তুত হয় এবং নিম্নলিখিত ভাবে তওবা করে, তখন সে আল্লাহ্‌-তায়লার একান্ত ফজলে তওবার এই কঠিনতম ঘাটি, উত্তীর্ণ হইয়া আল্লাহ্‌-তায়লার অনন্ত "বরকত", রহমত ও অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব নানাপ্রকার অসংখ্য রত্নরাজী ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব অগণিত বস্তু সমূহে পরিপূরিত ও পরিশোভিত চির অম্লান, শান্তিপূর্ণ, মঙ্গলময়, পুণ্য রাজ্যের অবাধ ভ্রমণকারীরূপে সৌভাগ্যের সমুচ্চ সোপানে অধিরোহণ করতঃ মানব জনম ও জীবনের স্বার্থকতা ও সফলতা সম্পাদন করিতে থাকে।

তওবার প্রণালী—প্রথমতঃ তওবার উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে স্নান করিয়া একখানি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পাক অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র পরিধান করতঃ একটী নির্জ্জন স্থানে নিরিবিলি চারি রেকাৎ নফল নামাজ পড়িয়া সেই অকুলের কুল ইহপরকালের

একমাত্র কাণ্ডারী, অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার সদনে যুক্ত করে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে, গদ্ গদ্ ভাষে অতি বিনীত ভাবে কান্দিয়া কান্দিয়া মোনাজাত করে ও অনুতপ্ত চিত্তে সকরুণ কণ্ঠে মনোবেদনা, হৃদয় যাতনা, নিবেদন করিয়া পাপ বিমুক্তি ও তওবার স্থায়িত্বতা ও পুণ্য কাজে আসক্তি ও এবাদাতের শক্তি লাভের প্রার্থনা জানায়, এই প্রার্থনা যদি প্রকৃত হৃদয় ব্যথাসঞ্জাত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয়, তবে অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার পাক, পবিত্র, দরবারে নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে।

ঠিক ভাবে তওবা কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য হইয়া থাকিলে তওবা-কারীর মোনাজাত সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন এক অনির্ব্বচনীয় ও অনাবিল সুখ, শান্তি ও তৃপ্তিতে ও নির্ম্মল আনন্দে উদ্বেলিত ও পূর্ণ হইয়া উঠিবে ও উভয় নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ও নয়নাসার বিগলিত হইয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, প্রেম-বিভোর ও বিহ্বল করিয়া তুলিবে ও তাহার মনে হইতে থাকিবে যে, সে যেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ও আজিই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। পাপ, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞেয় একটী নূতন জিনিষ। এয়া এলাহি! আমাকে ও তোমার সমগ্র দাসদাসিগণকে এইরূপ "তওবা-তুন্নাছুহার" তওফিক ও শক্তি প্রদান কর, আ-মী-ন।

তৃতীয় অধ্যায়

আওয়ায়েকের ঘাটি

আয়েকের বহুবচন "আওয়ায়েক।" অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি, অর্থাৎ এবাদাত্ ও পুণ্যজনক কার্য্যাদিতে যে সব জিনিষ প্রতিবন্ধকতা বা বাধা উৎপাদন করে সেই সমস্তকে 'আওয়ায়েক' বলে।

এলেম ও তওবার পর 'আবেদ' অর্থাৎ উপাসকের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এবাদাতের পথের কণ্টক সমূহ বিদূরিত ও সমগ্র বাধা, বিঘ্ন অপসারিত করা। মূলতঃ এই পথের প্রধান প্রতিবন্ধক চারিটী—(১) **দুনিয়া**, (২) **মানুষ**, (৩) **শয়তান**, (৪) **নাফ্‌ছ্‌**। প্রথম বাধা, **দুনিয়া** অর্থাৎ সংসার। দুই কারণে এই পৃথিবী বা সংসারের লোভ প্রকৃত উপাসকের জন্য অবশ্য পরিত্যাজ্য। **প্রথম কারণ** এবাদাতের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য দুনিয়ার লোভ অবশ্যই পরিত্যাজ্য কেন না, যেমন একস্থানে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ও পরস্পর বিরোধী দুইটী শক্তি একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তেমনই তোমার এক হৃদয়ে সম্পূর্ণ

পৃথক ও বিপরীত ভাবাপন্ন ও প্রকৃতি বিশিষ্ট দুইটী বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশও হইতে পারে না, সেইরূপ "এবাদাত্" ও "দুনিয়া" পরস্পর ঘোর বিরোধী স্বপত্নীতুল্য দুইটী ভাবের একত্র, একসঙ্গে, এক হৃদয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে অধিষ্ঠান বা বসতবাস করাও চলে না। দুইটী পত্নীর মধ্যে একটীর মন যোগাইলে অপরা নিশ্চয়ই রুষ্টা, ক্রুদ্ধা ও অসন্তুষ্টা হইবেই হইবে, সমভাবে উভয়ের মনস্তুষ্টি কিছুতেই করিতে পারিবে না ; অথবা "এবাদাত্" ও "দুনিয়াকে" "পূর্ব্ব" "পশ্চিম" এই দুইটী দিকের সহিত তুলনা করিতে পার। তুমি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে পশ্চিম দিক হইতে আপনিই দূরে আসিয়া পড়িবে, পক্ষান্তরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে গেলে পূর্ব্বদিক আপনিই তোমা হইতে দূরত্ব ও ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে ; উভয়কে একত্র পাইবার আশা বা ধারণা কোন অবস্থাতেই কখনই তুমি করিতে পার না। যেমন আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "যে পরকালের প্রেমে মজিল, দুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল ; আর যে দুনিয়ার মোহময় পথে অগ্রসর হইল, সে পরকাল হইতে চিরবঞ্চিত হইল" অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দুনিয়ার আপাত-মধুর অথচ সত্যিকার চিরদুঃখ কষ্টের, কণ্টকাকীর্ণ কুটিল ও বিপদ-সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করিয়া পারলৌকিক অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী ও অনন্ত সুখ-সম্পদ বিধায়িনী শান্তিময়ী পথ অবলম্বন কর। সংসার ত্যাগের দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্লিপ্ত, নির্লোভ সংসারী বা সংসার বিরাগী

অর্থাৎ বাহ্যিক সংসারে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত থাকিয়াও যাঁহাদের হৃদয় ও মন সংসারের লোভ, ভোগ ও লিপ্ততা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত অর্থাৎ উদাসীন, এইরূপ নির্লোভ ও নির্লিপ্ত সংসারী বা সংসার বিরাগীর এবাদাতে সমধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং এবম্প্রকার ব্যক্তির এবাদাত্ বান্দেগী ও প্রত্যেক পুণ্যজনক কার্য্যই অন্যাপেক্ষা বহুগুণাধিক মূল্যবান ও পুণ্যসঞ্চারক ও আল্লাহ্-তায়লার নিকট আদরণীয় ও অতি প্রিয়, যেমন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইতেছেন যে, "জনৈক সংসারত্যাগী অর্থাৎ সংসারের লোভ পরিশূন্য, সংসার বিরাগী আলেমের দুই রেকাত্ নামাজ, দুনিয়ার সমগ্র সংসারী অর্থাৎ সংসার লোভী আলেম, আবেদগণের ও সংসারী সর্ব্বমানবের সংমিশ্রিত, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বরকমের এবাদাত বান্দেগী, সৎ ও পুণ্যজনক কার্য্যাদিপেক্ষা সেই পরম পাক পবিত্র, অপার করুণা ও অনন্ত দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার নিকট সমধিক প্রিয় ও আদরের বস্তু। অতএব যখন বিষদভাবে, নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইল ও উত্তমরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, উপাসকের পক্ষে সংসার বিরাগী হওয়া অর্থাৎ সংসারের লোভ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন কোন্ কোন্ উপায়ে এই সংসারের লোভ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষরূপে জানা ও অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। "সংসারের লোভ পরিত্যাগ করা" কথাটাকে আরবিতে "জোহদ" বলে; আমরাও এই "জোহদ" শব্দই ব্যবহার করিব। "জোহদ"

দুই প্রকার—এক প্রকার যাহা মানুষের আয়ত্তাধীন, দ্বিতীয় অনায়ত্ত; যাহা আয়ত্তাধীন নহে। যাহা আয়ত্তাধীন, তাহা আবার তিন প্রকার—**প্রথম**, পার্থিব সুখ বিলাসের যে সকল জিনিষ আমার নাই, তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা। **দ্বিতীয়**, বর্ত্তমানে পার্থিব যে সব জিনিষ আমার আছে, তাহাও পরিত্যাগ করা। **তৃতীয়**, পার্থিব জিনিষের লোভ মন হইতে দূর করা। দ্বিতীয় প্রকার "জোহদ" যাহা মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, তাহা এই যে পার্থিব সুখ বিলাসের কোনপ্রকার জিনিষের কামনাও যাহাতে মনের দুয়ারে উঁকিটুকুও দিতে না পারে অর্থাৎ পার্থিব জিনিষের কামনা মাত্রই মন হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করা। ঐ কামনা মনের তৃসীমার বাহিরেও যেন পথ না পায়। উপরোল্লিখিত আয়ত্তাধীন জোহদের শ্রেণীত্রয়ে আল্লাহ্-তায়লার ফজলে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, অনায়ত্ত জোহদটী আপনা আপনিই লাভ করিতে পারিবে। অবশ্য আয়ত্তাধীন জোহদের তৃতীয়টী, অর্থাৎ "সংসারের লোভ" মন হইতে বিদূরিত করাই কঠিন এবং ঐটী পরিত্যাগ করাই জোহদের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য ও উপাসকের লক্ষ্য। ঐ অভ্যন্তরীণ জোহদ লাভ করা ভিন্ন এবাদাত্ কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন :—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ *

(অর্থাৎ পরকালের সেই সুখ শান্তিময় ঘর আমি তাহাদিগকে প্রদান করিব, যাহারা এই পৃথিবীতে নিরীহ, নির্লোভী ও নির্ব্বিবাদী) অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ প্রাপ্তির আশা ও সংসারের সুখ, বিলাস ইত্যাদি উপভোগের লোভ ও বাসনা যাহারা অন্তরের সহিত পরিত্যাগ করে, যাহারা মোটেই সংসারের লোভ বা কামনা করে না। ইহার দ্বারায় ইহা বুঝিতে হইবে না যে "সংসার ও সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া অরণ্যবাসী হইতে হইবে বা সংসারের কোন কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না; বরং ইহাই বুঝিতে হইবে যে সংসারের লোভ ও আকর্ষণ পরিশূন্য হইয়া, সংসারের যজ্জাবতীয় হালাল বস্তু সচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পার; কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তু বা জিনিষাদি অধিক পরিমাণে বা একেবারে কিছুই না পাইলেও যেন মনে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষোভ বা দুঃখের উদয় না হয়। স্থূলকথা নির্লোভ ও নির্লিপ্ত হইয়া পার্থিব প্রত্যেক হালাল বস্তু তুমি অবাধে, অবলীলাক্রমে উপভোগ করিতে পার; কিন্তু উহার লোভ, বা অমুক জিনিষটী পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাকার কোন কিছুরই প্রাপ্তির বাসনা বা আকর্ষণ, মূহূর্ত্তের জন্যও যেন তোমার মনে জাগিতে না পারে। এই প্রকার লোভ, বাসনা ও আকর্ষণ পরিশূন্য-হৃদয়ে, বাহ্যিক ঘোর সংসারী ও সাংসারিক সুখ উপভোগ-কারী, হইলেও তাহাদের জন্য পরকালের ঐ অনন্ত সুখ শান্তিপূর্ণ স্থায়ী আবাসের দ্বার অবারিত ও চির উন্মুক্ত

রহিয়াছে ; এবং "নির্লোভ, নিলিপ্ত সংসার বিরাগী অথচ গৃহাশ্রম আশ্রয়ী ব্যক্তি" ও ঐরূপ "নির্লোভ, নির্লিপ্ত, সংসার-বিরাগী কিন্তু গৃহাশ্রম ত্যাগী ব্যক্তি," এ উভয়ই পুণ্যবান ও বেহেস্ত-লাভের অধিকারী হইলেও প্রথমোক্ত "নির্লোভ গৃহীই" সমধিক সম্মানার্হ ; কেননা, সে ভোগী ও গৃহাশ্রমী হইয়াও সংসারের লোভ দমন করিতে ও সংযম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় "সংসারত্যাগী ব্যক্তি", সে তো প্রলোভন ও সংযমতা পরীক্ষার কেন্দ্রেই উপস্থিত হয় নাই, এই কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ হইতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অধিক সম্মানার্হ ও ভাগ্যবান।

আর যাহাদের মনে লোভ, বাসনা ও লিপ্সা থাকা সত্ত্বেও অভাব জনিত বা দরিদ্রতা বশতঃ কিম্বা অন্য যে কোন কারণাধীনেই হউক না কেন, এই সংসারের সুখ ভোগ করে না, ও লিপ্ত হয় না বা লিপ্ত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি করিলেও বেহেস্তাগমন তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না, ঘটিতে পারে না ; কেন না, সংসারের প্রতি বীতরাগ, লোভ ও স্বার্থ পরিশূন্য না হইলে শরিয়াত্ সম্মত-ভাবে এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি কাহারও দ্বারায়ই ঠিক মত অনুষ্ঠিত হইতেই পারে না। এবাদাত্ ও সৎ-কার্য্যাদির মূল যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার, করুণা, দয়া ও সন্তোষ অর্জ্জন। উহা আন্তরিক গভীর একনিষ্ঠতা ভিন্ন লাভ করা যায় না এবং মনে কোন

প্রকার লোভ, বাসনা বা স্বার্থের উদয় হইলে ঐ একনিষ্ঠতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব এই অনিত্য সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করিবার ও ইহার অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় ও প্রণালী শ্রবণ কর। তুমি অতি ধীর, স্থির ও নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে ও অতীব মনোযোগ ও ঐকান্তিকতার সহিত কোরাণ শরিফ ও হাদিস্ শরিফ ও অলিআল্লাহ্ ও বোজর্গগণের উক্তি পাঠ বা শ্রবণ করিলে, এই দুনিয়ার অনিত্যতা, অসারতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, বিফলতা, অকর্ম্মণ্যতা ও দুঃখ-দারিদ্র, ক্লেশ-যাতনা ইত্যাদি পরিস্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং ইহার উপকারিতা হইতে অপকারিতা যে কত অধিক, তাহা অতি উত্তম ও পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। এখন জানা দরকার যে, দুনিয়াতে জোহদ করা অর্থাৎ সংসারের লোভ ও সুখ পরিত্যাগ করা খা নির্লিপ্ত সংসারী হওয়া "ফার্জ", "ওয়াজেব", 'ছোন্নত' না "মোস্তাহাব!" না কি? দুনিয়াতে দুই প্রকারের জিনিষ আছে,এক **হারাম,** দ্বিতীয় **হালাল**। এই উভয়ের মধ্যেই জোহদ হয়, হারামের মধ্যে জোহদ করা এই যে, হারাম জিনিষ বা কাজ মাত্রকেই তৎক্ষণাৎ ও তম্মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করিতে হইবে ও ইহা অতি অবশ্য তড়িৎ-পাল্য এবং এই **"অতি অবশ্য তড়িৎ-পাল্য"** কথাটীকে, আরবী ভাষায় **"ফার্জে-আয়েন"** বলে ও হালাল জিনিষে "জোহদ" করা **"মোস্তাহাব।"** আর হালালের সহিত যাঁহারা জোহদ

করেন, তাঁহারা 'গওছ' শ্রেণীস্থ অর্থাৎ প্রায় দেবতা তুল্য মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহারা দুনিয়ার অতি পবিত্র ও হালাল জিনিষ ও বস্তু সমূহ হইতেও সেই পরিমাণ জিনিষ মাত্র গ্রহণ করেন, যাহা না হইলে জীবন ধারণ করা চলে না, অর্থাৎ কষ্টের সহিত জীবন ধারণ করা চলে, তদতিরিক্ত জিনিষকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় মনকে এমনই করিয়া গড়িয়া তুলেন যে, জীবন ধারণাতিরিক্ত সামান্য একটুখানি জিনিষের লোভ বা বাসনাও ভ্রমেও তাঁহাদের মনে জাগিতে বা আসিতেই পারে না। জনৈক "বোজর্গ" বলিয়াছেন যে দুনিয়া, আল্লাহ্-তায়লার অপ্রিয় জিনিষ, সেই জন্যই যাঁহারা আল্লাহ্-তায়লার প্রিয় বান্দা, আলেম, ও, অলি, তাঁহারা দুনিয়ার যজ্জাবতীয় হালাল ও পবিত্র জিনিষকেও এত অধিক ঘৃণা ও তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন; এবং একান্ত প্রয়োজন ভিন্ন উহা স্পর্শও করেন না। এস্থলে আমি একটী উপমা দিতেছি, মনে কর জনৈক পাঁচক নানাবিধ অত্যুত্তম ও রসনা তৃপ্তিকর উপকরণ ও মসল্যাদির সহযোগে এক "ডিস" অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উহাতে খানিকটা বিষ মিশ্রিত করিবার সময় এক ব্যক্তি উহা প্রত্যক্ষ করিল। যে ব্যক্তি উহা প্রত্যক্ষ করিল, সে শত অনুরোধ, উপরোধ ও প্রলোভনেও ঐ খাদ্য খাইতে সাহসী হইবে কি? না, কখনই হইবে না। যদি হয়, তবে তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে ঘোর উন্মত্ত, বিকৃত

মস্তিষ্ক ও বদ্ধ-পাগল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে বা মনে করিতে পার না। কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ, যে উহা দেখে নাই ও জানে না, সে কিছুতেই উহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না ও অম্লান চিত্তে নিরাপত্তে ঐ খাদ্য আহার করিয়া স্বীয় মৃত্যুর পথ স্বহস্তেই উন্মুক্ত করিতে কিঞ্চিম্মাত্রও ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিবে না। এইরূপ অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার বশে, এই মায়াময় দুনিয়ার বাহ্যিক চাক্‌চিক্য ও মনোহারিণী রূপে বিমুগ্ধ হইয়া ও মজিয়া কত শত সহস্র লোক যে অকালে কালগ্রাসে কবলিত ও নিপতিত হইয়া নিরয়গামী হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে ? অজ্ঞে ও বিজ্ঞে, লোভে ও সংযমে, নির্ব্বোধে ও সুবোধে, মূর্খে ও পণ্ডিতে এই প্রভেদ। অতএব যাঁহারা বিজ্ঞ, আলেম, সুবোধ, সদ্বিবেচক ও পরিণামদর্শী, তাঁহারা হালাল জিনিষেও "জোহদ" অবলম্বন করতঃ দৃঢ়পদে আত্মরক্ষায়, প্রবৃত্ত হন। আর যাহারা ইহাপেক্ষাও সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবন ধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ হালাল খাদ্যের জন্যেও অন্যের দ্বারস্থ হইতে বা "রুজি" অন্বেষণে হালাল মজুরী করিতেও বহির্গত হন না। বরং তাঁহারা অতীব একনিষ্ঠতার সহিত সন্তুষ্ট-চিত্তে একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও দাক্ষিণ্যের উপরই সম্পূর্ণ ভরসা, নির্ভর, ও আস্থা, স্থাপন করতঃ এবাদাত্, বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি করনার্থ জীবন ধারণোপযোগী আহার বা শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করেন। করুণাময় আল্লাহ্-তায়লাও প্রার্থী বা যাচ্ঞাকারিদের

যোগ্যতানুসারে কেহকে, স্বীয় পবিত্র নাম সুধা পানে, কেহকে বা অচিন্ত-পূর্ব্ব ও অভাবনীয় উপায়ে অপরিজ্ঞেয় স্থান হইতে হালাল খাদ্য বস্তু দানে, সেই শক্তি প্রদান করেন, যেমন তিনি স্বয়ংই কোরাণ শরিফে ফরমাইতেছেন

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়লাকে ভয় করে ও তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আল্লাহ্-তায়লা তাহাকে এমন অভাবনীয় উপায়ে রক্ষা করেন ও অভাবনীয় স্থান হইতে আহার্য্য প্রদান করেন যে, তাহা মানব বুদ্ধির সম্পূর্ণ অতিত ও মানব চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর) কিন্তু যাহারা এই নির্ব্যূঢ় ভরসায়, নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহারা শারিয়াত সম্মত সৎপথে থাকিয়া পার্থিব হালাল জিনিষাত হইতে জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য উপার্জ্জনার্থ আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখিয়া যে কোন সৎ-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে এবং তাহাতে পুণ্যই সঞ্চিত হইবে, পাপ উহার নিকটেও আসিতে বা উহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় বাধা,—"মানব অর্থাৎ সংসার লোভী মানব" এই লোভী-মানব হইতে আত্ম রক্ষা করিতে বা নিজেকে, দূরে রক্ষা করিতে না পারিলে এবাদাত্ বান্দেগী কিছুতেই সুসম্পন্ন, পূর্ণাঙ্গপূর্ণ, শৃঙ্খলা-সম্পন্ন ও সুনির্ব্বাহিত হইতেই

পারে না, কেননা সাধারণ মানব মাত্রেরই পরস্পর গল্প, গুজব, আলাপ আপ্যায়নের উপাদান এই নশ্বর দুনিয়া ও ইহার অকিঞ্চিৎকর সুখ, দুঃখ, আমোদ, প্রমোদ, ভোগ, বিলাস বাসনা ইত্যাদি লইয়াই হয়। অতএবই তাহারা (মানবেরা) এই অনিষ্টকারী বৃথা আলাপনের সাহায্যে, তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে ধীরে, ধীরে, পাপের পথে আকর্ষণ করিতে ও ঠেলিতে থাকে, যাহা তুমি ধারণাও করিতে পার না। অতএব ইহাদের সহবাস ও সংশ্রব, বিষবৎ পরিত্যাগ করা ধীমান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয় ; কিন্তু যাঁহাদের আলাপের উপাদান খোদা, রছুলের অমৃতময় মধুর বাণী ও আধ্যাত্মিকতা ও যাঁহাদের কথায়, পরকাল চিন্তা, পাপের পরিণাম, মৃত্যু ভয় ইত্যাদি মনে জাগরিত হয়, তাঁহাদের সহিত নির্ব্বিচারে ও অবাধে মিশিতে পার ; কিন্তু আজকাল এরূপ লোক জগতে অতি বিরল। সেই জন্য আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) নির্জ্জনবাসের ও নির্জ্জনতা অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই সম্বন্ধীয় কয়েকটী হাদিস শরিফের পূর্ণ অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। (প্রথম হাদিছ) আবদুল্লা এব্‌নে ওমার এবনে আছ (রাজিঃ) ছাহাবী ফরমাইতেছেন যে, আমরা মহামান্য হজরতের (দঃ) নিকট বসিয়া ছিলাম, তখন মহামান্য হজরত্ (দঃ) "ফেত্‌নার" উল্লেখ করিয়া ফরমাইলেন যে, "যখন তোমরা দেখিবে যে মানুষ স্বীয় প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে না ও "আমানতে" "খেয়ানাত্" করিতেছে,

তখনই বুঝিবে যে, ইহা ফেত্‌নার 'জামানা'। উক্ত ছাহাবী বলিতেছেন যে, তখন আমি নিবেদন করিলাম যে, এয়া রছুলোল্লাহ্ (দঃ) সেই জামানা আসিলে আমি কি করিব? হজরত্ (দঃ) ফরমাইলেন যে "তখন ঘরে বসিয়া থাকিও ও স্বীয় জিহ্বাকে সংযত ও অতি সাবধানে রক্ষা করিও, ও যে বিষয়ের উত্তম জ্ঞান আছে অর্থাৎ যে কাজের কার্য্য-পদ্ধতি ও নিয়ম প্রণালী, তোমার উত্তমরূপ জানা আছে, ও অবগত আছ, তাহাই মাত্র আমল করিও। আর যাহা ভাল জান না, তাহা করিও না ও স্বধর্ম্ম রক্ষা ও পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্ন করিও। অন্যের প্রতি দৃষ্টি বা লক্ষ্য করিও না, অর্থাৎ নিজ মনে একক, স্বধর্ম্ম পালন ও স্বকার্য্য সাধনে রত ও লিপ্ত থাকিও"। আর এক হাদিছ শরিফে আসিয়াছে যে, মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে "সেটা হইবে "হারজের" দিন"। ছাহাবাগণ নিবেদন করিলেন, হারজের দিন কাহাকে বলে? তখন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইলেন যে, "সে এমন দিন যে, অতি নিকটবর্ত্তি ব্যক্তিকেও অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতিও নির্ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যাইবে না"। আর একটী হাদিছ শরিফ এই—আমাদের মহামান্য শেষ নবী হজরত্ (দঃ) হারেছ এব্‌নে আমীর (রাজীঃ) নামক জনৈক ছাহাবাকে ফরমাইলেন যে, "তুমি যদি সুদীর্ঘ আয়ু লাভ কর, তবে তুমি এমন এক জামানা দেখিতে পাইবে যে, তখন উপদেষ্টার সংখ্যা অত্যধিক

হইবে ; কিন্তু উহা পালনকারীর সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য পরিদৃষ্ট হইবে, ও প্রার্থী ও ভিক্ষুকের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু দাতার সংখ্যা বিরল ও নগণ্য পরিলক্ষিত হইবে এবং আলেমগণ ব্যাভিচারী হইবে"। এব্‌নে মছউদ (রাজিঃ) বলিতেছেন, তখন আমি নিবেদন করিলাম যে, সে জামানা কখন হইবে ? মহামান্য হজরত্‌ (দঃ) ফরমাইলেন "যখন নামাজ কাজা হইতে থাকিবে ও উৎকোচের অবাধ প্রচলন হইবে ও পার্থিব সামান্য অর্থের বিনিময়ে ধর্ম্ম বিক্রীত হইতে থাকিবে"। হে নেকবখ্‌ত ! সেই সময়ের লোক হইতে দূরে অবস্থান করিও"। (গ্রন্থকার এমাম গাজালী (রহঃ) বলিতেছেন যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী 'জামানার' ছুফি ইউছফ এব্‌নে আছবাত ফরমাইতেছেন যে, হজরত্‌ সুফিয়ান ছুরি্‌ (রহঃ) জবানি আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে "আমি সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌-তায়লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই জামানায়, লোক সঙ্গ পরিহার করিয়া নির্জ্জন বাস করা হালাল হইয়াছে।" সে তুলনায় এতদিন পর আমার জামানায় নির্জ্জনতা অবলম্বন করা, আমি "ওয়াজেব" ও ফার্‌জ মনে করি ; বিশেষতঃ উক্ত হাদিছ শরিফ সমূহের ঠিক বর্ণনা অনুরূপ অধর্ম্ম জনক ও পাপ কার্য্যাদি করিতে অনেককে আমি স্বয়ং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব এখন নির্জ্জন বাস অবলম্বন করা ভিন্ন উপাসকের আর গত্যন্তর নাই)।

হজরত্ ওমর খাত্তাব (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন, “মন্দ লোকের সহবাসাপেক্ষা নির্জ্জনবাস বহুগুণে শ্রেষ্ঠ”। ফোজেয়েল (রহঃ) বলিয়াছেন, “এখন সেই সময় অসিয়াছে, যে সময় জিহ্বা সংযত করা ও আত্ম গোপন করিয়া নির্জ্জন বাস অবলম্বন করা ও নীরবে মনের প্রতিকার ও চিকিৎসায় আত্ম-বিনিয়োগ করা বিধেয়”। দাউদ-তাই (রহঃ) ফরমাইতেছেন যে, “এই দুনিয়াতে রোজা রাখ ও পরকালে যাইয়া এফ্‌তার কর, আর ব্যাঘ্রাতঙ্ক গ্রস্থ মানুষের ন্যায় মানুষ-ব্যাঘ্র হইতে দূরে পলায়ন কর”। মানুষ হইতে দুরে অবস্থানের দ্বিতীয় কারণ এই যে, রেয়ার ভিত্তিই হইতেছে মানুষ। মানুষ হইতে দূরে থাকিলে কিছুতেই রেয়া হইতে পারে না। আর “রেয়া” অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিষ। শতমণ দুগ্ধের মধ্যে এক ফোঁটা গরু-চণা যেমন—শত বৎসরের কঠোর এবাদাত্ ও জীবনব্যাপী উপাসনার পক্ষে মূহূর্ত্তের রেয়াও তেমনি। আল্লাহ্‌-তায়লা আমাদিগকে এই রেয়া হইতে বাঁচায়, এই প্রার্থনা, আ-মী-ন।

এখন জানা দরকার যে, মনুষ্য হইতে মনুষ্যের দূরে অবস্থান করা সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কি? ও উহার প্রণালীই বা কিরূপ? ও কোন্ প্রকার প্রবৃত্তির মানব হইতে কোন্ প্রকার মানবকে কি ভাবে কতটুকু দূরে অবস্থান করিতে হইবে? এই স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের উপর দুই প্রকারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এক সেই ব্যক্তি, যাহার

সহিত সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের এছলামী স্বার্থ রক্ষার কোনই সম্পর্ক, সংশ্রব ও আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'ওয়ায়েজ', 'ফাকিহ', 'মোহাদ্দেছ', 'কাজী', 'আমিরে-শারিয়াত্', 'এমাম', বা 'মুফতি' ইত্যাদি নহেন; এইরূপ ব্যক্তির প্রতি আদেশ যে, 'জোমরা' ও 'জামায়াতের নামাজ', হাজ্জ, ও 'ওয়াজের মাজলেছ' ও স্বীয় একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ভিন্ন জন-সাধারণের সহিত মেলা মেশা না করেন এবং নিজকে এমন করিয়া গোপন রাখেন, যাহাতে অন্যেও তাহাকে না চেনে ও তিনিও অন্যকে না চেনেন; কিন্তু উপরোক্ত 'দিনী' ও অবশ্য প্রয়োজনীয় 'দুনিয়াভী' কাজের জন্যও যদি লোক সকাশে বাহির হইতে না চান, তবে তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায় হইবে; বরং ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাকে লোক সমাজে বাহির হইতেই হইবে। কিন্তু উপাসনার ক্ষতি বা ব্যাঘাত আশঙ্কায় জন সাধারণের সহিত আলাপাচারিতে বা লোকালয়ে বাহির হইতে যদি একান্তই অনিচ্ছুক হন, তবে তাঁহাকে লোকালয় ত্যাগ করিয়া এরূপ কোন দূর বনে, পর্ব্বতে, বা দ্বীপে, যাইয়া বসবাস করিতে হইবে যে, যে স্থানে যাইলে শারিয়াত্ সিদ্ধভাবে 'জোমরা', 'জামায়াতাদি' তাঁহার উপর ওয়াজেবই হইতে না পারে। এই কারণে যে সকল আবেদ ও উপাসক, জোমরা ও জামায়াতে উপস্থিতির পুণ্য সঞ্চয়রূপ উপকার অপেক্ষা ঐ উপলক্ষে জন-সাধারণের সহিত মেলামেশায় অধিক অপকার ও ক্ষতির

আশঙ্কা করেন, তাঁহারা নির্ব্বিবাদে উপাসনা করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ দূরদেশে যাইয়া অবস্থান করেন, যাহাতে তাঁহাদের উপর জোমরা ও জামায়াত ইত্যাদি কার্য্য ওয়াজেবই হইতে না পারে। অতএব, জোমরা, জামায়াত ও সর্ব্বপ্রকার পুণ্য-জনক ও স্বীয় আবশ্যকীয় কার্য্যাদির নিমিত্ত আপামর সাধারণের সহিত যে পরিমাণ মেলামেশা আলাপাচারী ও ঘনিষ্টতা করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ মেলামেশা করাই কর্ত্তব্য ও উত্তম,। ইহাতে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

দ্বিতীয়, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যাঁহাদের সহিত সর্ব্বসাধারণ মোসলমানদের এছলামী স্বার্থের অতি নিকট-সম্বন্ধ ও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যথা—আলেম, এমাম, মুফ্‌তি, আমীরে-শারিয়াত্, কাজী, ওয়ায়েজ, এছলাম ধর্ম্ম প্রচারক ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ ব্যক্তিগণের লোকালয় পরিত্যাগ বা নির্জ্জন বাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অবিধেয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লোকালয়ে থাকিয়া, জন সমাজে মিশিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে নিয়ত সৎপথ প্রদর্শন ও সৎপথে আকর্ষণ ও সদুপদেশ প্রদান করাই তাঁহাদের উপর 'ওয়াজেব' ও এই কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন ও সম্পন্ন করাই তাঁহাদের পক্ষে, একমাত্র বিধি নির্দ্দিষ্ট কাজ; যেমন আমাদের অতি প্রিয় মহামান্য শেষ রছুল হজরত্ (দঃ) ফরমাইতেছেন "যখন বাদয়াত্ প্রকাশিত হয়, তখন যে সকল আলেমেরা

উহা দেখিয়াও নীরব থাকে, তাঁহাদের উপর আল্লাহ্-তায়লার মা'র পড়িবে ও অভিসম্পাৎ বর্ষিত হইবে।" সংসারত্যাগী নির্জ্জনবাসী আলেমের উপরও এই হাদিছ শরিফ সমভাবে প্রযোজ্য ; কিন্তু সাবধান এই মেলামেশায়, খোদা ও রছুলের আদেশ পালন করা ভিন্ন, পার্থিব কোন প্রকার লোভ বা মোহের বা স্বকীয় স্বার্থের নাম গন্ধও যেন উহাতে না থাকে, অর্থাৎ বাহ্যিক তুমি লোক সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলেও তোমার অন্তরে সামান্য একটুকু লোক-প্রভাব ও সংসারের লোভ যেন মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবেশ লাভ করিতে না পায়, তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবে এবং তোমার হৃদয়ের পার্থিব লোভ ও স্বার্থের দ্বার চিররুদ্ধ ও নিঃস্বার্থের অপার্থিব দ্বার চির বিমুক্ত রাখিবে, ক্ষণেকের জন্যও যেন ইহার ব্যত্যয় না ঘটে। এই বিষয়টী আরো সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট করিয়া সরলভাবে ভাবোদ্ধার জন্য একটী উপমা দেওয়া যাক্, যথা—অগাধ জলে নিমজ্জিত হইলেও জল পেটে প্রবেশ করিতে না পারিলে যেমন মৃত্যু হয় না, অঙ্গ সিক্ত হয় মাত্র, তেমনই বাহ্যিক দেহ সংসার সাগরাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও মগ্ন হইলেও আত্মার কোন ক্ষতি বা অপচয় হয় না, একটু অধিক পরিশ্রম হয় মাত্র। কিন্তু ইহার বিপরীতে সর্ব্বনাশ ও প্রাণ বিনাশ অনিবার্য্য। এই নির্জ্জনবাস ও নির্জ্জনতার পথ অতি সূক্ষ্ম ও বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য এবং একান্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত অতি সন্তর্পণে

ইহাতে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু ইহাতে প্রথমই এই প্রশ্ন জাগে, যে মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, জামায়াতের সঙ্গী হওয়া অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্রিত থাকা তোমাদের উচিত, কেননা, আল্লাহ্-তায়লা দশের সহিত, আর শয়তান মানবের পক্ষে নেক্‌ড়ে বাঘের তুল্য। নেক্‌ড়ে বাঘ যেমন যুথভ্রষ্ট বিপথগামী পশুকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। শয়তানও তেমনি দলভ্রষ্ট কুপথাবলম্বী মানবকে পাইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ ও কবলিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। আমাদের অতি প্রিয়, পূজ্য প্রাণের প্রাণ মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "শয়তান একের দোসর। আর দুইজন মানুষ একত্রিত হইলে শয়তান তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।" হাদিছ শরিফের এই উক্তি নির্জ্জনতার ঘোর পরিপন্থী ও বিরোধী। এখন এই দুই বিরোধী হাদিছ শরিফের সমন্বয় সাধন ও এই সমস্যা সমাধানের উপায় ও উত্তর কি? ইহার উত্তর এই উভয় প্রকারেই দেওয়া চলে ঃ—

প্রথম, আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) যেমনই লোকের সহিত মেশামিশি করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তেমনই কলিকালে অর্থাৎ যে কালে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শিথিল বা সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে, সেই সময় মানব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জনবাসের জন্যও আদেশ প্রদান করিয়াছেন, কাজেই এই উভয় হাদিছের সমন্বয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধেরই

সৃষ্টি হইতে পারে না, সময়ের অবস্থার সহিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয় ভাবের উত্তর, মহামান্য হজরত্ (দঃ) যে ফরমাইয়াছেন যে, "জামায়াতকে" "মজবুতের সহিত আঁকড়িয়া ধর।" ইহার তিন প্রকার অর্থ হইতে পরে।

প্রথম ব্যাখ্যা—এই হইতে পারে যে, "শারিয়াত"-সিদ্ধ পার-লৌকিক ও আধ্যাত্মিক কাজে একত্রিত হওয়া অর্থাৎ "এজমায়-ওম্মতের" মতের বহির্ভূত কোন কাজ যাহাতে আমরা না করি, কেন না, এই "ওম্মতের" সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ও অভিমত। কোন অবস্থায়ই ভ্রান্ত, বিফল বা কুপথ প্রদর্শক হইবে না ও হইতে পারে না ও পারিবে না। আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং ইহার রক্ষক, এবং এই ব্যাখ্যার সহিত সমস্ত "এমাম" ও "আলেমগণ" সুধী ও "ছুফি" জন একমত। অতএব ধর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ ও "এবাদাতের" নিরাপদতার জন্য শাস্ত্রীয় বিধানানুরূপ যাঁহারা নির্জ্জনতা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রতি উক্ত "হাদিছ শরিফ" প্রযোজ্য নহে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—"হাদিছ শরিফের" "জামায়াত" শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য "জোময়া" ও "জামায়াতে" নামাজ পড়া ও অন্যান্য সৎকাজে মোসলমানদের সহিত একত্রিত হওয়া। এই একতার ফলে এছলামের যে জাঁক, জমক, "শান", "শওকত" ও "দবদবা" পরিদৃষ্ট হয়, তাহা দর্শন করাইয়া অমোসলমানদের মনে ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার করা এবং

আমার এ দীর্ঘ বক্তৃতা ও উপদেশের উদ্দেশ্যও ইহাই যে, "জোময়া", "জামায়াত", "ওয়াজ", ইত্যাদি সৎকাজের সময়ই মাত্র জন সাধারণের সহিত মিশিবে ও কার্য্যান্তের পরেই পুনরায় নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিবে। এ অর্থেও উক্ত "হাদিস শরিফ" আমার উক্তি ও যুক্তিরই পূর্ণ সহায়ক।

তৃতীয় ব্যাখ্যা—উক্ত "হাদিছ শরিফের" "জামায়াত আঁকড়িয়া ধর" শব্দের এই অর্থ হইতে পারে যে, দেশ যখন অধর্ম্মাচারে পূর্ণ হইবে, সেই সময় যাহারা দুর্ব্বল-চিত্ত, স্বল্প বিশ্বাসী ও অজ্ঞ তাহারা যেন জ্ঞানী ও সাধু মোসলমান ভ্রাতাগণের সঙ্গ পরিত্যাগ না করেন, কেন না, নির্জ্জনতা তাঁহাদের জন্য মারাত্মক হইতে পারে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, "আলেম" ও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহাদের পক্ষে "শারিয়াত্" সম্মত সৎকাজে, যোগদান উপলক্ষে জন-সমাজে মেলামেশা করা ব্যতীত অন্য সব সময় নির্জ্জনে নিরিবিলি বাসের জন্যই মহামান্য হজরত্ (দঃ) আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখন যে উপায়ে এই নির্জ্জন বাস স্বার্থক ও সফল হইতে পারে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তিন উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে।

প্রথম—সর্ব্বদা মনকে এবাদাত্ বান্দেগী ও আল্লাহ্-তায়লার "জেকের" ও চিন্তায় নিযুক্ত রাখা, কেন না, মন কখনই খালি থাকিতে পারে না, সৎকাজে ও চিন্তায় উহাকে লিপ্ত ও আবদ্ধ না রাখিলে, উহাতে অসৎ চিন্তার উদয় হওয়া অনিবার্য্য।

দ্বিতীয়—মনকে সংসার ও সংসারের সুখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও লোভ শূন্য করিতে হইবে, কেন না, মনে লোভ বা স্বার্থ থাকিলে কিছুতেই একাগ্রতা আসিতে পারে না। আর একাগ্রতা না আসিলে কোন কাজই সিদ্ধ হইতে পারে না। কাজেই সংসারের প্রতি মনকে নির্লোভ ও নির্লিপ্ত করিতে না পারিলে এবাদাত্ ‘উপাসনা’ “জেকের-আজকার” সবই বৃথা ও পণ্ড হইয়া যাইবে।

তৃতীয়—নির্জ্জন বাসের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা, ও জন সমাজে মেলামেশার অপকারিতা নিবিষ্টচিত্তে বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করা। নির্জ্জনবাসী যখন এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বনে এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদিতে, আত্মনিয়োগে সমর্থ হইবে, তখন আল্লাহ্-তায়লার অপার করুণায় তাহার নির্জ্জন বাসের বৃক্ষ সার্থকতার মুকুলে, ফুলে-ফলে পরিশোভিত হইয়া তাহাকে ধন্য করিবে, কৃতার্থ করিবে।

তৃতীয় বাধা, শয়তান—শয়তানের আর এক নাম ইব্‌লিছ। এই শয়তানের মত সাজ্ঘাতিক ও ভীষণ শত্রু মানবের আর দ্বিতীয় নাই। শয়তান মানবের সহিত শত্রুতা করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই হিসাবে সে মানব মাত্রেরই অজাত শত্রু তো বটেই এবং মানবের শত্রুতাই তাহার ধর্ম্ম ও ব্যবসায় এবং এই ব্যবসা সে অতি দক্ষতার সহিত প্রথম হইতেই চালাইয়া আসিতেছে ও মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত চালাইবেও নিশ্চিত। কিন্তু আলেম ও আবেদের

প্রতি তাহার আক্রোশ আরও সাঙ্ঘাতিক ও ভীষণ। কেন না, আলেম ও আবেদ এই দুই শ্রেণীর মানবগণই শয়তানের অতি সাধের পাপ-কলুষিত পুতিগন্ধময় অন্ধকার পথ হইতে নিজেরা তো আত্মরক্ষা করেনই, পরন্তু অন্য বহু মানবকেও ঐ কণ্টকাকীর্ণ পাপ-পথ হইতে উদ্ধার করিয়া পুন্যোজ্জ্বল, নিষ্কণ্টক, সুবাস-পূরিত, শান্তিময়, সরল, সত্য, সুন্দর, ধর্ম্ম-পথে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করেন। এই জন্য এই দুই শ্রেণীর মানবের প্রতি শয়তানের আক্রোশ চরম ও পরম, এবং শত্রুতা সাধনের সুযোগও শয়তানের সমধিক। প্রথম সে অদৃশ্য। শয়তানকে আমরা দেখিতে পাই না, পক্ষান্তরে সে তো আমাদের দেখিতে পায়ই, পরন্তু আমাদের অভ্যন্তরে এবং প্রতি রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছ বিচরণ ও বিহারও করিতে পারে। আল্লাহ্-তায়লার একান্ত ফজল ভিন্ন উহাকে দেখিবার বা উহার কার্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতাও মানবের নাই; অথচ আমারই জিনিষ—জীবাত্মা, আমারই অন্তঃরেন্দ্রিয়—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্যাদি ইন্দ্রিয় নিচয়, আমারই বিরোধী ও শয়তানের বশ। তৎপর কেয়ামত পর্য্যন্ত শয়তান অমর, অজর, আর মানব জরা ও মৃত্যুর অধীন। শয়তান, জ্ঞান-পাপী ও সবল। মানব অজ্ঞান ও দুর্ব্বল। প্রিয় পাঠক, পাঠিকে! মুহূর্ত্তের জন্য প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলন করিয়া একটী বারের জন্য দেখ, ভাব, চিন্তা কর ও বুঝ যে, আমরা কিরূপ কঠিন শত্রু ব্যূহে

পরিবেষ্টিত ও আবদ্ধ হইয়া কাল হরণ ও জীবন যাপন করিতেছি। একমাত্র সেই দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার একান্ত করুণায় শক্তি সঞ্চয় ও কঠোর তপস্যা ভিন্ন এ দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিবে কি? বা পারা সম্ভবপর কি? কাজেই এই আলোচনা স্বরূপ Ultimatum অর্থাৎ চরম পত্র দ্বারায় ইহাই বিঘোষিত ও সূচিত হইতেছে ও বুঝাইতেছে যে, এখন খোলাখোলিভাবে শয়তানের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই! অতএব এই ব্যূহ ভেদকারী সমর-বিজয়ী, মহারথী, আলেম আবেদগণ ইহা ভেদের যে অব্যর্থ উপায়ত্রয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

প্রথম উপায় সম্বন্ধে একদল মহামতি আলেমান, বলিতেছেন যে, শয়তান আল্লাহ্-তায়লার একটী কুকুর এবং আল্লাহ্-তায়লাই ঐ কুকুরকে মানবের উপর লেলাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্-তায়লা ঐ কুকুরকে না ফিরাইলে উহা হইতে অব্যাহতি লাভের কোনই আশা ভরসা নাই। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, তোমার সময় বৃথা নষ্ট হওয়া ভিন্ন আর কোন ফলোদয় হইবে না। অতএব অতি একাগ্রতার সহিত সবিনয়ে কুকুরের প্রভুর নিকট কান্নাকাটী ও আবেদন কর। তোমার নিবেদন 'খালেছ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইলে, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা তাঁহার অপার করুণায় কুকুরের আক্রমণ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

দ্বিতীয় দল আলেম বলিতেছেন, শয়তান হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়, একান্ত-চিত্তে "রেয়াজাত" ও "মোজাহেদা" করা এবং শয়তানের মতের বিরুদ্ধ কার্য্যসকল অতি দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত করিতে থাকা।

তৃতীয় দলের মত—একাধারে উক্ত উভয়বিধ কাজই সম্পন্ন করা অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার সাহায্য প্রার্থনা করা ও সঙ্গে সঙ্গে রেয়াজাত ও মোজাহেদাও প্রচুর পরিমাণে করা এবং এই সঙ্গে আরো তিনটী কথা জানা দরকার ঃ—

প্রথম, শয়তানের ধোকাবাজী অর্থাৎ কি কি উপায়ে ও কেমন করিয়া মানুষকে সে বিভ্রান্ত করে, ইহা জানা থাকিলে, শয়তান তাহাকে সহসা প্রতারিত করিতে পারে না। যেমন গৃহস্থ জাগরিত থাকিলে চোর সিঁদ কাটিতে সাহস করে না, সেইরূপ মানব সজাগ ও সচকিত থাকিলে শয়তানও ধোকা দিতে অগ্রসর বা সাহসী হয় না।

দ্বিতীয় শয়তানের 'ওয়াছওয়াছার' প্রতি লক্ষ্য না করা। কুকুর দেখিয়া ভীত না হইলে, সে কুকুর যেমন, দংশন, করিতে অগ্রসর হয় না, খানিকটা দশন প্রদর্শন ও চীৎকার করিয়াই নীরব হয়, শয়তানও সেইরূপ তাহার ওয়াছওয়াছার প্রতি মোটেই লক্ষ্য না করিলে কয়েকবার মনকে চঞ্চল করিতে বৃথা প্রয়াস ও চেষ্টা করিয়া শেষে আপনাপনিই নীরব হইয়া যায়।

তৃতীয়—হৃদয়, মন ও জিহ্বাকে আল্লাহ-তালার জেকেরে সর্ব্বক্ষণ মগ্ন করিয়া রাখা। মহামান্য হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন "আকেলা" রোগে যেরূপ দেহের মাংস ধ্বংশ করে, আল্লাহ-তায়লার জেকেরও সেইরূপ শয়তানের দেহের মাংস চর্ব্বণ করে। উপরোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ বিশুদ্ধভাবে ও সন্তর্পণে সুনির্ব্বাহ হইবার পরও যদি হৃদয়ের মধ্যে শয়তানের আধিপত্য অনুভব করে, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্-তায়লা সেই মানবের ধৈর্য্য ও মোজাহেদা ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া তাহাকে উচ্চাসন প্রদান জন্যই সাময়িকভাবে ঐরূপ কষ্ট ও যাতনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখন শয়তানের ধোকা বাজি ও ওয়াছওয়াছার স্বরূপ জানা আবশ্যক। কেন না, রোগের নিদান অবগত হইতে না পারিলে যেমন চিকিৎসা করা চলে না, সেইরূপ 'শায়তানী ওয়াছওয়াছার' সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিলে তাহারও প্রতিকার করা যায় না, অতএব অবগত হও যে, আল্লাহ্-তায়লা "মোলহেম" নামক জনৈক ফেরেস্তাকে মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে বিনিয়োগ করিয়াছেন। সেই ফেরেস্তা মানব মাত্রকেই সর্ব্বদাই পুণ্যের দিকে আকর্ষণ ও আহ্বান করিতেছেন এবং সেই আহ্বানকে আরবি ভাষায় "এলহাম" বলে। ঐ মোলহেম ফেরেস্তার নামেই এই আহ্বানের 'এলহাম' নামকরণ হইয়াছে। ঠিক ঐরূপ "ওয়াছ-ওয়াছ" নামক জনৈক শয়তান বংশধরকেও ঐরূপ ভাবে মানব অন্তরে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সে সর্ব্বদা মানবকে

পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং সেই আকর্ষণের নামই "ওয়াছওয়াছা"। কখন কখন এই শয়তান-নন্দনের আকর্ষণ বাহ্যিক পুণ্যের দিকেও পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু মূল উদ্দেশ্য তাহার পাপ, অর্থাৎ কোন সময় এইরূপ কাজে প্ররোচিত করে যে, উহার বাহ্যিক দৃশ্য পুণ্যের অনুরূপ; কিন্তু অভ্যন্তর ও উদ্দেশ্য অতি মারাত্মক, যেমন "রেয়া" লোক দেখান নামাজ, রোজা, কোরাণ শরিফ, পাঠ ইত্যাদি। এই দুইটী ভিন্ন আর একটী জিনিষও উহাদেরই ন্যায় মানব অন্তরে বিজড়িত হইয়া আছে। সেটীর নাম "নাফ্ছ" অর্থাৎ জীবাত্মা,—যে ভোগ লালসা জাগায় ও সর্ব্বদা মানবকে দৈহিক সুখ ও বিলাসিতার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, অর্থাৎ সে পাপ পুণ্যের বিচার করে না। সে চায় অবিরাম সুখ, সে চায় শুধু আরাম, তাহা পূর্ণ হইলেই হইল। পাপ দ্বারাই উহা পূর্ণ হউক, কি পুণ্যের দ্বারাই পূর্ণ হউক, সে বিচার সে করে না। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটীই মানব মনের দাবীদার। ইহা পরিজ্ঞাত হইবার পর তোমাকে "খাত্‌রার" সহিত পরিচিত হইতে হইবে। "খাত্‌রা" মনের সেই ভাব বা প্রবৃত্তিকে বলে, যে প্রবৃত্তি মূলে মানব যে কোন কাজে অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ, লিপ্ত বা নির্লিপ্ত হয় অর্থাৎ যে কোন কার্য্যারম্ভ ও সূচনার, অথবা ক্ষান্ত ও বন্ধ করিবার প্রারম্ভে মনে যে সকল কথা চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবাদির উদয় হয় ও যে "ভাবাবেশ" কার্য্য করা বা না করার মূল ভিত্তি, মনের

সেই স্বাগত ও স্বউদিত "প্রেরণা", বা "ভাব", বা জিনিষটীরই নাম "খাত্‌রা"। আরবীতে মনকে এক বচনে "খাতের" ও বহু বচনে "খাওয়াতের" বলে ও মনের ঐ প্রেরণা বা ভাবকে (যে প্রেরণাবশে লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) এক বচনে "খাত্‌রা" ও বহুবচনে "খাত্‌রাত" বলে। এই খাত্‌রা চারি প্রকার। **প্রথম** প্রকার আল্লাহ্‌-তায়লার পক্ষ হইতে বিনা চিন্তায়, বিনা কল্পনায় আপনাপনি মনে যে কথা জাগে বা আসে, অর্থাৎ মনের নিজস্ব কথা ইহাকে "খাছ-খাতের" অর্থাৎ মনের স্বকীয় বিশুদ্ধ প্রেরণা বলে। **দ্বিতীয়,** মানব প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনে যে, ভোগ বাসনা বা লোভ জাগে, ইহাকে 'খাহেশে-নাফ্‌ছ' বা 'হাওয়া' বলে, অর্থাৎ ভোগ বাসনা, লোভ, লালসা ও কামেচ্ছা ইত্যাদি। **তৃতীয়,** মোলহেম্‌ ফেরেস্তার ইঙ্গিতের পর, মনে যে সদিচ্ছা ও সুমতির উদয় হয় তাহাকে "এলহাম" বলে। **চতুর্থ,** 'ওয়াছওয়াছ' নামক শয়তানের ইঙ্গিতের পর মনে যে কদেচ্ছা ও কুমতি জাগে তাহাকে 'ওয়াছওয়াছা' বলে।

প্রথম 'খাত্‌রায়-রাহমানী' যাহা খাছ আল্লাহ্‌-তায়লার পক্ষ হইতে বান্দার মনে আপনাপনিই উদিত হয়। বাংলা ভাষায় ইহারই নাম বিবেক ও ইহা প্রায়ই মানবকে পুণ্য ও নেকীর দিকে আকর্ষণ ও প্ররোচিত করে,—বান্দার সম্মান বাড়াইবার জন্য; আবার কখনও কদাচিৎ মন্দ ও বদীর দিকেও অবনমিত হয়—শুধু বান্দাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়, 'খাত্‌রায়-নাফ্‌ছানী' ইহা সততই ভোগ, লালসা ও মন্দের দিকে মানবকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ইহার আকর্ষণ কখন কখন ভালর দিকে অনুভূত হইলেও তাহার পরিণতি ও পরিণাম নিশ্চিত মন্দ ও পাপ।

তৃতীয়, "খাত্‌রায়-মালাকী" ইহা 'মোলহেম' ফেরেস্তার আকর্ষণ, ইহাকে 'এলহাম' বলে; ইহার বাংলা নাম সুমতি। ইহা মানবকে সর্ব্বদাই পুণ্য ও ভালর দিকে আকর্ষণ ও প্ররোচিত করিতে থাকে এবং এই জন্যই ইহার সৃষ্টি, ইহা কখনই মন্দের ইঙ্গিত করে না ও করিতে পারে না।

চতুর্থ "খাত্‌রায়-শায়তানী" ইহা 'ওয়াছওয়াছ' নামক শয়তানের আকর্ষণ, ইহাকে 'ওয়াছওয়াছা' বলে। ইহার বাংলা নাম কুমতি। ইহা সর্ব্বক্ষণ মানবকে পাপ ও মন্দের দিকে আকর্ষণ ও প্রলুব্ধ করিতে থাকে এবং এই জন্যই ইহার সৃষ্টি। ইহার আকর্ষণ কখন কখন বাহ্যতঃ ভালর দিকে পরিদৃষ্ট হইলেও উহার শেষ ফল অতি ভীষণ, অমঙ্গল ও অকল্যাণকর।

এখন আর তিনটী বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম, তত্ত্ব-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য ও আবশ্যক। প্রথম, "খাতেরে-খায়ের" ও "খাতেরে শারর" অর্থাৎ বিবেক, সুমতি ও কুমতির পার্থক্য জ্ঞান। দ্বিতীয় (১) মন্দ বিবেক (যাহা আল্লাহ্-তায়লার নিকট হইতে বান্দার প্রতি পরীক্ষার্থ আসে) ও (২) ভোগ লালসা (যাহা স্বীয় নাফ্‌ছ হইতে উদ্ভূত হয়) ও (৩) কুমতি

(শয়তানী ইঙ্গিতে যে কু-প্রবৃত্তি ও বাসনা মনে জাগে)। এই তিনটী মন্দ ও কু-জিনিষের উৎপত্তি স্থান কোথায় ও উহা কাহার নিকট হইতে কি ভাবে আসিয়া মনে উদিত হয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা ও উহা নিবারণের উপায় ও প্রতিকার বিধান, প্রণালী, অবগত হওয়া। তৃতীয়, ঐরূপ তিন দিক হইতে পুণ্যের যে সব প্রেরণা মনে উদিত হয়, তাহার পার্থক্য অবগত হওয়া অর্থাৎ কোন্টী কাহার নিকট হইতে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞান লাভ করা। তৎপর অতি সতর্কতার সহিত ধীর, স্থির-চিত্তে অভিনিবেশ সহকারে উক্ত পুণ্যময় প্রেরণাত্রয়ের পার্থক্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা হইতে যে সকল সদিচ্ছাপূর্ণ বিবেকের ও মোলহেম ফেরেস্তা হইতে যে সমস্ত এলহামের প্রেরণা মনে জাগিতেছে বা আসিতেছে বলিয়া তোমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে, সেই সমস্ত কল্যাণকর প্রেরণাকে অতি সমাদরে প্রাণপণ যত্নে গ্রহণ, বরণ ও হৃদয়ে ধারণ করিবে ও শয়তান ও নাফ্ছের দিক হইতে যে সব প্রেরণা সুমতিরূপে আবির্ভূত হইতেছে বলিয়া ধারণা হইবে তত্তাবতকে ভীষণ কদাচার ও মূর্ত্তিমান পাপ জ্ঞানে, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বর্জ্জন ও পরিত্যাগ করিবে। এখন তুমি সুমতি ও কুমতির অর্থাৎ 'খাতেরে-খায়ের' ও 'খাতেরে-শার্রের' পার্থক্য পরিমাপ করিবার জন্য যদি একান্ত উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত ও লালায়িত হইয়া থাক, তবে উহা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের

তিনটী নির্ভুল পরিমাপ যন্ত্রের বিষয় তোমাকে অবগত করান যাইতেছে।

প্রথম মাপযন্ত্র, 'শরাশরিফ' **দ্বিতীয় মাপযন্ত্র,** বিশিষ্ট অলি আল্লাহ্‌গণের উক্তি ও যুক্তি। **তৃতীয় মাপযন্ত্র,** 'হাওয়ায়-নাফছ' অর্থাৎ লোভ, লালসা ও ভোগ বাসনার "প্রবৃত্তি"। অতএব মনের মধ্যে যে কোন কথা বা কাজের প্রেরণার উদয় হইবে, তন্মত কথা বলিবার, বা কাজ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই শারিয়াতি-নিক্তির দ্বারায় উহা ওজন বা পরিমাপ করিয়া দেখিবে, যদি উহা শারিয়াতসিদ্ধ ও সম্মত হয়, তবে সে কাজ করিতে কোন বাধা নাই; কিন্তু যদি, বিরোধী হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অতি ঘৃণা ও দৃঢ়তার সহিত উহা বর্জ্জন করিবে। আর যদি শারিয়াতে ঐ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কিছুই না পাও, তবে দ্বিতীয় নিক্তি দ্বারায় উহা পরিমাপ করিবে; তাহাতে বিধান পাইলে উহা করিতে পার, আর নিষেধ পাইলে তৎক্ষণাৎ উহা উক্তরূপই পরিত্যাগ করিবে। আর যদি কোনরূপ বিধি বা নিষেধ কিছুই না পাও, তবে তৃতীয় নিক্তি 'হাওয়ায়-নাফ্‌ছের' সম্মুখে উহা উপস্থিত করিবে। তখন তোমার বাসনা ও প্রবৃত্তি, বিনা চিন্তায় (অর্থাৎ সেই কাজের পরিণাম ও উহাতে আল্লাহ্‌-তায়লার সন্তোষ বা রোষ উদ্দীপ্ত হইবে, কি না হইবে, ইত্যাদি বিষয়ের কোন কিছু চিন্তা মাত্র না করিয়া) হঠাৎ যদি সেই কথা বা কাজ করিতে ইতস্ততঃ বা ঘৃণা প্রকাশ করে, কিম্বা অনিচ্ছুক হয়, তবে বুঝিবে যে, এই কাজ উত্তম ও ইহা

করিতে কোন বাধা নাই। আর যদি ঠিক ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ উহা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে ও সমুৎসুক হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা পূর্ব্বোক্তরূপ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিত্যাগ করিবে। এইরূপভাবে এই তিনটী মাপযন্ত্রের দ্বারায় তোমার প্রতি কথা ও প্রতি কাজ যদি পরিমাপ করিয়া লও, তবে 'খাতেরে-খায়ের' ও 'খাতেরে শারর্' অর্থাৎ সুমতি ও কুমতির পার্থক্য অতি সহজে বুঝিতে পারিবে ও দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার কল্যাণে জীবন সংগ্রামে তুমি কখনই পরাভূত হইবে না। শনৈঃ শনৈঃ পুণ্য, পবিত্রতা ও শান্তির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

তৎপর 'খাতেরে-শার্র' অর্থাৎ কুমতির মধ্যেও ঐরূপ কুমতিত্রয়ের পার্থক্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইবে যে, ঐ মন্দ প্রেরণা তিনটীর কোন্‌টী অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে পরীক্ষা স্বরূপ, আর কোন্‌টী হাওয়ায়-নাফ্‌ছের প্রবৃত্তি মূলে, আর কোন্‌টীই বা শয়তানের পক্ষ হইতে? ইহারও যাঁচাই ও পরীক্ষা করিবার উপায় তিনটী :—

প্রথম সেই কুমতির ইঙ্গিতানুযায়ী মন্দ কথা বা কাজের প্রেরণা ও খাত্‌রা (অর্থাৎ পাপোত্তেজনার সহিত দুশ্চিন্তা ও সন্দেহ মিশ্রিত ইতস্ততঃ ভাব যদি সমভাবে মনে জাগিয়াই থাকে, অর্থাৎ প্রেরণার সহিত খাত্‌রাটীও এক অবস্থায়ই থাকে, কিছুমাত্র ইতর বিশেষ না হয়, তবে বুঝিবে যে উহা

আল্লাহ্-তায়লার, বা হাওয়ায় নাফ্ছ অর্থাৎ মানব প্রবৃত্তির পক্ষ হইতে, আর যদি ঐ খাত্রাটা অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভাবটা এক অবস্থায় না থাকিয়া কমিয়া যায়, তবে বুঝিবে যে, তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয়, আর এই খাত্রা, কোন পাপের পর মুহূর্ত্তে যদি হয়, তবে বুঝিবে যে উহা আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে প্রেরণা-রূপে, অনুশোচনা ও অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে। আর কোন পাপের সূচনায় ইতস্ততঃ ও অনুশোচনাহীন, কেবল মাত্র প্রেরণা যদি মনে উদিত হয়, তবে বুঝিবে যে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে।

তৃতীয় ঐ খাত্রা বা প্রেরণা আল্লাহ্-তায়লার জেকের অর্থাৎ নাম জপ ও গুণগানের সময়েও যদি না কমে বা ইতর বিশেষ না হইয়া সমভাবেই মনে জাগরূক থাকে, তবে বুঝিবে যে ঐ খাত্রা "হাওয়ায় নাফ্ছের" পক্ষ হইতে মনে উদিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে জেকেরের সময় ঐ খাত্রা যদি কম অনুভব হয় বা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তবে বুঝিবে যে উহা "শয়তানী-ওয়াছওয়াছা" কেননা, আল্লাহ্-তায়লার জেকের শয়তান সহ্য করিতে পারে না।

অতঃপর "খাতেরে-খায়ের" অর্থাৎ সুমতি ত্রয়ের পার্থক্যের জ্ঞানও লাভ করিতে হইবে যে, কোন্টী আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে ও কোন্টী "মোলহেম" ফেরেস্তা হইতে ও কোন্টী দুর্ব্বৃত্ত "শয়তানী ওয়াছওয়াছা" বা "নাফ্ছে-আম্মারা" হইতে উদ্ভূত। ইহা জানিবার উপায়ও তিনটী।

প্রথম, এই 'খাতেরে-খায়ের' অর্থাৎ সুমতির প্রেরণা যদি দ্বিধা শূন্যভাবে, দৃঢ়তা ও প্রবলতার সহিত সমভাবেই মনে জাগিয়া থাকে, তবে উহা আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে, আর যদি টল-টলায়মান অর্থাৎ কখন কম, কখন বেশী অনুভব হয়, তবে ফেরেস্তার পক্ষ হইতে বুঝিবে।

দ্বিতীয়, আর ঐ প্রেরণা অর্থাৎ "খাত্‌রা" যদি কোন পুণ্য বা সৎকাজ করার পরে অনুভব হয়, তবে আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে তোমাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে বুঝিবে। আর যদি কোন সৎকাজের প্রারম্ভে হয়, পরে না হয়, তবে উহা ফেরেস্তার পক্ষ হইতে বুঝিবে।

তৃতীয় আর ঐ খাত্‌রা যদি ধর্ম্মের মূল ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞান বা পরমাত্মা বিষয়ক হয়, তবে আল্লাহ্-তায়লার পক্ষ হইতে, আর যদি উহা ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা ও বাহ্যিক পুণ্য ও সৎকাজ সম্পর্কীয় হয়, তবে ফেরেস্তার পক্ষ হইতে বুঝিবে। কেননা, হৃদয়ের নিভৃত চিন্তা ও মনের গোপন কথা আল্লাহ্-তায়লা ভিন্ন অন্যের জানিবার ক্ষমতা ও শক্তি নাই। আর শয়তান ও হাওয়ায়-নাফ্‌ছের পক্ষ হইতে ধোকা-পূর্ণ সুমতি চিনিবার উপায় এই যে, মনে যে প্রেরণার উদয় হইয়াছে, তন্মত কাজ করার জন্য, **নাফ্‌ছ** অর্থাৎ জীবাত্মা যদি সুখানুভব করে ও অতি অধীরতা ও সত্বরতার সহিত উহা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয় এবং পরিণাম চিন্তা বা ভয় মোটেই না করে, তবে বুঝিবে যে উহা

নিশ্চিত শয়তানী ধোকাবাজী ; সুতরাং উহা অবশ্য পরিত্যাজ্য ও বৰ্জ্জনীয়। আর যদি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তবে বুঝিবে যে উহা আল্লাহ্‌-তায়লা বা তাঁহার ফেরেস্তাদের পক্ষ হইতে মনে উদিত হইয়াছে ; ইহা অবশ্য-বরণীয়, পালনীয় ও করণীয়।

এখন উপরোক্ত সুখ ও ধীরতা ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যাও জানা আবশ্যক। "সুখ" ও "খুসী" ইত্যাদি শব্দ এই অর্থে উপরে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোনও প্রকার লাভ বা উপকারের প্রত্যাশা ও আশা না থাকা সত্ত্বেও নাফ্‌ছ যে সকল কাজ করিতে একান্ত উৎসুক ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে ও আগ্রহশীল হয়। আর "স্থিরতা" "ধীরতা", নিম্নলিখিত বিষয় পঞ্চক ব্যতীত সর্ব্বকার্য্যেই অবশ্য পাল্য ও অবলম্বনীয় অর্থাৎ নিম্নলিখিত পাঁচটী কাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজই ধীর, স্থির চিত্তে করা কর্ত্তব্য।

(১) **কন্যা** যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ দেওয়া। (২) **ঋণ** যত সত্বর সম্ভব পরিশোধ করা, (৩) **মৃতের** সৎকার করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে সত্বর কবর দেওয়া। (৪) **অতিথি** ও **অভ্যাগতকে** সত্বর আহার্য্য প্রদান করা। (৫) অতি সত্বরতার সহিত '**তওবা**' করা)। এই পঞ্চ কাজ ভিন্ন অন্য সমস্ত কাজেই ক্ষিপ্রকারিতা নিষিদ্ধ ও অবিধেয়।

আর "ভয়" শব্দ এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, **প্রথম ভয়** এই জন্য যে এই সৎ কাজটী বিধি সঙ্গত-

ভাবে আমি হেন অজ্ঞ মূর্খ ও অভাজন দ্বারায় সুসম্পন্ন হইতে পারিবে কি? বা হইবে কি? দ্বিতীয় ভয়, আমি যে সকল অতি নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর সৎকার্য্যাদি করিয়াছি বা করিতেছি, তাহা সেই অপার করুণাময়, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার পাক, পবিত্র, মহান দরবারে কবুল ও মঞ্জুর হইবে, না, না-মঞ্জুর হইবে? অর্থাৎ গৃহীত হইবে কিম্বা পরিত্যাক্ত হইবে? তাহা একমাত্র তিনি ভিন্ন অন্য আর কে বলিতে পারে? আর "পরিণাম চিন্তা" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, যে কোন প্রকার পুণ্য ও সৎকাজ আরম্ভের প্রারম্ভে বিশেষ চিন্তা, যুক্তি-তর্ক ও পূর্ব্ব বর্ণিত নিক্তি-ত্রয়ের সাহায্যে বিশেষভাবে পরিমাপ করতঃ স্বীয় প্রতীতি ও বিশ্বাসকে অতি মাত্রায় দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে যে, এই কাজটী বস্তুতই সৎ ও পুণ্যজনক ও এই কাজের বিনিময়ে পরকালে আমার অজস্র পুরস্কার লাভের আশা ও সম্ভাবনা আছে। খাত্রাত অর্থাৎ প্রেরণা সমূহকে উত্তমরূপ চিনিবার ও বুঝিবার জন্য, "খুসী", "ধীরতা", "পরিণাম চিন্তা" শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলিন সূক্ষ্ম ও গুপ্ত-তত্ত্বও নিহিত আছে, যাহার বিষদ ব্যাখ্যা করিবার অধিকার ও শক্তি, আমার শক্তির অতীত। দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা আমাকে ও আমার সমস্ত মোসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে সেই গুহ্য তত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী করুন এই প্রার্থনা, আ-মী-ন—ছোম্মা আ-মী-ন।

এখন শয়তানের ধোকাবাজী চাল সমূহের গতি, প্রণালী ও ধাতু প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার ও বিষদভাবে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। শয়তান সপ্তরথী সমভিব্যাহারে বিপুল আয়োজনে সর্ব্বদিক পরিবেষ্ঠন করতঃ মানব—জীবন—বিফল ও বিনাশ-সংগ্রামে, মানবেরই হৃদয়-অঙ্গনে, সমরে, অবতীর্ণ হইয়া, তাহার শঠতা, ক্রুরতার অক্ষয় তূণ হইতে ভোগ, বিলাস, লালসা, বাসনা, ইত্যাদির সাতটি বাছাই করা সুতীক্ষ্ণ শরের অবিশ্রান্ত ও পৌনপুনিক আঘাতে মানব চিত্তকে জর্জ্জরিত, উদ্‌ভ্রান্ত, ও প্রলুব্ধ করতঃ হস্তগত ও জয় করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। তখন যে সকল ভাগ্যবান আল্লাহ্-তায়লাতে আত্ম-সমর্পণের সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গের ও পূর্ণ তাওয়াক্কোল অর্থাৎ নির্ভরতার দুশ্ছেদ্য বর্ম্মের আশ্রয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হন, কেবল একমাত্র তাঁহারাই এই কঠিন আহবে জয়লাভ করতঃ জীবনকে ধন্য ও সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও হন। ঐ সপ্তশরের পরিচয় ও প্রতিকার এই :—

প্রথম শর—শয়তান এবাদাত্ বান্দেগীর মূলোচ্ছেদ লক্ষ্যেই নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ মানবকে বলে যে, কেন অনর্থক কষ্ট করিয়া এবাদাত্ করিতে যাও, তোমার কিসের অভাব ইত্যাদি। তখন এই যুক্তির দ্বারায় উহাকে খণ্ডন ও নিবারণ করিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই পরকাল ষ্টেশনের যাত্রী ও পথিক এবং পথিক ও যাত্রী মাত্রেরই

টিকিট ও পাথেয়ের প্রয়োজন এবং এ পথের এক মাত্র টিকিট ও পাথেয় এই এবাদাত্ ও বান্দেগী; ইহা ভিন্ন যখন দ্বিতীয় উপায় নাই, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাথেয় আমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় শর—তখন শয়তান বলে যে, বেশ ভাল কথা, সময় তো আর পালাইয়া যাইতেছে না, অন্য সময় এবাদাত্ বান্দেগী করিলেই চলিবে। এখন তো, পার্থিব এই সুন্দর ও উপাদেয় জিনিষগুলি উপভোগ করিয়া লও। তখন তাহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিবে যে, মৃত্যুর সময় যখন আমার জানা নাই, তখন এবাদাত্ বান্দেগী করার কর্ত্তব্যকে কোন বুদ্ধিমানই অবহেলা করিতে পারে না, কেন না, আর যদি সময় না পাওয়া যায়, অথবা আজিকার কাজ আগামী কল্য, কল্যের কাজ পরশু এইরূপ করিতে থাকিলে কর্ত্তব্য বাড়িতেই থাকিবে; পরিশোধ তো আর হইবে না!

তৃতীয় শর—তখন শয়তান বলে বেশ তো, তাহাই যদি হয়, তবে তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করিয়া এবাদাত্‌টী সারিয়া নেও; তখন তাহাকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিবে যে, অঙ্গহীন বহু এবাদাত্ ও পুণ্যাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ স্বল্প এবাদাত্ও শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

চতুর্থ শর—তখন বলে হাঁ ঠিক তো, এবাদাত্ খুব দীর্ঘ স্থায়ী ও বেশী বেশীই করা উচিত, তাহা হইলে সত্বরই

জন সমাজে তোমার নাম ও সম্মান অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। তখন এই বলিয়া উহাকে নিবারণ করিবে যে, ওঃ ইবলিছ! তুই চাস্ যে এই উপায়ে আমি গুপ্ত "রেয়াতে" লিপ্ত হইয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করি। মানুষের সহিত আমার এবাদাতের কোনই সম্পর্ক নাই; যে আল্লাহ্-তায়লার জন্য আমার এবাদাত্, তিনি তাহা জানিলেই আমার যথেষ্ট, ও উহাই আমার লক্ষ্য ও বাঞ্ছিত।

পঞ্চম শর—তখন শয়তান বলে হাঁ, হাঁ, ভাই! ঠিক কথা, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম, তোমার কথাই সত্য। আজ কাল তোমার ন্যায় উপাসক, আলেম, কয়জন আছে, যে বারমাস উপবাস ব্রত করে, ও সারা রাত্রি বিনিদ্র হইয়া তন্ময়-চিত্তে নিশি অতিবাহিত করে। তখন দৃঢ়তার সহিত বলিবে ওঃ দুষ্ট, কুমতি ইব্লিছ, তুই চাস যে, এই উপায়ে আমাকে আত্মগর্ব্ব অর্থাৎ গুপ্ত 'ওজবে' নিপতিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিস; শোন, ইহা সেই দয়াময় আল্লাহ্-তায়লারই অপার করুণা ও মহিমার বিকাশ মাত্র, আমার কি সাধ্য ও ক্ষমতা যে সুচারুরূপে তাঁহার এবাদাত্ ও বান্দেগী করিতে পারি? এ সবই তাঁহারই করুণা প্রদত্ত দান ও দয়ার বিকাশ মাত্র।

ষষ্ঠ শর—ইহা অতি সাঙ্ঘাতিক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী দূরদর্শী আলেম ভিন্ন এই ধোকা বুঝিয়া উঠা অতীব কঠিন। শয়তান, কুমতি, নাফ্ছ, ও ওয়াছওয়াছা, একত্রিত হইয়া

অতি সহানুভূতির সহিত বলিতে থাকে যে, দেখ ভাই, লোক চক্ষুর অগোচরে অতি সঙ্গোপনে গভীর মনোযোগ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত ঠিক ঠিক বিধানানুযায়ী আ-প্রাণ চেষ্টায় অনন্য মনে, নীরবে এবাদাত্ ও বান্দেগী করিতে থাক ; তাহা হইলে দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা পরিতুষ্ট হইবেন এবং দয়া করিয়া তিনি নিজেই জন-সমাজে তোমার যশ, প্রতিভা ও ধার্ম্মিকতা প্রচার করিয়া তোমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিবেন ও এইরূপ নানা ভাবে তোমাকে পুরস্কৃত ও সম্বর্দ্ধিত করিবেন ; তিনি যে দয়ার সাগর ইত্যাদি। তখন অতি রূঢ় ও কঠিনভাবে উহার প্রতিবাদ করতঃ অতি দৃঢ়তার সহিত বলিবে যে, ওঃ মরদূদ ! তুই এতদিন সর্ব্বরকমে সর্ব্বভাবে আমার নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, এখন আমারই দ্বারায় আমার মূলোচ্ছেদ জন্য, অতি সূক্ষ্ম ও গোপন "রেয়া" করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ ! আমি তোর ধোকা ও শয়তানী, আল্লাহ্-তায়লার একান্ত ফজল ও করুণায় বুঝিতে পারিয়াছি শোন মাল্‌য়ুন ! আমি দাস, একমাত্র আল্লাহ্-তায়লাই আমার উপাস্য, মুনিব ও দয়াল প্রভু। গোলামের কর্ত্তব্য মুনিবের আদেশ পালন করা, তাহাই আমি করিতেছি মাত্র, আমি লোকের নিন্দা, প্রশংসা, সুযশ, কুযশ বা কোন কিছুরই প্রত্যাশী নহি। আমি যখন আত্ম-বিক্রিত, চির ক্রীতদাস তখন কোন বিষয়েই আমার কোন প্রকার স্বাধীনতা ও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকিতেই

পারে না, বা আমার পৃথক কোন সত্তা বা অনুভূতি থাকা বা হওয়াও সম্ভবপর নহে। মুনিব-প্রভু আল্লাহ-তায়লার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা ও তাঁহার অনিচ্ছাই আমার অনিচ্ছা; তিনি ভিন্ন আমার কোন স্বাতন্ত্র, স্বাধীনতা নাই ও থাকিতেও পারে না।

সপ্তম শর, আরও ভয়ঙ্কর, ও অতি গুরুতর। শয়তান মানবকে নিরবচ্ছিন্ন পাপে লিপ্ত ও মগ্ন রাখিবার জন্য তাহার স্বরচিত ষড়যন্ত্র কাউন্সিলের সমগ্র সদশ্য ও অধিনায়কগণের সহিত একত্রিত হইয়া পূর্ণ শক্তিতে, মানব মনে নানাপ্রকার কুটীল যুক্তি, চক্র, জাল, বিস্তৃত ও নানারূপ সূক্ষ্ম দার্শনিক, কুট তর্কের অবতারণা করিয়া মনে এই কথাটুকু জাগাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে যে, তুমি যখন "ঘোর অদৃষ্টবাদী, তখন তোমার এবাদাতাদি করিবার কোনপ্রকার যুক্তি-যুক্ততা, প্রয়োজনীয়তা, ও সার্থকতা, থাকিতেই পারে না, কেননা, তোমাদেরই স্বীকৃত উক্তি যে "অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়" উহা কোন অবস্থাতেই কিছুতেই খণ্ডে না, ও খণ্ডিতে পারে না, তোমার অদৃষ্টে যদি বৈকুণ্ঠবাস ও সুখভোগ থাকে, তবে তুমি এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি কর বা না কর, বেহেস্তে গমন ও সুখভোগ করিবেই করিবে। আর যদি নরক ভোগ ও দুঃখ কষ্ট লিখিত হইয়া থাকে, তবে শত সহস্র এবাদাত্ বান্দেগীতেও উহা খণ্ডিত হইবে না। এমতাবস্থায় তোমার এবাদাত্ বান্দেগীতে যেগদান করা কি

একেবারেই বৃথা, পণ্ডশ্রম, ও নিরর্থক কষ্টভোগ করা নহে” ? তখন তুমি এইরূপ উত্তরে ঐ পাপিষ্ঠকে জব্দ ও উহার মুখ চিরতরে বন্ধ কর যে, ওঃ মালয়ুন শুন্! পূর্ব্বেও তোকে বলিয়াছি, এখনও পুনঃ বলিতেছি যে, তিনি প্রভু, আমরা আজ্ঞাবহ দাস। প্রভুর আজ্ঞা দাসের অবশ্য শিরোধার্য্য ও পাল্য, তাহা পুরস্কার বা তিরস্কারের অপেক্ষা রাখে না। “অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়”, কথাটী যেরূপ স্থির সত্য, পাপ না করিলে শাস্তি বা নরক ভোগ হইবে না, কথাটীও ঠিক তদ্রূপই স্থির সত্য; এবং “অদৃষ্ট মানব চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর” একথাও সেইরূপই স্থির সত্য। অতএব অদৃষ্ট যখন অদৃশ্য ও আল্লাহ্-তায়লার আদেশ অমান্য বা অবহেলা না করিলে নিশ্চয়ই যখন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না, তখন পাপ হইতে সন্তর্পণে বহুদূরে অবস্থান করাই কি অবশ্য কর্ত্তব্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে? পাগল ভিন্ন সাধ করিয়া দুঃখকে কে বরণ করিতে চায়?

চতুর্থ বাধা,—নাফ্‌ছ অর্থাৎ জীবাত্মা, অন্যান্য শত্রুর তুলনায় নাফ্‌ছ প্রবলতম শত্রু ও ইহার শত্রুতা যেমনই বিপজ্জনক, প্রতিকারও তেমনি কঠিন ও আয়াস-সাধ্য; কেননা, নাফ্‌ছ ঘরের শত্রু ও ইহার শত্রুতা করিবার সুযোগ ও অবসরও বহুল। দ্বিতীয়তঃ ইহা শত্রু হইলেও মানবের প্রিয়, কেননা, স্বীয় দেহ ও সুখ, শান্তি কে না ভালবাসে? এবং যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দোষ চক্ষে পড়েও কম; বরং অনেক

সময় ভালবাসার প্রাবল্যে দোষও গুণ বলিয়া ভ্রম জন্মে। নৈকট্য হেতু, চক্ষু যেমন চক্ষু-গহ্বরের অঞ্জন দেখিতে পায় না, নাফ্‌ছও সেইরূপ মানব দেহাভ্যন্তরে এত অঙ্গাঙ্গিভাবে বাস করে যে, তাহার দোষও সহসা ধরা পড়িতে চায় না এবং আজ পর্য্যন্ত এমন একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাপও অনুষ্ঠিত হয় নাই ও কেয়ামত পর্য্যন্ত হইবেও না, যাহার সহিত নাফ্‌ছের কোন প্রকার যোগাযোগ বা সম্বন্ধ নাই এবং এমন একটী অপকাজও তুমি দেখাইতে পারিবে না, যাহার সহিত নাফ্‌ছ বিজড়িত ও সংযুক্ত নহে। তৎপর অন্যান্য বাহিরের শত্রুর ন্যায় ইহাকে দমন করাও সহজ নহে; ইহার সহিত জীবনব্যাপী সমরের প্রয়োজন কেননা, এই নাফ্‌ছ অর্থাৎ জীবাত্মাকে নষ্ট বা বিনাশ করিবারও তোমার ক্ষমতা নাই; যে হেতু জীবত্মার মৃত্যু হইলে পরমাত্মাও জীবিত থাকিতে পারে না, জীবাত্মার মৃত্যুর সঙ্গে, সঙ্গে, তোমার মৃত্যুও অনিবার্য্য। কাজেই ইহার সহিত সংগ্রাম যে কিরূপ কঠিন, বিপজ্জনক ও আয়াস-সাধ্য, তাহা তুমি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছ। ইহাকে ধ্বংশ করিবার, পরিত্যাগ করিবার অথবা তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতাও মানবের নাই। ইহাকে জয় করিয়া স্ববশে আনিবার বা রাখিবার একই মাত্র উপায় এই যে, ইহার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ ও দমন করতঃ আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অচ্ছেদ্য কঠিন বল্গা পড়াইয়া, তাহার রাশ দৃঢ় হস্তে চিরদিনের জন্য সচকিতভাবে ধারণ করিয়া থাকা। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন, রাশ শিথিল বা শ্লথ হইতে না পায়। এই দুর্ব্বৃত্ত পশুকে

স্ববশে আনিয়া রাশ ধারণের যোগ্যতা লাভাশায় সেই করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার পাক, পবিত্র, মহান দরবারে সকরুণ বিনীত প্রার্থনা ও নিবেদন করিতেছি ও সকরুণ প্রার্থনা জানাইতেছি, আমীন। এই দুর্দ্দান্ত ও অবাধ্য পশুকে স্ববশে আনিয়া বল্গা পড়াইবার উপায় তিনটী ঃ—

প্রথম উপায়, যেমন দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পশুকে বশে আনিতে হইলে উহাকে প্রথম অনশনে রাখিয়া নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া লইতে হয়। তেমনি নাফ্‌ছ-রূপি দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিকে, আহার, বিহার ও ভোগ বিলাসে বঞ্চিত করতঃ দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতে হয়।

তৎপর **দ্বিতীয়** উপায়, ক্ষুধিত পশুর উপর অত্যধিক ভারার্পণ করিলে, সে যেমন কাহিল হইয়া প্রভুর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়, তদ্রূপ বুভুক্ষিত নাফ্‌ছের উপর অজস্র এবাদাতের গুরুভার চাপাইলে সেও তেমনি উপায়াভাবে ক্রমে, ক্রমে, বশ্যতা স্বীকার করিতে থাকে।

তৎপর **তৃতীয়** উপায়, অতীব করুণ ও বিনীতভাবে দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার সাহায্য ও দয়া ভিক্ষা করা। অজস্র ও প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও সাহায্য লাভ করিতে না পারিলে মানব স্বীয় জীবন সংগ্রামের কোন কাজেই জয় যুক্ত হইতে ও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার করুণায়, মানব উপরোক্ত উপায়ত্রয় যথাযথভাবে পালন করিলে যখন দেখিতে পাইবে যে, তাহার উন্মার্গগামী,

উদ্ধত নাফ্‌ছ সম্পূর্ণভাবে তাহার বশীভূত হইয়াছে। তখন অগৌণে ঐ অবাধ্য পশুর মুখে, **তাকওয়ার,** অর্থাৎ লোভ-ভোগ-বাসনা-পরিশূণ্যতা-অর্থাৎ ত্যাগের লাগাম পড়াইয়া, শক্ত হাতে উহার রাশ গ্রহণ করতঃ চিরদিনের জন্য স্বীয় জীবনকে বিপন্মুক্ত ও রক্ষা করিবে।

এখন "তাকওয়ার" পরিচয় ও জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। "**তাকওয়া**" একটী অমূল্য, অদ্বিতীয় ও অতি দুষ্প্রাপ্য রত্ন। যে ভাগ্যবান ইহাকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব, ইহ পরকালের সুখ, শান্তি, সম্মান, ধন, জন, সৌভাগ্য সবই ও অগণিত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। মানব জীবন-সংগ্রামে ইহার উপকারিতা, আবশ্যকতা, ও গুণ, অবর্ণনীয়, অগণনীয় ও অসংখ্য। কোরাণ শরিফের বহুস্থলে বহু আয়াতেও ইহার গুণ ও প্রশংসা কীর্ত্তিত ও বিঘোষিত হইয়াছে। কোরাণ শরিফ বর্ণিত, "তাকওয়ার" গুণ ও প্রশংসা-বাচক অসংখ্য আয়াতের মধ্য হইতে মাত্র বারটী আয়েৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ঃ—

প্রথম আয়েৎ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(অর্থাৎ যদি তুমি 'ছবর' কর ও 'তাকওয়া' কর তবে নিশ্চয়ই উহা উচ্চাঙ্গের পুণ্য-জনক ও প্রশংসার্হ কাজ অর্থাৎ মানব মাত্রের পক্ষেই উক্ত কাজ দুইটী করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয়)।

দ্বিতীয় আয়েৎ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

(অর্থাৎ যদি তুমি ছবর ও তাকওয়া কর, তবে শত্রুর শত ষড়যন্ত্রও তোমার কোন অপকার করিতে পারিবে না অর্থাৎ শত্রুর শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র বিফল হইবে)।

তৃতীয় আয়েৎ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

(অর্থাৎ যাহারা তাকওয়া ও পরোপকার করে, আল্লাহ্-তায়লা তাহাদের সঙ্গে থাকেন অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন)।

চতুর্থ আয়েৎ :—

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

(অর্থাৎ 'তাকওয়াকারীকে' আল্লাহ্-তায়লা সর্ব্ব বিপদে রক্ষা করেন ও এমন স্থান হইতে 'রেজেক' প্রদান করেন, যাহা তাহার ধারণার অতীত অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা দয়া করিয়া তাকওয়াকারীর সর্ব্ববিধ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিমোচন করেন ও মানবের ধারণা ও কল্পনাতিত স্থান হইতে অভাবনীয় উপায়ে তাহাকে অন্ন, বস্ত্র, ধন সম্পদাদি প্রদান করিয়া থাকেন)।

পঞ্চম আয়েৎ :—

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

(অর্থাৎ হে এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ। তোমরা তাকওয়া করণ ও সত্য ভাষণ অবলম্বন কর, তাহা হইলে আল্লাহ্-তায়লা

তোমাদের সমস্ত এবাদাত্ বান্দেগী ও পুণ্যজনক কার্য্যাদিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ-পূর্ণ করিয়া দিবেন)।

ষষ্ঠ আয়েৎ :—وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (অর্থাৎ তাকওয়া-কারীর সমস্ত আমল উক্তরূপ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পরিপূর্ণ করিবার পর, তাকওয়াকারীর যজ্জাবতীয় পাপও আল্লাহ্-তায়লা ক্ষমা করিবেন)।

সপ্তম আয়েৎ :—إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (অর্থাৎ তৎপর মোত্তাকী অর্থাৎ তাকওয়াকারিগণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়লার বন্ধুত্ব লাভ করিবে)।

অষ্টম আয়েৎ :—إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (অর্থাৎ মোত্তাকী ভিন্ন অন্যের এবাদাত্ বান্দেগী আল্লাহ্-তায়লা কবুল করেন না, অর্থাৎ তাকওয়াকারীর সর্ব্বপ্রকার আমল এবাদাত্ বান্দেগী ও যজ্জাবতীয় পুণ্যকার্য্যাদি আল্লাহ্-তায়লা কবুল করেন)।

নবম আয়েৎ :—إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াকারী, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্-তায়লার নিকট অধিক সম্মানিত ও সম্মানার্হ)।

দশম আয়েৎ :—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

(অর্থাৎ যাহারা এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে, ইহ ও পরকালের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আনন্দ বার্ত্তা তাহাদের উপরই প্রযোজ্য অর্থাৎ ইহ ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও আনন্দ তাহাদেরই প্রাপ্য, যাহারা মোত্তাকী অর্থাৎ সংসার-বিরাগী, নির্লোভী, নিঃস্বার্থ, নির্লিপ্ত-সংসারী)।

একাদশ আয়েৎ :—ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا (অর্থাৎ সমস্ত মানবকেই দোজখের উপরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইবে সত্য, কিন্তু মোত্তাকিগণকে আমি রক্ষা করিব অর্থাৎ দোজখের দণ্ড ও অগ্নি হইতে আমি মোত্তাকিগণকে বাঁচাইব)।

দ্বাদশ আয়েৎ :—أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (অর্থাৎ "বেহেস্ত" আমি মোত্তাকীদের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি অর্থাৎ অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার অনন্ত দয়ার কল্যাণে মোত্তাকিগণ বেহেস্তে স্থায়ী অবস্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন)।

এমন উপাদেয় ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ লাভের জন্য মানব মাত্রেরই অতি অধ্যবসায়ের সহিত প্রাণপাত চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত ও একান্ত কর্ত্তব্য যে, এবাদাতের মূল ভিত্তি যে তিনটী, এক তাকওয়ার মধ্যে সে তিনটীই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, মিশ্রিত, ও বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যথা—(১) এবাদাতের 'তওফিক' ও (২) পূর্ণাঙ্গ-পূর্ণতা ও (৩) কবুল হওয়া। দেখ, আল্লাহ্-তায়লা

ফরমাইতেছেন ; প্রথম, এবাদাতের তওফিক ও সাহায্য লাভ সম্বন্ধে اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং মোত্তাকীর সঙ্গী)। দ্বিতীয় এবাদাতের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ (অর্থাৎ মোত্তাকীর সর্ব্বকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন)। তৃতীয় এবাদাত্ ও সৎকার্য্যাদি কবুল হওয়া সম্বন্ধে اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (অর্থাৎ মোত্তাকী ভিন্ন অন্যের আমল কবুল হয় না)। কোরাণ শরিফ ও হাদিছ শরিফ বহুস্থলে এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে, যজ্জাবতীয় এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদির মূল ও আসল ভিত্তিই উক্ত তিনটী বিষয় ; ও "মোত্তাকী" ভিন্ন অন্যের এবাদাত্ কবুল হয় না।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! অতি নিবিষ্ট-চিত্তে মনোযোগের সহিত একটু অবহিত হও ও বুঝ যে, একমাত্র তাকওয়ার অভাবে জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা, সাধন, ভজন, এবাদাত্ বান্দেগী ইত্যাদি যদি বৃথা ও পণ্ড হইয়া যায়—পক্ষান্তরে আবার ঐ এক মাত্র তাকওয়া অবলম্বন করিলেই কঠোর সাধন, ভজন, জপ, তপ, ও কঠিনতম এবাদাত্ বান্দেগী ইত্যাদি না করিয়াও তাহার পূর্ণ ফল লাভ করা যায়, তবে জনম জীবন সফল ও সার্থককারী এমন অমূল্য রত্নকে ঘোর উন্মাদ ভিন্ন আর কে অবহেলা করিতে পারে? অতএব সমস্ত পুণ্য ও সর্ব্বপ্রকার

এবাদাত্ বান্দেগীর মূলশ্য-মূল ও সারস্য-সার যখন একমাত্র তাকওয়াই সাব্যস্ত হইল, তখন অতি মনোযোগের সহিত সসম্মানে, অভিনিবেশ সহকারে, নিবিষ্ট-চিত্তে, আকুল-আগ্রহে, অতি সাবধান সন্তর্পণে সেই অমূল্য রত্ন লাভ করিবার উপায়াবলী শ্রবণ কর। যাহা ইহ ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব-রকমের বিত্ত, সম্পদ, সুখ, শান্তি, সম্মান সৌভাগ্য ও পুণ্যাদি প্রাপ্তির পক্ষে, যথেষ্ট ও প্রচুর ও অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয় সম্পত্তি। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন যে, "তাকওয়ার" অর্থ সংসারের সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনা, লোভ, লালসা, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করতঃ অতি উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দ্বারা হৃদয়কে দর্পণের মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করা এবং কৃতাকৃত পাপ-কালিমার সামান্য একটু চিন্তা রেখার ছায়াপাত মাত্রও যেন উহাতে আর হইতে না পারে ও না হয়। আর কোরাণ শরিফে তাকওয়া এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অর্থ আল্লাহ্-তায়লার ভয় ও ভীতি যথা— وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (অর্থাৎ কেবল একমাত্র আমাকেই ভয় করিও) দ্বিতীয় অর্থ খোদা ও রছুলের আদেশ পালন করা ও এবাদাত্ করা যথা— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (অর্থাৎ হে, এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ! তাকওয়া কর ও এবাদাতের মত এবাদাত্ কর)। তৃতীয় অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ পাপ হইতে মনকে পরিষ্কার ও পবিত্র করা যথা—

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ * (অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্-তায়লা ও তাঁহার রছুলের আদেশ পালন করে ও আল্লাহ্-তায়লাকে ভয় করে ও "তাকওয়া" অবলম্বন করে, তাহারাই রক্ষা পাইবে ও অব্যাহতি লাভ করিবে) এবং তাকওয়ার তিনটী ধাপ বা শ্রেণী আছে। (১) "শেরেক" হইতে, (২) বাদ্য়াৎ হইতে, (৩) পাপ হইতে, 'তাকওয়া' করা। যেমন আল্লাহ্-তায়লা কোরাণ শরিফে ফরমাইতেছেন, যথা—

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ * (অর্থাৎ তাহাদের কোন ভয় নাই, যাহারা ইমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে ও তাকওয়া করিয়াছে ও হালাল জিনিষ আহার করিয়াছে ও লোকের উপকার করিয়াছে ও এবাদাত্ ও পুণ্যজনক কার্য্যাদি করিয়াছে এবং যাহারা এবম্প্রকার সৎকার্য্যাদি করে তাহাদিগকে আল্লাহ্-তায়লা ভালবাসেন)।

এই আয়েৎ শরিফের প্রথম, মধ্য ও শেষ অংশের দ্বারায় "তাকওয়ার" ঐ তিন শ্রেণী বিভাগ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হয়। এই সব ব্যাখ্যা হইতেছে আলেমদের বর্ণিত

তাকওয়ার পুঁথিগত অর্থ সম্বন্ধে, এতদ্ভিন্ন শারিয়াতসিদ্ধ ছুফী মতে "তাকওয়ার" আর একটী অর্থ এই যে, অনাবশ্যক হালাল ও "মোবাহ" জিনিষাতও পরিত্যাগ করা। যেমন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে "তাকওয়া"কারিগণকে এই জন্য "মোত্তাকী" বলা হয় যে, তাহারা "মোবাহ" জিনিষকেও পাপের ভয়ে পরিত্যাগ করে। আমার বিবেচনায় "তাকওয়ার" এমন একটী ব্যাপক অর্থ ও ব্যাখ্যা হওয়া উচিত যাহাতে "কোরাণ শরিফ", "হাদিস শরিফ" ও মাননীয় "আলেম" ও "ছুফি" মহোদয়গণের উক্তির সহিত কোন প্রকার বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত না হইয়া সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়; অথচ ব্যাখ্যা ও অর্থটী সহজবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। সে ব্যাখ্যা ও অর্থটী এই, ধর্ম্ম ও পুণ্যের ক্ষতি বা অনিষ্টকারী যে কোন জিনিষ হইতে আত্মরক্ষা করার নামই "তাকওয়া" এবং পাপ ও "হারাম" জিনিষই হইতেছে ধর্ম্মের অনিষ্টকারী। আর অনাবশ্যক "হালাল" ও "মোবাহ" জিনিষ ধর্ম্মের অনিষ্টকারী না হইলেও উহা আধ্যাত্মিকতা ও আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধনের ও উন্নতি লাভের ঘোর পরিপন্থী।

অতএব যাহারা কেবল মাত্র হারাম জিনিষে "তাকওয়া" করে, অর্থাৎ পরিত্যাগ করে, তাহারা সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর মোসলমান মাত্র, উহারা সম্মানিত গৌরব জনক **মোত্তাকী** পদবাচ্য নহে। আর যাহারা **"হারাম"** ও **"মূশকুক"** এই দুই প্রকার জিনিষে "তাকওয়া" করেন, তাঁহারা সাধারণ

পর্য্যায়-ভুক্ত মোত্তাকী অর্থাৎ সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর "মোত্তাকী"। আর যাঁহারা "হারাম," "মশকুক," ও "মোবাহ" এই তিন জিনিষে "তাকওয়া" করেন, তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর "মোত্তাকী"। আর যাঁহারা "হারাম" "মশকুক", "মোবাহ" ও অনাবশ্যক "হালাল" এই জিনিষ চতুষ্টয়কে সমভাবেই পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ "তাকওয়া" করেন, তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "মোত্তাকী" ও "পারহেজগার", এবং এই "তাকওয়াও" যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সুসম্পন্ন করাও আবার তেমনই কঠিন ও আয়াস-সাধ্য। যাহারা এই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ শ্রেষ্ঠতম "তাকওয়ার, অভিলাষী, তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য যে, অতি দৃঢ়তা ও পূর্ণ শক্তির সহিত স্বীয় "নাফ্‌ছ" ও প্রবৃত্তিকে সর্ব্ব রকমের পাপ, "হারাম" "মশকুক", "মোবাহ" ও অনাবশ্যক "হালাল" জিনিষ সমূহ হইতে সর্ব্ব-প্রযত্নে ও অতি সাবধানে দূরে রক্ষা করতঃ রিপু সমূহকে যথা-সম্ভব শিথিল ও দমন করিয়া স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা। আল্লাহ্‌-তায়ালার অনন্ত দয়া ও কৃপা সাহায্যে ইহা করিতে পারিলেই সে এই শ্রেষ্ঠতম "মোত্তাকী" শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত হইতে সক্ষম হইবে এবং এই উচ্চাসনে সমাসীন হইতে হইলে এই পথের ঘোর বিরোধী ও মূল প্রতিবাদী ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, মন, ও পেট এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে ধর্ম্ম ও পুণ্য-বিনাশক জিনিষ সমূহ হইতে যেরূপেই হউক রক্ষা

করিতেই হইবে। উক্ত ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ পঞ্চকের মধ্যে আবার **জিহ্বা, মন ও পেট** এই তিনটীই প্রধান। অন্য দুইটী **চক্ষু ও কর্ণ** ইহার অধীন। এখন উক্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার উপায় পৃথক, পৃথক ভাবে নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে ঃ—

প্রথম ইন্দ্রিয় চক্ষু, ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে ইহা মানবকে বহুরূপ পাপের দিকে আকৃষ্ট করে। মোটামোটী তিনটী কারণে চক্ষু আবৃত রাখার জন্য আল্লাহ্-তায়লা "কোরাণ শরিফে" আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রথম কারণ "চক্ষু ঢাকিয়া রাখ" অর্থাৎ দৃষ্টি নিম্নগামী কর। উদ্দেশ্য শিষ্ট ও বিনয়ী হও, অর্থাৎ মানবের প্রতি রক্ত-দৃষ্টি ও পাপের প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না ; কেন না, এ উভয়ই পাপ। দ্বিতীয় কারণ, চক্ষুই মনের দ্বার, চক্ষু যদি সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখ ও যত্র তত্র অবাধে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাক, তবে অনেক সময়ই তোমার চক্ষের দৃষ্টি পাপ ও অপবিত্র জিনিষের প্রতি নিপতিত হইবে এবং উহার প্রতিবিম্ব তোমার মানস্-ফলকে প্রতিফলিত হইয়া, তোমার মনে প্রলোভন ও পাপ বাসনা জাগাইবে। আর চক্ষু আবৃত রাখিলে, তোমার মনে ঐরূপ বাসনা জাগরিত হইবার আশঙ্কাই তিরোহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় কারণ, প্রলোভনে পতিত হইয়া উহা জয় বা ত্যাগ করাপেক্ষা প্রলোভন হইতে অতি সন্তর্পণে দূরে বাস করাই কি

অধিকতর নিরাপদ ও সহজসাধ্য নহে? অতএব যাহাতে প্রলোভন ও বাসনা মনে প্রবেশই করিতে না পারে তজ্জন্য চক্ষু আবরিত করিয়া, নিরাপদ আত্মরক্ষার পথ সুগম ও প্রশস্ত করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ও করণীয়। এই স্থলে আর একটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে, আমাদের মনের গোপন চিন্তা ও ভাব, ধারা মানব চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর হইলেও সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্-তায়ালার তো অগোচর ও অবিদিত নহে। অতএব মনের ফটক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় মার্গে কোনপ্রকার পাপচিন্তাদি প্রবেশ করিয়া যাহাতে মনকে কলুষিত, অপবিত্র ও কলঙ্কিত করিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ ইন্দ্রিয়রূপি প্রবেশ দ্বার সমূহকে চিররুদ্ধ ও অর্গলাবদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা সজাগ ও সচকিতভাবে প্রহরায় নিযুক্ত থাকিবে। চক্ষু সম্বন্ধে ইহাই হইল কোরাণ শরিফের মূল্যবান যুক্তিপূর্ণ সদয় আদেশ। এখন এই সম্বন্ধে দুই একটি হাদিস শরিফও শ্রবণ কর। আমাদের মহামান্য "পায়গাম্বার" "হজরত্" (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "অনাত্মীয়া সুন্দরী যুবতী রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শয়তানের বিষ-নিষেবিত একটী তীক্ষ্ণ শর বিশেষ"। মহামান্য "হজরত্" (দঃ) আরও "ফরমাইয়াছেন" যে, "অনাবশ্যক" ও বৃথা জিনিষের প্রতি যাহারা নিরর্থক দৃষ্টি পরিচালনা করে, তাহারা "এবাদাত্ ও সৎকার্য্যাদি সম্পাদন জনিত, আনন্দ

ও সুখ শান্তি উপভোগে সমর্থ হয় না ও তাহাদের হৃদয়ও স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও মসিশূন্য হইতে পারে না ও হয় না।

দ্বিতীয় শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্লীল ও অনাবশ্যক কথা শ্রবণ হইতে কর্ণকে রক্ষা করা, দুই কারণে (এক "উক্তি" দ্বিতীয় "যুক্তি") অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্তি এই যে, মহামান্য "হজরত্" (দঃ) "ফরমাইয়াছেন" যে, "অশ্লীল ও অনাবশ্যক কথার "বক্তা" ও "শ্রোতা" উভয়েরই পাপ সমান অর্থাৎ উভয়েই সমান পাপী। আর যুক্তি এই যে, দোষিত ও বিষাক্ত খাদ্যাপেক্ষাও অশ্লীল, অনাবশ্যক, কথা শ্রবণের অপকারিতা ও পাপ অধিক ও গুরুতর, কেননা, আহারের ও উহা পরিপাকের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ পূর্ণ এক পেটের উপর আহার করা মানুষের অসাধ্য ও ভুক্ত দ্রব্য এক ঘণ্টা হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বা ইহার কিছু ন্যূনাধিক সময়ের মধ্যে জীর্ণ ও পরিপাক হইবেই হইবে। আর কোটী কোটী কথা বা গল্পের দ্বারায়ও তুমি শ্রবণেন্দ্রিয়কে পূর্ণ ও শ্রুত কথাকে শত বৎসরেও জীর্ণ বা হজম করিতে পারিবে না এবং অধিকাংশ স্থলেই ইহা প্রমাণিতও হইয়াছে যে, গল্পামোদিগণের মধ্যে, শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অজ্ঞাতে গল্পচ্ছলে, বহুতর পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার পাপ আপনাপনিই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যাহা তাঁহারা অনেক সময় ধরিতেও পারেন না ও বুঝিতেও পারেন না; এবং অনেক সময় এবাদাত্ বান্দেগীরও সবিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়, ও অনেক

ক্ষেত্রে মন ঐ অনাবশ্যক কথা ও অশ্লীল উক্তির দ্বারায় এমনভাবে বিষাক্ত ও কলুষিত হইয়া পড়ে যে, চিরদিনের জন্য মানব জনম ও জীবনটাই বৃথা ও বিফল হইয়া যায় এবং কোন কোন স্থলে ও সময়ে এই অনাবশ্যক ও অতি সামান্য একটুখানি বৃথা কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে গৃহ বিবাদের প্রবল দাবানল দাউ, দাউ জ্বলিয়া উঠিয়া বহুদিনের স্থাপিত ও বহু আয়াস ও পরিশ্রমের গঠিত ভরা সংসার-কেও মুহূর্ত্তের মধ্যে ছারেখার ও সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলে। আবার কোন স্থলে অধর্ম্মের জয় ঢাক ধর্ম্মের কর্ণ-পটাহ-ভেদী অশ্লীলতার অশ্রাব্য বিকট তাণ্ডব রোলে, বাজিয়া উঠিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্যকে, পাপ ও অধর্ম্মের কর্ম্মনাশার অতল-তলে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত করে।

তৃতীয়, জিহ্বা ইহাকে সংযত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য এবং সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই জিহ্বাই অধিক অবাধ্যতা প্রদর্শন করে ও ইহাকে বশ ও সংযত করাও কিছু কঠিন, কেননা, অতি সহজে ইহার ব্যবহার করা চলে; ইহা ব্যবহারে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না এবং প্রধানতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত ধর্ম্ম ও সমস্ত পৃথিবীর কাজকর্ম্ম অবাধে চলিয়া আসিতেছে! মুখের একটী মাত্র কথা অর্থাৎ একটী মাত্র "কালেমায়" মোসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। জিহ্বার একটী মাত্র "হাঁ" শব্দ দ্বারায় দুইটী সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবন চিরদিনের জন্য

দাম্পত্য বন্ধনে ও দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক সাম্রাজ্য সখ্যতার সন্ধি-সূত্রে অবাধে আবদ্ধ হইতেছে, আবার ঐ জিহ্বারই ছোট্ট একটী "না" শব্দের দ্বারায় কত বিচ্ছেদ, কত রক্তপাত, কত অনর্থপাত, কত অশান্তি ও কত যুদ্ধ বিগ্রহাদি অবাধে অনুষ্ঠিত ও সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহা সত্য বটে যে, শুধু মুখের কথাতেই ধর্ম্ম, বিবাহ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সংস্থাপিত ও সুসম্পন্ন হয় না; আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠান ইত্যাদিরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু এ সমস্তই জিহ্বার "হাঁ" বা "না" শব্দের অর্থাৎ স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির পরবর্ত্তী পর্য্যায়ভুক্ত। প্রাথমিক বা কার্য্যারম্ভের মূল, ও ভিত্তি, ঐ জিহ্বা ও উহারই উচ্চারিত ছোট্ট দুইটী অক্ষর হ'কার বা ন'কার অর্থাৎ "হ" বা "ন" অক্ষর। অতএব যে জিহ্বা একটী মাত্র ক্ষুদ্র আকারযুক্ত অক্ষর বা শব্দোচ্চারণে অর্থাৎ "হাঁ" বা "না"য় তোমাকে নরকে বা বৈকুণ্ঠে পঁহুছাইতে ও তোমার মনে প্রেমানল বা বিরহানল প্রজ্বালিত করিতে ও তোমার শত্রুকে মিত্র বা মিত্রকে শত্রুতে, পরিণত করিতে পারে। তাহাকে বাধ্য ও সংযত করার গুরুত্ব সম্পর্কে আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কি? ইহাকে সংযত করিয়া স্ববশে আনিবার একমাত্র উপায়, আ-প্রাণ চেষ্টায় যতদূর সম্ভব নীরবতা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা নিবিষ্টচিত্তে ইহার (অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্যের) অসারতা, অপকারিতা ও কঠোর দণ্ড ও কঠিন শাস্তির

বিষয় অনবরত স্থিরচিত্তে, গাঢ়ভাবে চিন্তা করতঃ স্বীয় মনে প্রবল ভয় ও ভীতির সঞ্চার ও উৎপাদন করা ও এই ভীতি ও শঙ্কাকে অনুক্ষণ মনে সমভাবে জাগাইয়া রাখা।

চতুর্থ, মন—অন্যান্য অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইহাকে রক্ষা করার গুরুত্বও যেমন অধিক ও সূক্ষ্ম, ইহাকে রক্ষার উপায় ও তেমনি কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ ও বিঘ্ন-বহুল এবং এই সম্পর্কে পাঁচটী "আসল" অর্থাৎ মূল বিষয় মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথম আসল—যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (অর্থাৎ তোমার চক্ষের চুরি ও হৃদয়ের গোপন কথা, এ সমস্তই আল্লাহ্-তায়লা উত্তমরূপে জানেন ও অবগত আছেন)। আর এক আয়েৎ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা তোমার মনের সব কথাই জানেন) আর একস্থানে ফরমাইতেছেন إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (অর্থাৎ মনের গুপ্ত কথা নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়লা উত্তমরূপে অবগত আছেন, অর্থাৎ তোমার মনের কথাও তোমাপেক্ষা আল্লাহ্-তায়লা নিশ্চিতরূপে অধিক অবগত আছেন)। এইরূপ বহু আয়াতে আল্লাহ্-তায়লা পুনঃ পুনঃ ফরমাইয়াছেন যে, তোমাদের অন্তর-নিহিত গুহ্যতম কথা ও মনের ভাব ও চিন্তা-ধারা উত্তমরূপে তিনি অবগত আছেন ও

হন। অতএব মনের গোপন কথা, পাপ, পুণ্যের, চিন্তা ইত্যাদি মনের প্রতি ভাব ধারা যাঁহার নিকট অতি সুস্পষ্ট এবং যাঁহা হইতে কোন কিছু সামান্য বস্তুও গোপনে রাখিবার ক্ষমতাও যখন কাহারও নাই; তখন সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার এবাদাত্ বান্দেগী ও অন্যান্য পুণ্য ও সৎকর্ম্মাদিতে মানবের কি পরিমাণ সাবধান ও সতর্কতার সহিত মনকে বিশুদ্ধ পবিত্র ও নির্ম্মল রাখা কর্ত্তব্য, তাহা তো সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় আসল—আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ্-তায়লা মানবের বাহ্যিক অবয়ব ও আমলের প্রতি দৃষ্টি করেন না, তিনি দৃষ্টি করেন ভিতরের "মনকে" ও "নিয়ত" অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে"। বড়ই পরিতাপ ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানব, জনসাধারণের গোচরিভূত ও দ্রষ্টব্য স্থল অর্থাৎ বাহ্য অঙ্গ প্রতঙ্গগুলিনকে তো উত্তমরূপ বিধৌত, পরিমার্জ্জিত ও পরিস্কৃত করিয়া ও উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া, **নামাজ, রোজা, তছবিহ** ইত্যাদি পুণ্যজনক কার্য্যাদিতে সাগ্রহে, অম্লানচিত্তে লিপ্ত হয়; অথচ আল্লাহ্-তায়লার দ্রষ্টব্যের জিনিষ যে দুইটী "**মন**" ও "**নিয়ত**", সে দিকে মোটেই লক্ষ্য ও দৃষ্টি রাখে না বা অগ্রসর হয় না ও আল্লাহ্-তায়লার আদেশিত ভীষণ নরকাগ্নির বিভীষিকা মনে জাগরিত করিয়া মন ও নিয়তকে শুদ্ধ, সত্য, নির্ম্মল ও পবিত্র করার দিকে মোটেই আগ্রহান্বিত হয় না।

তৃতীয় আসল—মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "মানব দেহাভ্যন্তরে একখণ্ড মাংস আছে, যাহার নাম "দেল" অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ড। ইহা সমগ্র দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির একচ্ছত্র সম্রাট। সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ইহার একান্ত অধীন প্রজা। সম্রাট যে কাজে, যখন যে দিকে গমন করিবেন, সমস্ত প্রজাও সেই দিকে তাঁহার অনুগমন করিবে। অতএব মনই যখন পাপ, পুণ্যের প্রকৃত মূলাধার, তখন সর্ব্ব প্রযত্নে আপ্রাণ চেষ্টায় তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয়।"

চতুর্থ আসল—মানবের পক্ষে—মানবের মনটী বহুমূল্য রত্ন পূর্ণ একটী রত্নাগার অর্থাৎ "খাজানাখানা"-বিশেষ। মানবের সৎ-প্রবৃত্তি, সদ্‌বুদ্ধি, আল্লাহ্-তায়লার প্রেম, "মায়ারেফাৎ" ইত্যাদি অমূল্য রত্নাবলী রাখিবার ইহাই একমাত্র স্থান এবং সর্ব্ব-প্রকারের বিদ্যা, জ্ঞান, "খালেছ-নিয়ত" ও খালেছ-এবাদাত্ বান্দেগী, ও আল্লাহ্-তায়লার নৈকট্য লাভের উপায় সমূহ, ইত্যাদি, ইত্যাদি এই ক্ষুদ্র রত্নাগারেই রক্ষিত হয়। অতএব এই অমূল্য ধন, রত্নাদি-পূর্ণ রত্নাগারটী চোর ও ডাকাইতের হস্ত হইতে যেরূপেই হউক, রক্ষা করিতেই হইবে।

পঞ্চম আসল—এই মনেন্দ্রিয়ের মধ্যে এমন পাঁচটী জিনিষ ও বিষয় সংগুপ্ত আছে, যাহা মানবের অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে নাই, যথা—

(ক) 'এলহাম' ও 'ওয়াছওয়াছা, পাপ ও পুণ্য, ইত্যাকার পরস্পর বিরোধী ও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন দুইটী জিনিষ বা শক্তির কেন্দ্র স্থল, এই মন; এবং সমস্ত শত্রুদের শত্রুতার মূল ও শেষ লক্ষ্যও এই মন এবং "ফেরেস্তা" ও "শয়তান," এ উভয়েরই রঙ্গস্থল ও রঙ্গ-ভূমিও এই মন—এই হৃদয়।

(খ) হৃদয়ের ঝঞ্ঝাটও অত্যন্ত বেশী ও ইহাকে বহু যাতনা সহ্য করিতে হয় এবং বুদ্ধি ও বাসনা, লোভ ও নির্লোভ, সুমতি ও কুমতির একমাত্র সমরাঙ্গন ও দ্বন্দ্বস্থলও এই মন। অতএব ইহাদের পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহের উপশান্তি করিয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা ও সন্ধি স্থাপন করতঃ আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য্য।

(গ) মনের উদ্ভাবনী, চিন্তা, কল্পনা, ইত্যাদির শক্তি থাকার দরুণ ইহার শত্রুর সংখ্যাও অত্যধিক, কেননা, নানাদিক হইতে নানা রকমের প্রেরণা সর্ব্বদাই এই মনের উপর বৃষ্টি ধারার ন্যায় বর্ষিত ও পতিত হইতে থাকে এবং তাহা নিবারণের ক্ষমতা মানবের নাই কেননা, এই মন চক্ষুর মত দুই পাতারূপি কপাট বিশিষ্ট নহে যে, চক্ষুর পাতা বন্ধ করিয়া বা অন্ধকার স্থানে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টি রুদ্ধ করা চলে, বা জিহ্বার মতও নহে যে, দন্ত ও ওষ্ঠ চাপিয়া উহাকে অন্যায় কথন হইতে নিবৃত করিবে; অথবা ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মতও নহে যে, হস্তাঙ্গুলি বা তুলা বা অন্য উপায় দ্বারা অশ্লীল ও অন্যায় বাক্য শ্রবণ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

(ঘ) মানবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়নিচয় পরিদৃশ্যমান। আর মন অদৃশ্য ইন্দ্রিয়, সেই জন্য ইহাকে রক্ষা করা সমধিক কঠিন ব্যাপার।

(ঙ) তৎপর মন অতিশয় বেগগামী ও দ্রুত পরিবর্ত্তন-শীল এবং পাপ ও অধর্ম্মের পথ যেমনি পিচ্ছিল ও ঢালু, তেমনই প্রলোভনপূর্ণ ও আপাত-মধুর; অতএব বেগবান মন অধর্ম্মের পিচ্ছিল ঢালু পথে একবার নিপতিত হইলে সে এত দ্রুত নরকের দিকে অগ্রসর হইতে ও অবতরণ করিতে থাকে যে, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই উহার সমকক্ষতা করিতে বা তত দ্রুত ও তত নিম্নে অবতরণ করিতে পারে না। মনের এই সব বিশেষত্বের জন্যই মানবের পক্ষে তাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা ইহার প্রতিকার করা সমধিক কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এই জন্যই, যাঁহারা সাধু, সজ্জন, তাঁহারা মনকে অত্যন্ত ভয় করেন ও ইহাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য সর্ব্বদা সেই দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার নিকট কান্নাকাটা ও প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের, সর্ব্ব রকমের সংযমের আবশ্যকতা, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যও এই মনকে নিরাপদে রক্ষা করা ও সংযত রাখা, এবং এই মনই মানবের যুগপৎ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সুমতি-কুমতি ও সদাসৎ কর্ম্মপ্রেরণা ও প্রবৃত্তির আদিম আবাস-স্থল ও সত্যিকার লীলা-রঙ্গভূমি। তজ্জন্যই ইহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে ও অতি সাবধানে রক্ষা করার পক্ষে বহু মনীষী,

বহু "অলি-আল্লাহ্" বহু রকম পন্থা ও নিয়ম প্রণালীর বহু উপদেশ ও ব্যবস্থাদি পূর্ণ অসংখ্য সৎগ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তত্তাবতের বিস্তৃত আলোচনা ও বর্ণনা অসম্ভব ও অসাধ্য বিধায় মাত্র চারিটি অতি সাঙ্ঘাতিক ও মারাত্মক অনিষ্টকারী বিষয়ের ও উহার প্রতিকার প্রণালীর সার সঙ্কলন করা যাইতেছে, যাহা অবগত হওয়া ও উত্তমরূপ জানিয়া রাখা, মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ও অপরিহার্য্য। মনের ঐ মারাত্মক অনিষ্টকারী বস্তু চতুষ্টয়ের নাম এই :—

(১) "তুল আমল" (طُول اَمَل) অর্থাৎ দীর্ঘ আশা।

(২) "হাছাদ" (حَسَد) অর্থাৎ হিংসা।

(৩) "ওজলাত্" (عُجلت) অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা।

(৪) "কেবের" (كِبر) অর্থাৎ অহঙ্কার।

উহার প্রতিষেধক বা প্রতিকার, চতুষ্টয় এই—(১) আশার নিবৃত্তি (২) পরোপকার প্রবণতা (৩) ধীরতা (৪) বিনয় ও নিরহঙ্কার। এখন অতি সাবধানে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর এবং লক্ষ্য কর যে, এই অনিষ্টকরী চারিটী—মূল বিষয়ের প্রত্যেকটীর মধ্যে আবার আরও কতকগুলিন করিয়া অপকারক ও অনিষ্টকর জিনিষ ছদ্মবেশে ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে সংগুপ্ত রহিয়াছে। প্রথম তুল-আমাল (طُول اَمَل) অর্থাৎ দীর্ঘ আশা। এই দীর্ঘআশা মানব মনে একবার আধিপত্য বিস্তার

করিলে, "এবাদাত্" "বান্দেগী," পাপে ঘৃণা ও "তওবা" করা ইত্যাদি পুণ্য-জনক কার্য্যে ধীরে, ধীরে, শিথিলতা আনয়ন পূর্ব্বক, মৃত্যু ভয় পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়া মিথ্যা, স্তোক ও কপট বাক্যে উদ্‌ভ্রান্ত করতঃ এ পাঞ্চভৌতিক, ক্ষণ-ভঙ্গুর, নশ্বর দেহকে, অজর, অমর, ভাবিতে শিক্ষা দেয় ও পার্থিব ক্ষণিক সুখ শান্তি ও সম্পদের মোহে বিমোহিত করিয়া, ধর্ম্মের সরল সত্য পুণ্য পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপথে পরিচালিত করে এবং মনকে এই বলিয়া মিথ্যা সান্ত্বনা ও স্তোক বাক্যে প্রবোধিত করিতে চেষ্টা পায় যে, এখনও তোমার কাঁচা বয়স, এখন দুই চারিদিন আমোদ আহ্লাদ ও সুখ ভোগ করিয়া লও। "এবাদাত্" "বান্দেগী," ও জপ-তপাদি পুণ্যজনক কার্য্যের জন্য তোমার বার্দ্ধক্যের সুদীর্ঘ সময় তোমার সম্মুখে তো পড়িয়াই রহিয়াছে, শেষ বয়সে উহা করিলেই চলিবে। হায়! মূঢ় মানব মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে না যে, মৃত্যু ও নিয়তির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচয়, সময়, বা লক্ষণ নাই। উহা যে চিরদিনই লোক চক্ষুর অগোচর। হজরত্ আবুহোরেরা (রাজিঃ) ও অন্যান্য বহু মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন যে, দুনিয়া ও মানব জীবন **তিনটী দিন** বা **তিনটী ঘণ্টা** বা **তিনটী মুহূর্ত্ত** মাত্র। প্রথম দিন, ঘণ্টা বা মুহূর্ত্তটী, যাহা একবার গত হইয়াছে, তাহা সসাগরা পৃথিবী ও উহার অভ্যন্তরস্থ সমগ্র জিনিষাতের বিনিময়েও আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, ও উহাকে ফিরাইতে পারিবে না। দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত "ভবিষ্যৎ", যাহা এখনও আসে নাই, তুমি জান না যে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি

জীবিত থাকিবে কি না? এখন অবশিষ্ট রহিল মাত্র একটী মুহূর্ত্ত অর্থাৎ "বর্ত্তমান"। বর্ত্তমানের এই একটী মুহূর্ত্ত মাত্রই তোমার আয়ত্তাধীন, অতএব আকুল-প্রাণে, পূর্ণোদ্দমে যাহা পার এই আয়ত্তাধীন মুহূর্ত্তে করিয়া লও, আর তো সময় নাই, এই একমাত্র স্থযোগে "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে"। অতএব যে কোন ব্যক্তি, মাত্র এই তিন মুহূর্ত্তের সত্যিকার উপমাটী ধীর, স্থির ও একাগ্র-চিত্তে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত চিন্তা করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে তাহার আশা যত বড় দীর্ঘই কেন হউক না, আল্লাহ্-তায়লার ফজলে নিশ্চিতই উহা তিরোহিত হইয়া যাইবেই যাইবে।

দ্বিতীয় হাছাদ—(حسد) হিংসা, ইহা অতিশয় মন্দ জিনিষ, ইহার কল্যাণে সর্ব্বসাধারণ কেন, বহু বিশিষ্ট আলেম ও আবেদগণও বিপথগামী হইয়া চিরদুর্ভাগ্য ও মনস্তাপ লাভ করিয়াছেন ও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার অসংখ্য অনিষ্ট ও অপকারিতার মধ্যে মাত্র ৫টী অপকারিতার বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে।

(ক) ইহা মানবের বহু পরিশ্রম-লব্ধ ও কষ্টোপার্জ্জিত অতি বিশুদ্ধ "এবাদাত্" ও সাধনাকেও বৃথা ও নষ্ট করিয়া ফেলে, যেমন মহামান্য "হজরত্" (দঃ) ফরমাইতেছেন, "অগ্নি যেমন ইন্ধনকে পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করে, হিংসাও তেমনই পুণ্যকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে"।

(খ) হিংসা মানবকে পরশ্রী-কাতর, চাটুকার ও নিন্দুকে

পরিণত করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ফেলে, সেই জন্য আল্লাহ-তায়লা ফরমাইয়াছেন ঃ—

* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (অর্থাৎ হিংসুকের হিংসা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমার শরণাগত হও)। "শয়তানের" "শয়তানী" হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেরূপভাবে আল্লাহ্-তায়লার শরণ লইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, হিংসুকের হিংসা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও অবিকল সেইরূপ ভাবে আল্লাহ্-তায়লার শরণ লইতে আদেশ দিয়াছেন।

(গ) হিংসুক জীবনে কখনই সুখ শান্তি পায় না, কেননা, যে পরশ্রী-কাতর, সে অন্যের সুখ, শ্রী, সৌভাগ্য, দেখিলে তাহার মনে আপনা হইতেই হিংসানল জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার মনের সমস্ত সুখ, শান্তিকে দগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

(ঘ) হিংসুকের মন চিরদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও আবৃত থাকে, তথায় উজ্জ্বলতা ও নির্ম্মলতা, কখনই প্রবেশ ও স্থান লাভ করিতে পারে না, কেননা "হিংসা" "আগুন"-বিশেষ এবং অগ্নি যাহাতে বা যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই পোড়াইয়া কাল অঙ্গার বা ভস্মে পরিণত করে। হিংসাশ্রয়ে মন মসীলিপ্ত ও মসিময় হয় বলিয়াই হিংসাকে, "হিংসানল" বলে।

(ঙ) হিংসুকের বন্ধুত্বে বা সাহায্যে কেহই অগ্রসর হয় না, কেননা, হিংসুক অপরের সুখ, শ্রী, সম্পদ, সহ্য করিতে পারে না, কাজেই অন্যেও তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে কি তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয় না।

তৃতীয় "ওজলাত" (عجلت) ক্ষিপ্রকারিতা ইহার, অপকারিতা ও দোষ এত অধিক ও সর্ব্বজন-বিদিত ও প্রকাশ্য যে ইহা বুঝাইতে উপমা বা সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শারিয়াত্ মত—

اَلتَّعْجِيْلُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّاخِيْرُ مِنَ الرَّحْمٰنِ *

"ক্ষিপ্রকারিতা শয়তানের কাজ ও ধীরতা আল্লাহ্-তায়লার কাজ"।

চতুর্থ 'কেবের' (كبر) অহঙ্কার, পূর্ব্ব বর্ণিত মনের অনিষ্টকারী বস্তু বা স্বভাবত্রয় হইতে এই চতুর্থ স্বভাব-অহঙ্কারের, অনিষ্ট ও অপকারিতা-শক্তি অতি ভীষণ, প্রবল ও ভয়াবহ, কেননা, অপর তিনটীর অপকারিতা, "নেক্-আমাল", অর্থাৎ পুণ্য কার্য্য বিনষ্ট, পণ্ড ও বৃথা করা পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ; উহা মানবের "ইমান" নষ্ট করিয়া "কাফেরে" পরিণত করিতে পারে না ; কিন্তু অহঙ্কার মানবের "ইমান" ধ্বংশ ও বিপর্য্যস্ত করতঃ "কাফেরে" পরিণত করে, যেমন আল্লাহ-তায়লা ফরমাইতেছেন

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ * (অর্থাৎ অহঙ্কারের জন্য আমার আদেশ অমান্য করিয়া "কাফেরে পরিণত হইল) আর এই অহঙ্কার মানব মনে একবার দৃঢ়ভাবে বিস্তার লাভ করিলে, চিকিৎসার সম্পূর্ণ অতীত হইয়া পড়ে। (আল্লাহ-তায়লা আমাকে ও মানব মাত্রকেই ইহা হইতে রক্ষা করেন এই প্রার্থনা, আমীন) এবং ইহা বহু প্রকার পাপ ও দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি কারক, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম চারিটী দুর্ভাগ্যের পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতেছি ঃ—

(ক) মনকে অন্ধকার করে ও আল্লাহ-তায়লার প্রদর্শিত সত্য, পুতঃ পবিত্র, পুণ্য পথ হইতে বিচলিত করিয়া বিপথে পরিচালিত করে। যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন যথা—

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ *

(অর্থাৎ যাহারা ইহ সংসারে অহঙ্কার করে, তাহাদিগকে আমার "আয়েৎ" হইতে বঞ্চিত করিব অর্থাৎ সত্য ও নিরাপদতার পথ ভ্রষ্ট করিব)।

(খ) অহঙ্কারিগণ আল্লাহ্-তায়লার দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার রোষভাজন হয়। আয়েৎ যথা * اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

(অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা নিশ্চয়ই অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না ও ভালবাসেন না)।

(গ) অহঙ্কারীকে ইহকালে—এই দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হইতেই হইবে। হজরত্ হাতেম আছেম (রাহঃ) বলিতেছেন ইতরের হস্তে অপমানিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন অহঙ্কারীরই মৃত্যু হইবে না।

(ঘ) অহঙ্কারীর শেষ পরিণাম চির নরক ভোগ, কেননা, আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন যে, অহং ও অহঙ্কার আমার চাদর ও তহবন্ধ। যে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই নরকের ভীষণ কালানলে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করিব। অতএব যে অহঙ্কার মানবের সারবস্তু ইমানকে পর্য্যন্ত লুপ্ত করে, ও আল্লাহ্-তায়লার রোষ

বৃদ্ধি করে ও নরকের ভীষণ অনল প্রদীপ্ত করে, সেই অহঙ্কার কিরূপ সত্বরতার সহিত বিষবৎ পরিত্যাজ্য, তাহা কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে?

পূর্ব্বোক্ত, 'তুল-আমাল' 'হাছাদ' 'ওজ্‌লাত,' 'কেবের', চতুষ্টয়ের আসল বা মূলের সহিত পরিচিত হইবার পর, নিবিষ্ট-চিত্তে ধীর, স্থির-ভাবে অভিনিবেশ সহকারে উক্ত স্বভাব চতুষ্টয়ের মর্ম্ম ও অভিধানিক অর্থ ও তাহার প্রতিকার ও ব্যবস্থাদির বিষয় উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ কর।

প্রথম তুল-আমালের (طول امل) অর্থ—নিশ্চিত-ভাবে স্থির বিশ্বাস ও ভরসা পোষণ করা যে, আমি বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব ও বহু সম্পত্তি, বিত্ত ও টাকা ইত্যাদি উপার্জ্জন করিব, কি পাইব, বা অমুক, অমুক, বিষয় ও এই, এই, কাজ সকল করিব ইত্যাদি, ইত্যাদি, প্রকার আশার—দীর্ঘতাকে অর্থাৎ "দীর্ঘআশাকে". আরবিতে "তুল-আমাল" বলে। ইহার প্রতিকার, ঠিক ইহার বিপরীত প্রতিশব্দ-"কোতাহি-য়ে-আমাল" (کوتاهی امل) এর অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রতি আস্থাবান হওয়া অর্থাৎ দীর্ঘায়ুর স্বপন দেখা বা যে কোন প্রকার দীর্ঘ আশার প্রতি মোটেই ভরসা ও বিশ্বাস, পোষণ ও স্থাপন না করা। "কোতাহি-য়ে-আমাল" এর অর্থও উহাই অর্থাৎ আশার নিবৃত্তি বা সংক্ষিপ্ত-আশা, বা সন্ধিগ্ধ-আশা অর্থাৎ আর এত দিন বা এক বৎসর বা একমাস বা একদিন পর্য্যন্ত বাঁচিতেও পারি, নাও বাঁচিতে পারি; অথবা অমুক কাজে

বা অমুক স্থানে আমার গমন হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, বা ধন, জন, সম্পত্তি, লাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, অর্থাৎ মনে যদি দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, আগামী কল্য পর্য্যন্ত আমি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব বা এক ঘণ্টা পর আমি নিশ্চয়ই অমুক কাজটী করিব বা করিতে পারিব, তাহারই নাম "তুল-আমাল"—দীর্ঘ আশা; এবং এই আশার কুহকে যে নিপতিত হয় তাহাকেই বলে দীর্ঘ আশাকারী বা দীর্ঘ আশাধারী; এবং এই প্রকার লোকের মনস্তাপ, লাভকরা ও সর্ব্বনাশ হওয়া অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা, এই দীর্ঘায়ুতার মিথ্যা আশার কুহক-বশে স্বীয় জীবন পুস্তিকার স্বকৃত-অকার্য্য, কুকার্য্যাঙ্কিত মসি-মলিন পাতাগুলিন সংশোধন, এমন কি অধ্যয়ন করিবারও অবকাশ বা সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কাজেই উহা আর সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে না এবং এই প্রকার অপ্রস্তুত, ও অতৈয়েরী অবস্থাতেই অকস্মাৎ একদিন হঠাৎ ডাকে মহামহিম সম্রাট সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বহু পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নরকের কঠোর দণ্ড অবনত শিরে গ্রহণ ও স্বকৃত পাপের অনুশোচনায় দীর্ঘ-তপ্তশ্বাস বিমোচন করা ভিন্ন, গত্যন্তর বা উপায়ান্তর থাকে না, থাকিতে পারে না। আর যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ আগামী কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা বা একঘণ্টা পর অমুক কার্য্য করিতে পারা বা না পারা সম্বন্ধে যাহাদের মনে মোটেই বিশ্বাস নাই, বা যাহারা মনের সহিত বলে যে আল্লাহ্-তায়লা আর

একঘণ্টা বা একদিন যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তবে অমুক কাজ করিব বা অমুক স্থানে যাইব বা অমুক কাজ করিবার বা অমুক স্থানে যাইবার ইচ্ছা আছে। এই উক্তি অনুরূপ গাঢ় ও স্থির বিশ্বাসেরই নাম "কোতাহি-য়ে-আমাল" অর্থাৎ সঙ্কোচিত, অনির্ভর ক্ষুদ্র আশা বা আশার নিবৃত্তি বা সন্ধিগ্ধ ও সংক্ষিপ্ত ভরসাহীন আশা এবং এই সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দীর্ঘ আশা ও লোভ পরিশূন্য নির্লিপ্ত সংসারী বা মহাপুরুষ। এই "তুল-আমাল" নিবারণের একমাত্র প্রতিকার ও পন্থা সদা-সর্ব্বদা মৃত্যুকে স্মরণ রাখা, বিশেষ করিয়া হঠাৎ মৃত্যু বা সন্ন্যাস রোগ, যাহাকে ইংরেজীতে হার্টফেল (Heart fail) বলে। সত্যই যে মন হঠাৎ মৃত্যু ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত ও সজাগ, পাপ সে মনের ত্রিসীমাতেও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না।

—**দ্বিতীয় হাছাদ**—হিংসা, অর্থ অন্যের সুখ, সম্পদ ও সৌভাগ্যে ব্যথিত ও দুঃখিত হওয়া, অর্থাৎ কোনরূপ কার্য্য বা বাক্য দ্বারা বা সঙ্গোপনে মনে মনেও কেহর অনিষ্ট চিন্তা বা কামনা করাকেই হাছাদ বা হিংসা বলে। এই জন্যই হিংসার আর এক নাম পরশ্রী-কাতরতা, কেননা, হিংসুক অন্যের সুখ সৌভাগ্য ও উন্নতি সহ্য করিতে পারে না, তাহার বুকে হিংসানল আপনি জ্বলিয়া উঠে ও তাহাকেই যাতনা দিতে ও দগ্ধ করিতে থাকে। আর যাহারা ইহার বিপরীত অর্থাৎ অন্যের সুখ, সম্পদ দর্শনে যাহারা কাতর বা ম্রিয়মান হয় না, তাহারা

অহিংসুক। এই হিংসার প্রতিকারও উক্তরূপ মৃত্যুকে স্মরণ করা ও সবিনয় আল্লাহ্-তায়লার কৃপা ভিক্ষা করা ও অন্যের সুখ, সম্পদ দর্শনে আনন্দ ও সুখানুভব করিতে স্বীয় অবাধ্য মনকে বল-পূর্ব্বক ও আপ্রাণ পরিশ্রম ও অক্লান্ত, অবিরাম যত্ন চেষ্টায় ধীরে ধীরে, বাধ্য ও অনুগত করতঃ আনন্দোৎফুল্ল করিয়া তোলা।

তৃতীয় ওজলাত—অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা, অর্থ মনে কোন কথা বা কার্য্য-প্রেরণা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার ভালমন্দ বিচার ও পরিণাম চিন্তা না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহা বলা বা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া, বা উহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করাকে "ওজলাত" অর্থাৎ ক্ষিপ্রকারিতা বলে ; এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রতি কথা ও কাজের সুফল, কুফল ও শেষ পরিণতি ও পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া ধীরে, স্থিরে, আস্তে, হস্তক্ষেপ করাকে ধীরতা বলে। তুমি নিবিষ্ট-চিত্তে অনুসন্ধান করিলে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে ও তোমার প্রতীতি জন্মিবে যে, হঠাৎ ও ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত কার্য্যাবলীর শতকরা নব্বইটীই পরিণামে কুফল ও ধীরতার সহিত সম্পাদিত কার্য্যাবলীর শতকরা নব্বইটীই পরিণামে সুফল প্রসব করিয়াছে ও করে। ইহার প্রতিকার এই যে, গাঢ় মনোযোগের সহিত হঠাৎ ও ক্ষিপ্রকারিতার ব্যর্থতা, নিষ্ফলতা ও মন্দ পরিণতির বিষয় বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত সতত চিন্তা ও প্রণিধান করিতে থাকিলে আল্লাহ্-তায়লার ফজলে তোমার ঐ ক্ষিপ্রকারিতার প্রবৃত্তির স্থলে আপনই ধীরতার উদয় হইবে।

চতুর্থ কেন্দ্র—অর্থাৎ অহঙ্কার, ইহার ক্রিয়া অন্যকে ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে শিক্ষা দিয়া নিজের মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও অহং জ্ঞান আনয়ন করতঃ অহঙ্কৃত চাল চলন ও আলাপনে অভ্যস্থ করিয়া তোলে ও ইহার বিপরীতকে আরবীতে "তাওয়াজো"(تواضع) ও বাংলায় নিরহঙ্কৃত, নম্রতা, ও বিনয় বলে। ইহার প্রতিকার এই যে, অহঙ্কারীর ভীষণ দণ্ডের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সাধারণ খাদ্যাদি ও বসন ভূষণে পরিতুষ্ট থাকা ও নিরহঙ্কৃত অল্প মূল্যের জিনিষ সমূহ ব্যবহার করা অর্থাৎ যেমন তেমন ও সাদাসিধা খাদ্য ও বস্তুতেই সন্তুষ্ট হওয়া ও অতি গম্ভীরভাবে মনকে এই বলিয়া প্রবোধিত ও তিরস্কৃত করা যে,-জন্ম যাহাদের অতি জঘন্য পুতি গন্ধময়, অপবিত্র বীর্য্য-জলে, মাতৃগর্ভে নয়মাসাধিককাল ভক্ষ্য যাহাদের ঘৃণিত-অস্পৃশ্য রজঃ, উদর যাহাদের সর্ব্বদা ন্যক্কার-জনক মল, মূত্র ও ক্রিমি-কীটে পরিপূরিত, তাহাদের মুখে অহঙ্কার বাণী কি একান্তই হাস্যোদ্দীপক, লজ্জাস্কর, অশোভন ও ভূতের মুখে রাম নাম উচ্চারণের মতই নহে ?

পঞ্চম ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ, পেট—এই পেটই সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্ববিধ পাপ ও পুণ্যের একমাত্র আদি উৎস ও লীলাভূমি এবং মানবের সমগ্র অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদির সবলতা, দুর্ব্বলতা ও সদাসৎ প্রবৃত্তি ইত্যাদির আদি কেন্দ্র। কেননা, পানাহার ভিন্ন এই ক্ষণ-ভঙ্গুর ভৌতিক, নশ্বর, দেহ, সজীব থাকিতে পারে না এবং এই একমাত্র পেট ভিন্ন মানবের অন্য

কোন অঙ্গই খাদ্য ধারণ ও তদুৎপন্ন রক্ত কণা ও শক্তি সাহায্যে দেহের সর্ব্ব শিরায় রক্ত সঞ্চালন ও সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধন করিতে পারে না এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, পুষ্টিকর ও অপুষ্টিকর, লঘুপাক ও গুরুপাক, উত্তম ও অধম খাদ্যাদির তারতম্য ও ইতর বিশেষে সবল-দুর্ব্বল, রোগ-নীরোগ, রক্তকণা সমূহ পেটের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। "হালাল" ও "হারাম" খাদ্যও সেইরূপ মনের মধ্যে পাপ বা পুণ্যের প্রবৃত্তি ও বাসনা জাগাইয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যপ্ত ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল যুক্তি তর্কের দ্বারায় পাপ পুণ্যাদি প্রবৃত্তির মূল নিদান যখন একমাত্র খাদ্য বস্তুই নির্ণীত ও সাব্যস্ত হইল, তখন মানব মাত্রেরই খাদ্য বিচার করা ও হালাল-হারাম বস্তু ও বিষয়াদির সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এখন তাহাই বলা যাইতেছে। নিষিদ্ধ খাদ্য তিন প্রকার—(১)"**হারাম**" সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ খাদ্য। (২) "**মশকুক্‌**" সন্দেহ জনক খাদ্য অর্থাৎ যে খাদ্যের পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, বিশুদ্ধতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। (৩) "**ফজুল-হালাল**" বা "মোবাহ" অর্থাৎ যাহা খাওয়ার বিধান শাস্ত্রে আছে কিন্তু অনাবশ্যক। অর্থাৎ যাহা না হইলে জীবন ধারণ বা শরীর পোষণ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাৎ হয় না।

প্রথম "**হারাম**"—নিষিদ্ধ খাদ্য, ইহা খাওয়া তো দূরের কথা উহা স্পর্শ করাও পাপ এবং এ সম্বন্ধে "কোরাণ-শরিফ" ও "হাদিছ শরিফে"র অসংখ্য "আয়েৎ" বর্ত্তমান এবং ইহা

প্রত্যেকেরই সুবিদিত ; কাজেই এ সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক ও নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় "মশকুক" সন্দেহ জনক খাদ্য—অর্থাৎ যে খাদ্যের বৈধতা, "হালাল" বা "হারাম" সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান নাই, বা যে খাদ্যের বৈধতা, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর "হারাম" হইলেও প্রথম শ্রেণীর হারামের মতই পরিত্যাজ্য ; তবে প্রাণান্তকর ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়, ইহা ভিন্ন অন্য খাদ্য-পেয়, না পাইলে জীবন ধারণোপযোগী স্বল্প পরিমাণ খাওয়া চলে ; "আবেদ" ও "ছুফী" মহোদয়গণের নিকট "হারামের" সহিত ইহার এইটুকু মাত্রই প্রভেদ।

তৃতীয় "ফজুল-হালাল" বা "মোবাহ"—হালাল অর্থাৎ বৈধ জিনিষ মাত্রকেই "মোবাহ" বলে। "ছুফি"দের মতে "ফজুল-হালালে"র অর্থ স্বল্প পরিমিত স্বাদ বিহীন ও অতি কম মূল্যের আহারীয় বস্তু ও গাত্রাবরণ, যাহা কষ্টের সহিত খাওয়া পরা চলে অর্থাৎ যে পরিমাণ আহার ও বস্ত্র না হইলে, জীবন রক্ষা পায় না ও শীতাতপ নিবারিত হয় না, ঠিক সেই পরিমাণ "হালাল" বস্তু ব্যতীত অন্য সমস্ত "হালাল" ও বৈধবস্তুকে "ফজুল-হালাল" বলে ; অর্থাৎ যে জিনিষ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে "হালাল" ও বৈধ কিন্তু জীবন যাপন পক্ষে অনাবশ্যক, "ছুফি"গণ তত্ভাবত জিনিষ সমূহকেও সানন্দ-চিত্তে অপিচ অতি ঘৃণা ও দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিয়া

থাকেন। এই "ফজুল-হালাল" অর্থাৎ অনাবশ্যক "হালাল" জিনিষ ব্যবহার করা সর্ব্ব-সাধারণ মোসলমানের পক্ষে "শারিয়াত্" সম্মত ও সম্পূর্ণরূপে বৈধ, সিদ্ধ, হালাল ও "মোবাহ" হইলেও নিম্নলিখিত দশটী কারণে "ছুফি" "আবেদ", "জাহেদ", সাধক, ও উপাসকের নিকট প্রথম শ্রেণীর "হারামে"রই ন্যায় অবশ্য পরিত্যাজ্য ও বর্জ্জনীয়। কারণ দশটী এই যথা—

(১) অধিক ভোজনে হৃদয় কঠিন ও অন্ধকার হয়, যেমন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন "মানব হৃদয় শস্য ক্ষেত্রের মত, শস্য ক্ষেত্র যেমন জলে ডুবিয়া গেলে মরিয়া যায়, হৃদয়ও তেমনি অধিক পানাহারে মগ্ন হইলে কঠিন ও বিনষ্ট হইয়া যায়"। পারসিক কবি সাদি বলিয়াছেন, যথা—

اندرون از طعام خالی دار
تا درو نور معرفت بینی

অর্থ—যদি আল্লা প্রেম, তুমি চাও হৃদি পুরি,
রাখিও পেটেরে তব অন্ন শূন্য করি!

(২) অতিরিক্ত আহারে সর্ব্বাঙ্গে লালসা আনয়ন করে, যে ক্ষুধিত, তাহার মনে লালসা ও বাসনা জাগে না, মন পবিত্র থাকে, এই জন্যই উপবাস্ ও ব্রহ্মচর্য্যের সৃষ্টি।

(৩) আকণ্ঠ ভোজনে সুবুদ্ধি ও সুচিন্তার হ্রাস করে ও স্বল্প আহারে উহার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করে।

(৪) অতিরিক্ত আহারে অতিরিক্ত নিদ্রা ও আলস্য আনয়ন করে, কাজেই "এবাদাত্" ও "বান্দেগীও" কমিয়া যায় এবং জোর করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত ও রত হইলেও তাহাতে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না। হজরত্ এহিয়া (আঃ) একদিন শয়তানের হাতে একটী ফাঁদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোর হাতে ওটা কি? শয়তান উত্তর করিল যে, লালসা ও বাসনার ফাঁদ; যাহা দ্বারায় আমি মানুষ শিকার করি; তিনি তখন বলিলেন যে, তোর নিকট এমন কোন ফাঁদ আছে যদ্বারায় আমাকে আবদ্ধ করিতে পারিস? শয়তান উত্তর করিল যে, না—তবে এক রাত্রিতে আপনি ক্ষুধা-পূর্ণ আহার করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি আপনার দেহে আলস্য আনয়ন করতঃ নফল নামাজ ও এবাদাত্ হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনাকে শোওয়াইয়া রাখিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে, আমি এই শপথ করিতেছি যে, এ জীবনে আর কখনও পেট পূরিয়া আহার করিব না। তখন শয়তানও বলিল যে, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এ জীবনে আর কখনও আমি কাহাকেও সত্য কথা বলিব না, বা কোনপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিব না। এই তো সেই সকল মহাপুরুষ ও মহাত্মাগণের অবস্থা। যিনি জীবনে একদিন, তাহাও ভূরি ভোজন নহে, মাত্র ক্ষুধা-পূর্ণ পরিমিত আহার করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাহাদের অবস্থা ও পরিণাম কি হইবে যাহারা জীবনে একদিনের জন্যও আধ-পেটাও খায় নাই? ছুফিয়ান ছুরি (রহঃ) নামক জনৈক

শ্রেষ্ঠ-ছুফি ও সাধক বলিয়াছেন, "এবাদাত্" একটী ব্যবসা এবং তাহার দোকান নির্জ্জনতা ও উহার পণ্য ক্ষুধা।

(৫) অধিক পানাহারে পার্থিব কার্য্যশক্তির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি ও এবাদাত্ করিবার ও উহার সুখ, শান্তি উপভোগ ও স্বাদ গ্রহণের শক্তিও কমিয়া যায়।

(৬) অতি লোভীর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার শক্তি যেমন কমিয়া যায়, অতি ভোজীরও "হালাল" "হারাম" জ্ঞান ও ভয়ও তেমনই কমিয়া যায়। "হাদিছ শরিফে" উক্ত হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে "হালাল" অপেক্ষা "হারাম" বস্তুই সুপ্রচুর ও অধিক প্রাপ্তব্য।

(৭) অধিক আহারে অধিক সময় নষ্ট হয়। প্রথম খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহে, উপার্জ্জনে, বা আহরণে, তৎপর রন্ধনে, তৎপর ভোজনে, তৎপর মলমূত্র নিঃসারণে অর্থাৎ ত্যাগে।

(৮) অধিক ভোজনকারীর মৃত্যু যন্ত্রণাও অধিক হয়, কেননা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সংসারের আকর্ষণ যাহার যত বেশী থাকিবে সংসার ত্যাগের সময় তাহার কষ্ট ও যন্ত্রণাও ততোধিক হইবে।

(৯) "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট" প্রবাদ বচনের মত "অতি ভোজীর পরকাল নষ্ট" কথাটীও অতি সত্য কেননা, এ সম্বন্ধে "কোরাণ" ও "হাদিছ শরিফে" ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে যে, অতি ভোজীর তুলনায় স্বল্পাহারি পরকালে সমধিক সুখ সম্পদ লাভ করিবে।

(১০) অতি ভোজীকে কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ দিতে হইবে এবং হিসাব নিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত "হাশরের" মাঠের সেই ছায়াহীন প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ-তলে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। "শারিয়াত্" সিদ্ধ "হালাল" ও বিশুদ্ধ জিনিষ সমূহ ব্যবহার করার জন্যই পরকালে কৈফিয়ৎ ও হিসাব নিকাশ দিতে হইবে এবং সেই জন্যই যাঁহারা "আবেদ", "জাহেদ", মহাপুরুষ, তাঁহারা অতি সন্তর্পণে "ফজুল-হালাল" অর্থাৎ অনাবশ্যক "হালাল"কে প্রায় হারামের মতই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আর যাহা "হারাম" ও সন্দেহজনক তাহা তো প্রত্যেকের পক্ষেই অতি ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও নরকের ভীষণ কালানল-তুল্য অবশ্য বর্জ্জনীয় ও পরিত্যাজ্য। এখন "হালাল" জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের মোটামোটি একটু জ্ঞান লাভ করা উচিত।

"হালাল" অর্জ্জন ও উহার ব্যবহার—এখন জানা দরকার যে, এই "হালাল" অর্থাৎ শারিয়াত্ সম্মত, বৈধ, সিদ্ধ ও পবিত্র জিনিষ সমূহের মধ্যে কি পরিমাণ বা কতটুকু নির্ব্বিঘ্নে উপার্জ্জন ও ব্যবহার করা চলে ও কতটুকুর নিমিত্ত "হাবাছ", হিসাব-নিকাশ ও কৈফিয়তের জন্য দায়ী হইতে হয় বা কতটুকুর জন্য দায়ী হইতে হয় না। এখন বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর যে, "হালাল" তিন প্রকার ঃ—

(১) আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার বা লোকের নিকট স্বীয় সম্মান প্রাপ্তি বা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই যদি "হালাল" উপার্জ্জনে রত ও লিপ্ত হয় তবে ঐ ব্যবসায়, বা উপায়, শাস্ত্র-সম্মত হইলেও

শুধু "নিয়ত" অর্থাৎ উদ্দেশ্যের জন্যই সে তিরস্কৃত, দণ্ডিত ও নরকে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য।

(২) শারিয়াত্ সম্মত, বৈধ আত্ম সুখ ও আত্ম প্রসাদের জন্যই যদি হালাল উপার্জ্জনে লিপ্ত হয়, তবে সে নরকগামী না হইলেও "হাবাছ" ও হিসাবের জন্য দায়ী, যেমন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে "দুনিয়ার "হালাল" বস্তুর জন্যই তো হিসাব দিতে হইবে, অর্থাৎ "হারাম" জিনিষ ও "হারাম" কাজের জন্য তো নরকের দ্বার স্পষ্টই উন্মুক্ত ও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর হিসাব নিকাশ কি? হিসাব হইবে "হালাল" বস্তু ও "হালাল" কাজের উপরেই।

(৩) এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি করণ ও সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন ও পরিবার প্রতিপালন উদ্দেশ্যে পরিমিত "হালাল" উপার্জ্জনে লিপ্ত ও রত হওয়াই নির্দ্দোষ ও প্রশংসিত উপার্জ্জন এবং ইহার জন্য কোনরূপ হিসাব দিতে বা জবাবদেহী করিতে তো হইবেই না, বরং ঐ পরিমাণ উপার্জ্জনের চেষ্টা না করা দোষনীয় ও করিলে পুণ্যাধিকারী হইবে এবং এই উপার্জ্জনে তাহার যে পরিমাণ সময় ব্যয়িত হইবে, সেই সময়টা তাহার এবাদাতের মধ্যে গণ্য হইবে। এখন কেহ যদি এই প্রশ্ন করে যে ঠিক "শারিয়াত্ সম্মত বৈধ উপায়ে পার্থিব সুখ সম্ভোগ আশায় "হালাল" উপার্জ্জনে যদি কেহ ব্রতী হয় তবে কি তাহাও পাপ বলিয়া গণ্য হইবে? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন নিবারণার্থ

যদি এই "হালাল" উপার্জ্জনের প্রচেষ্টা হয়, তবে তাহা পুণ্যজনক ও উত্তম কাজ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া, উহা যদি "শারিয়াত্" সম্মত বৈধ, ভোগ, বিলাস, বাসনা-সঞ্জাত "ফজুল-হালাল" অর্থাৎ অনাবশ্যক "হালালও" হয় তথাপি সেই "হালাল" কাজ ও উপার্জ্জনের জন্য নরক যন্ত্রণা বা অন্য কোন প্রকার গুরুতর ও কঠিন দণ্ডভোগ করিতে না হইলেও অল্প একটু তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও "হাবাছ" ইত্যাদি ভোগ করিতে ও হিসাবের জন্য দায়ী হইতেই হইবে। আবশ্যক ও অনাবশ্যক হালালের প্রভেদ ও পার্থক্য পরিস্কারভাবে বুঝাইবার জন্য একটী উদাহরণ দিতেছি ; যথা—বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও রিপু দমন, ইত্যাদি, অথচ "শারিয়াত্" এক সঙ্গে চারিটি পত্নী গ্রহণ করিবার অধিকার প্রত্যেককেই প্রদান করিয়াছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির সন্তানবতী ও সম্ভোগ-সক্ষমা অর্থাৎ যুবতী পত্নী থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন রমণীর রূপে বা ঐশ্বর্য্যে বা অন্য যে কোন কারণে প্রলুব্ধ বা বিমুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিলে, সেই বিবাহকেই "ফজুল-হালাল" বা অনাবশ্যক "হালাল" বলিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে। আর ঐ প্রথম বিবাহকে আবশ্যক হালাল বলিবে এবং ঐ প্রথম বিবাহের জন্য পরকালে কোন প্রকার জবাবদেহী করিতে হইবে না, কেননা, ইহা আবশ্যকীয় 'হালাল"। আর ঐ দ্বিতীয় বিবাহের জন্য জবাবদেহী করিতে হইবে মাত্র, অন্য কোনরূপ দণ্ড হইবে না, কেননা ইহা অনাবশ্যক "হালাল"।

আর প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান, বন্ধ্যা, বা সম্ভোগ অযোগ্যা-বৃদ্ধা বা স্থবিরা হইলে ঐ কৈফিয়ৎও দিতে হইবে না। প্রিয় সাধক! এখন বোধ হয় তুমি সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ যে উক্ত উভয় বিবাহ একইরূপ তুল্য মূল্য ও "শারিয়াত্" সম্মত সিদ্ধ ও বৈধ, "হালাল" হইয়াও প্রথম বিবাহ আবশ্যকীয় "হালাল" গণ্যে পুণ্যার্হ ও দ্বিতীয় বিবাহ অনাবশ্যকীয় "হালাল" গণ্যে নিন্দার্হ ও লজ্জার্হ।

এখন "**হেছাব**" ও "**হাবাছ**" কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক। ইহ-লৌকিক পাপ, পুণ্য, সৎ-অসৎ ইত্যাদি যজ্জাবতীয় কাজ, ও "হালাল" "হারাম" "মশকুক" "মোবাহ" আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় "হালাল" ইত্যাদি যজ্জাবতীয় জিনিষাত অর্থাৎ ইহকালীয় স্বকৃত পাপ-পুণ্য কার্য্যাদি ও স্বোপার্জ্জিত, "হালাল-হারাম" জিনিষাদির সম্বন্ধে; কোন্ কাজ, কোথায় কি উদ্দেশ্যে, কেমন অবস্থায়, কি কারণে করা হইয়াছিল ও জিনিষ সমূহ কোন স্থান হইতে কি ভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে সংগ্রহ বা উপার্জ্জন করা হইয়াছিল ও উহা কি, কি, ভাবে কোন্ কোন্ স্থানে, কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, কেয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন তত্ত্বাবতের জন্য আল্লাহ্-তায়লার নিকট যে কৈফিয়ত ও হিসাব নিকাশ দিতে ও জবাবদেহী করিতে হইবে, তাহাকেই "হিসাব" বলে, এবং ঐ কেয়ামতের মাঠে, উলঙ্গ, ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় বেহেস্তে যাইতে পারিব,

কি, পারিব না ইত্যাদি আশা-নিরাশার সন্দেহোদ্বেলিত ও ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে উক্ত হিসাবের নিমিত্ত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাকে "হাবাছ" বলে। এস্থলে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে আল্লাহ্-তায়লা দয়া করিয়া তাঁহার বান্দাদের জন্য যাহা "হালাল" করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য হিসাবের লাঞ্ছনা ও "হাবাছের" গঞ্জনা ও লজ্জা ভোগও সহ্য করিতে হইবে কেন? তাহার উত্তর এই যে, "হালালের আদব" অর্থাৎ শিষ্টাচার ও সম্মান রক্ষিত হয় নাই বলিয়া। যেমন কোন সম্রাট তাঁহার জনৈক নগণ্য ও সাধারণ প্রজাকে এক সঙ্গে এক টেবেলে খাওয়ার অধিকার প্রদান করিলে, সেই বুভুক্ষু প্রজা রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যের প্রাচুর্য্যে বিমুগ্ধ ও মোহিত হইয়া খাওয়ার, "আদব-কায়দা" অর্থাৎ শিষ্টাচার বিস্মৃত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যদি অশিষ্টতা ও বর্ব্বরতা প্রদর্শন করে, তবে সে ঐ অশিষ্টতা ও বর্ব্বরতা প্রকাশ জন্য আহার হইতে বঞ্চিত বা অন্য কোনরূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত না হইলেও, সে উপহাস, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা লাভের যে নিশ্চিত যোগ্য ও অধিকারী, তৎসম্বন্ধে যেমন সামান্য একটু সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না; সেইরূপ কেবল মাত্র এক আল্লাহ্-তায়লার উপাসনা করার জন্যই যে মানবের সৃষ্টি সে যদি স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া অনাবশ্যক "হালালের" ভোগ বিলাসে প্রমত্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে ঐ "হিসাব" ও "হাবাছের"

সামান্য একটুখানি লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করাও অবশ্য উচিত। পারসিক কবি "সাদি" বলিয়াছেন—

خوردن برای زیستن و ذکر کردنست
تو معتقد که زیستن از بهر خوردنست

অস্যার্থ—জীবন ধারণ আর উপাসনা তরে
মানব সৃজিত এই অবনী ভিতরে।
তুমি ভাবিয়াছ বুঝি মনে আপনার
জীবন ধারণ শুধু করিতে আহার ॥

এবাদাত্ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লাই ফরমাইতেছেন وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * (অর্থাৎ আমি মানুষ ও জেনকে কেবল মাত্র এবাদাত্ করিবার জন্যই পয়দা করিয়াছি) আল্লাহ্-তায়লা এবাদতের জন্য যেমনই মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই তাহাদের জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার ও জীবন যাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য বহুবিধ "হালাল" জিনিষেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব একমাত্র, যে এবাদাতের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যেই যে জীবনকে সজীব রাখার জন্য আবশ্যকীয় "হালাল" জিনিষের সৃষ্টি হইয়াছে, জীবনকে, জীবনের সেই মহৎ ও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত করিয়া অনাবশ্যক "হালালে'র ক্ষণস্থায়ী ও আপাত-মধুর, ভোগ, বিলাস, বাসনা, ও লালসার মোহে বিমোহিত করিয়া লোভের

কণ্টকা-কীর্ণ বন্ধুর পথে পরিচালিত করতঃ এবাদাতে অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে, সে নিশ্চয়ই কঠোর দণ্ড ও কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য ; কিন্তু অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা স্বীয় অনন্ত দয়া ও অসীম করুণা মাহাত্মে এমতাবস্থায়ও তাঁহার অধম ও একান্ত দুর্ব্বল দাসগণের প্রতি কোনপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থাই না করিয়া, মাত্র "হাবাছ" ও "হিসাবের" সামান্য একটু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও লজ্জা দেওয়ার বিধানই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ধন্য, ধন্য, ধন্য—হে! তুমি দয়াময়।

এই অনাবশ্যক "হালালের" প্রতি "মোত্তাকীদের" বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সাধারণ শারিয়াত্ওয়ালা অর্থাৎ "মোত্তাকী", "জাহেদ" বা "ছুফী" নন, তাহাদের পক্ষে "ফজুল-হালাল" অর্থাৎ অনাবশ্যক "হালাল" জিনিষ তত দোষনীয় না হইলেও, "ছুফী" "মোত্তাকী" ও "জাহেদের পক্ষে উহা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ও অতি মারাত্মক। হজরত্ এব্রাহিম আদহাম, (রহঃ) কথিত নিম্নলিখিত উপদেশ চতুষ্টয় মানব -মাত্রেরই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। (১) অতি ভোজী কখনই এবাদাতে সুখ ও শান্তি পাইবে না। (২) যে অধিক নিদ্রা যায়, তাহার আয়ু কমিবেই কমিবে। (৩) যে ব্যক্তি কেবল মানবেরই মন যোগায় সে কিছুতেই আল্লাহ্-তায়লার মন যোগাইতে ও তাঁহার দয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে

না। (৪) যে অধিক কথা বলিবে, তাহার মুখ হইতে মিথ্যা ও পরনিন্দাও নিশ্চয় বাহির হইবে।

কাপুরুষ দুর্ব্বল ও ভীরুর পক্ষে এই "ঘাটি" অতি কঠিন; কিন্তু সাহসী নির্ভীক ও "তাওয়াক্কোলওয়ালা" অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসাকারীর পক্ষে এই ঘাটি অতি সহজ ও সরল।

এই ঘাটি নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমার ও সমগ্র মোসলমান ভ্রাতাভগ্নীদের পক্ষ হইতে অপার করুণাধার আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আ-মী-ন।

চতুর্থ অধ্যায়

আওয়ারেজের ঘাটি

"আরেজের" বহুবচন "আওয়ারেজ"। আরেজের অর্থ প্রতিবাদরূপে যাহা সম্মুখে আসে, অর্থাৎ বাধা, প্রতিবন্ধকতা, রুদ্ধতা, ইত্যাদি। যে আরেজ, এবাদাতের প্রতিবন্ধক, "ছালেকের" পক্ষে তাহাকে অতি সত্বর অপসারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এই আওয়ারেজ চারি প্রকার—(১) "রেজেক" (رزق) অর্থাৎ অন্ন চিন্তা। (২) "তাফভিজ" (تفويض) অর্থাৎ জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক কাজ সুফল প্রসূ ও সফল করার জন্য সম্পূর্ণ-ভাবে আল্লাহ-তায়লাকে আত্ম সমর্পণ করা। (৩) "কাজা" (قضا) অর্থাৎ অদৃষ্ট লিপি অনুযায়ী ইহ-সংসারে মানবের ভাগ্যে নিত্য যাহা যাহা ঘটিতেছে উহা "সু" বা "কু" "ভাল" বা "মন্দ" "সুখ" বা "দুঃখ" যাহাই কেন হউক না। (৪) ছাবার (صبر) ধৈর্য্য, অর্থাৎ সর্ব্ব রকম সর্ব্বকার্য্যে, বিপদে, সম্পদে, ধৈর্য্যাবলম্বন করা, অধীর ও অধৈর্য্য না হওয়া।

প্রথম রেজেক অর্থাৎ অন্নচিন্তা—অন্নের চিন্তা থাকিলে বিশুদ্ধ এবাদাত্ বান্দেগী কিছুতেই হইতে পারে না; অথচ অন্ন অর্থাৎ আহার ভিন্ন জীব বাঁচিতেও পারে না। অতএব

"আবেদ" ও উপাসকের সর্ব্ব প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ঐ আহার্য্য বস্তুর চিন্তা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করা এবং ঐ অন্ন-চিন্তা হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় তাওয়াক্কোল করা, অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্-তায়লার উপর অবিচলিত স্থির ও দৃঢ় নির্ভর, ভরসা, ও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মোসলমান মাত্রেরই 'তাওয়াক্কোল' করা ফরজ, কেননা, আল্লাহ-তায়লা ফরমাইতেছেন اللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ । (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তোমাদের আহারও যোগাইতেছেন)। এই আয়েৎ দ্বারায় পরিস্কার বুঝা গেল যে, তিনি যেমন জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই তাহাদের আহারও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবকে আহার প্রদান করিবেন বলিয়া দয়া করিয়া তাহার অনুজ্ঞাও জ্ঞাপন করিয়াছেন ; যথা—

* إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়লা অন্নদাতা ও তিনি অতি শক্তিশালী) এবং সেই খাদ্য বস্তু জীব মাত্রকেই বিতরণ করিবার জেম্বাদারী, অর্থাৎ দায়িত্বও, স্বয়ংই দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا (অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণী মাত্রকেই আল্লাহ্-তায়লা আহার প্রদান করিবেন) তৎপর উহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইবে বলিয়া অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং শপথও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—

* فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ * (অর্থাৎ নিজেই নিজের শপথ করিয়া ফরমাইতেছেন যে, আকাশ ও মেদিনীর পালন কর্ত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা অতি সত্য অর্থাৎ প্রাণী মাত্রকেই আমি আহার প্রদান করিব)। তৎপর আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করিবার জন্য তাওয়াক্কোলের আদেশ প্রদান করিয়াছেন যথা— وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ * (অর্থাৎ তাঁহারই উপর "তাওয়াক্কোল" অর্থাৎ নির্ব্যূঢ় ভরসা কর, যাঁহার মৃত্যু নাই)। প্রাণী মাত্রকেই আহার্য্য প্রদান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লার এই সকল আদেশ, শপথ, প্রতিশ্রুতি ও খাদ্য প্রদানের জেম্মাদার হওয়া, প্রভৃতি উক্তির প্রতি যদি কেহ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন না করে ; অথবা একবিন্দু পরিমাণও সন্দেহ করে, তবে তাহার শিরে যে কি ভীষণ বজ্র-কঠোর দণ্ড নিপতিত হইবে, তাহা ভাবিতেও ভয়ে প্রাণ বিকম্পিত ও শিহরিয়া উঠে। আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার হজরত্ (দঃ) এব্‌নে ওমরকে (রাজিঃ) ফরমাইয়াছিলেন যে, তুমি যদি সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাক, যে সময় ইমানের দৌর্ব্বল্য বশতঃ মানুষ আল্লাহ্-তায়লার উপর "তাওয়াক্কোল" না করিয়া সম্বৎসরের আহারীয় বস্তু ঘরে সঞ্চিত ও সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে তুমি কি কর ? তিনি সন্ত্রস্ত ও তটস্থভাবে বলিয়া উঠিলেন যে এয়া রছুলোল্লাহ্ (দঃ) আমি যেন তাহাদের মুখাবলোকন না করি, তজ্জন্য আল্লাহ্-তায়লার সাহায্য ও করুণা

ভিক্ষা ও প্রার্থনা করিতেছি। হাছান বাছরী (রাজীঃ) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্-তায়লার উক্তি ও শপথ বিশ্বাস করে না, তাহারা "লায়ানতি" অর্থাৎ অভিশপ্ত ও অতি পাষণ্ড।

এখন "তাওয়াক্কোলের" অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং উহা কোন স্থানে কি পরিমাণ, কি ভাবে, কতটুকু, প্রযোজ্য, তাহা বিষদ্ভাবে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। "ওকালত" বা "ভেকালাত" শব্দ হইতেই "তাওয়াক্কোল" ও "উকিল" শব্দদ্বয় বাহির হইয়াছে। কেহর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করাকে "তাওয়াক্কোল" ও ভরসাকারীকে "মোতোয়াক্কেল" ও যাহার উপর ভরসা করা হয়, তাহাকে "উকিল" বা "ভকিল" বলে। "তাওয়াক্কোলের" শব্দগত অর্থ ইহা হইলেও একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করা অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং "তাওয়াক্কোলে"র প্রকৃত ও আসল উদ্দেশ্য ও অর্থও এই যে, আল্লাহ-তায়লা ভিন্ন অন্য সমস্ত, মানুষ, ফেরেস্তা, দেবতা, উপদেবতা, জেন-পরী, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-স্থল, উদ্ভিদাদি, যজ্জাবতীয় ও সর্ব্বপ্রকার জিনিষাত ও জীব-জন্তু হইতে সামান্য একটু সাহায্য লাভের বা বল ভরসার আশাটুকু পর্য্যন্ত সমূলে মন হইতে উৎপাটিত করিয়া একমাত্র আল্লাহ্-তায়লার উপরই পূর্ণ নির্ভর, ভরসা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার উপর ভরসা করার অর্থেই

'তাওয়াক্কোল' শব্দ ব্যবহৃত হয়, অন্যের প্রতি ভরসা বা নির্ভর করাকে "তাওয়াক্কোল" বলে না, এবং তিন স্থলে বা অবস্থায় "তাওয়াক্কোল" করা অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ "ফারূজ"।

প্রথম—অদৃষ্ট বা নিয়তির স্থলে, কেননা আল্লাহ্-তায়লা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবেই হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা বা তাহা রোধ হইবে না ও হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—প্রতি কার্য্যস্থলে অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার সাহায্য ভিন্ন কোন কাজ বা কোন কিছুই করিবার উপায় বা ক্ষমতা মানবের নাই এবং তাঁহার প্রতি অবিচলিত ও পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করিয়া যে কোন সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়—অন্ন সংস্থান অর্থাৎ জীবন "ধারণোপযোগী" অন্ন প্রাপ্তি স্থলে, এবং এই স্থলে 'তাওয়াক্কোল' করা মোসলমান মাত্রেরই উপর, ফারূজ—নামাজের মতই "ফারজে-আয়েন" এবং এই স্থানে আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ "তাওয়াক্কোল" করার প্রয়োজনীয়তার বিষদ ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেশ্য, কেননা এই "রেজেক," অর্থাৎ অন্ন ও আহারীয় প্রাপ্তি স্থলে আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কোল না করিলে মানুষ মোসলমানের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যায় ও "কাফেরে" পরিণত হয়। কাজেই "রেজেক" অর্থাৎ জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য-বস্তু বা উহা ক্রয় করার পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ ও প্রাপ্ত হওয়ার বা লাভ করার স্থলে "তাওয়াক্কোল" করিতেই

হইবে। এই "রেজেক" (رزق) চারি প্রকার— (১) 'রেজেকে-মাজমুন' (رزق مضمون) (২) "রেজেকে-"মাকছুম" (رزق مقسوم) (৩) " রেজেকে-মামলুক (رزق مملوك) (৪) রেজেকে-মাওহুদ (رزق موعود)।

প্রথম—"রেজেকে-মাজমুন" অর্থাৎ যে খাদ্য-বস্তু যোগাইবার জন্য আল্লাহ্-তায়লা জামিন হইয়াছেন অর্থাৎ দয়া করিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, উহা সেই পরিমাণ আহার্য্য ও পানীয় যাহা না হইলে মানব জীবিত থাকিতে পারে না (তদ্ভিন্ন বস্ত্র কিম্বা অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় তৈজষ-পত্রাদি, গৃহ-সামগ্রী ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে) সেই পরিমিত আহার্য্য ও পানীয়। উহা খাদ্য বস্তুর দ্বারাই হউক বা নগদ টাকা পয়সার দ্বারায়ই হউক বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক, বিনাশ্রমে বিনাচেষ্টায় করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা হইতে, শুধু মানব নহে জীব মাত্রেই প্রাপ্ত হইবে, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না ও হইতে পারে না। এই স্থির বিশ্বাস ও একিনের সহিত আল্লাহ্-তায়লার উপর তাওয়াক্কোল করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর সমভাবে ফারজ নামাজের মতই "ফারজে আয়েন", "ফারজে আয়েন," "ফারজে আয়েন"। এই সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে ভূরি, ভূরি, প্রমাণ ও নিদর্শন থাকা সত্বেও অধিকন্তু নঃদোষায়েৎ রূপে তিনটী অতি সরল

যুক্তির দ্বারায়ও ইহার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা, সপ্রমাণ করিতে আমি প্রয়াস পাইব।

প্রথম যুক্তি—আল্লাহ্-তায়লা প্রভু, আমরা তাঁহার দাস। প্রভুর কাজ করা ও আদেশ পালন করা দাসের পক্ষে যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ও পাল্য; দাসের আহার যোগানও তেমনই প্রভুর পক্ষে বিধেয়।

দ্বিতীয় যুক্তি—আল্লাহ্-তায়লা জীবনকে যখন খাদ্যাধীন করিয়াছেন অথচ ঐ খাদ্য প্রাপ্তির পথ জীবকে বলিয়া দেন নাই, তখন জীবের জীবন ধারণ পরিমিত আহার্য্য আল্লাহ্-তায়লার আপনা হইতে যোগানই স্বাভাবিক।

তৃতীয় যুক্তি—দুইটী পৃথক ও বিভিন্ন শক্তির একত্র একই সময়ে, একই স্থানে সমাবেশ হওয়া যেমন অসম্ভব, একই হৃদয়কে, একই সময়ে পরস্পর বিরোধী দুইটী কাজে একত্র নিযুক্ত করা ও রাখাও তেমনই অসম্ভব, অর্থাৎ খাদ্যান্বেষণে ব্যাপৃত মানবের দ্বারায় যেমন এবাদাত্ বান্দেগী ও অন্যান্য সৎ-কার্য্যাদি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন ও নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এবাদাত্ বান্দেগীতে রত ও লিপ্ত মানবের পক্ষেও তদ্রূপ খাদ্যা-ন্বেষণে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকা চলে না। একের আরম্ভে অপরের অবসর বা একের আগমনে অপরের তিরোধান, অবধারিত ও সুনিশ্চিত। অতএব আল্লাহ্-তায়লা মানবকে যখন কেবল মাত্র এবাদাত্ বান্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেমতাবস্থায়

মানব যাহাতে নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে এবাদাত্ বান্দেগীতে লিপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য বিনাশ্রমে মানবকে প্রদান করাও আল্লাহ্-তায়লা সঙ্গত ও উচিত বোধ করিয়াছেন, যাহাতে মানব নির্ব্বিবাদে ও সর্ব্বান্তঃকরণে এবাদাত্ বান্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে।

"**দ্বিতীয় রেজেকে-মাক্ছুম**" তাহাকে বলে যাহা, "আজাল" (ازل) অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির দিনই, আল্লাহ্-তায়লা, তাঁহার "বান্দাদের খাদ্য-পেয়, বস্ত্র, ধন, জন ও অন্যান্য জিনিষাদি প্রাপ্তির পরিমাণ ও প্রাপ্তির সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, উহার একটুও ব্যতিক্রম বা এতটুকুও এদিক্ ওদিক কিছুতেই হইতে পারে না, হয় না ও হইবে না। যেমন আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে "রেজেক বণ্টন হইয়া গিয়াছে, কোন পুণ্যবানের পুণ্যেও উহা বাড়িবে না ও পাপীর পাপেও উহা কমিবে না"।

তৃতীয় "রেজেকে-মাম্লুক" তাহাকে বলে, যাহা আল্লাহ্-তায়লার আদেশ মত অদৃষ্টের নির্দ্দেশানুসারে মানব ইহকালে ভোগের জন্য যে সমস্ত জিনিষাতের স্বত্বাধিকার বা স্বামিত্ব প্রাপ্ত হয় বা স্বীয় পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টার দ্বারায় উপার্জ্জন করে, অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকার-সূত্রে যে সমস্ত ধন, সম্পত্তি পাওয়া যায়, তত্তাবত প্রত্যক্ষভাবে খাওয়া-পরা না চলিলেও, পরোক্ষভাবে চলে, যেমন ভূসম্পত্তি ও পত্নী ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রত্যক্ষভাবে ইহা খাওয়া-পরা যায় না সত্য, কিন্তু সম্পত্তির

উপস্বত্বের দ্বারায় খাওয়া, পরা ও স্ত্রীর রূপ, যৌবন, সেবা, যত্ন ইত্যাদি উপভোগ ও সম্ভোগ করা চলে।

চতুর্থ "রেজেকে-মাওয়ুদ" চুক্তি-মূলক "রেজেক" অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা স্বীয় অপার করুণাবশে তাঁহার "মোত্তাকী" অর্থাৎ পুণ্যবান বান্দাগণকে তাহাদের স্বকৃত পুণ্যের মাত্রাধিক্যতা, বা স্বল্পতানুসারে উহার বিনিময়ে (ঐ পুণ্যের বিনিময়ে) পরকালে তো অসংখ্য দান করিবেনই; তদ্ভিন্ন ইহকালেও যে অপর্য্যাপ্ত ও অপরিমিত বিত্ত, সম্পদ, সম্মান ও পুত্র, কলত্র ও পারিবারিক নানাপ্রকার সুখ, শান্তি ও ধন, জনাদি দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেই "রেজেকে-মাওয়ুদ" বলে, অর্থাৎ সর্ত্তিয়া বা চুক্তি-মূলক দান, যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তায়লার সন্তুষ্টি-লাভের জন্য "তাক্ওয়া" অবলম্বন করিবে, আল্লাহ্-তায়লা তাহাকে রক্ষা করিবেন ও মানব কল্পনাতিত স্থান হইতে তাহাকে ধন, সম্পদ প্রদান করিবেন)। উক্ত চারি প্রকার "রেজেক" ও অন্যান্য যজ্জাবতীয় বিষয়ে ও কার্য্যেই আল্লাহ্-তায়লার উপর তাওয়াক্কোল করা মোসলমান মাত্রের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু "রেজেকে-মাজমুন" ও "রেজেকে-মাক্ছুম", এই দুইটী "রেজেকে"'র স্থলে আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ "তাওয়াক্কোল" ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত না হইলে তন্মুহূর্ত্তেই সে "বে-ইমান", "মরদুদ্" ও "কাফেরে"

পরিণত হইয়া এছলামের গণ্ডির বাহির হইয়া পড়ে। "তওবা" করতঃ পুনরায় ইমান না আনিলে সে আর "মোসলমান" পদবাচ্য হইতে পারে না। যে সমস্ত উপায়ে "তাওয়াক্কোলে"র ভিত্তি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত, অধিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হয় তত্তাবতের মধ্যে নিম্নে অল্প কয়েকটী উপায়ের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে, উহা এই যে, জীবকে খাদ্য যোগান সম্পর্কে "কোরাণ শরিফে' স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লার প্রতিশ্রুতি প্রদান ও "জামিন" হওয়ার "আয়েৎ" ও তাঁহার সত্যবাদিতা ও অসীম শক্তিশালিতা ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা ও সদা সর্ব্বদা স্মরণ করিতে থাকা এবং কখনই কোন অবস্থাতেই তাঁহার ভুল-ভ্রান্তি হয় না ও হইতে পারে না ও কোন কার্য্যেই তিনি অক্ষম বা অপারগ নহেন ও তাঁহার "ওয়াদা" অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি কখনই বৃথা বা নিস্ফল হয় না ও হইতে পারেনা ও কোন কিছুই অতি সামান্য ও নগণ্য বস্তু বা কথাও তিনি বিস্মৃত হন না বা তাঁহার প্রজ্ঞা• চক্ষুকে এড়াইতে পারে না ইত্যাদি, ইত্যাদি, বিষয়ের উপর মানবের অবিচলিত স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে তখন সে আপনা হইতেই আল্লাহ্-তায়লার উপর "তাওয়াক্কোল" করিতে থাকিবে।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, কোন বিশেষ অবস্থাধীনে কোনও প্রকার "রেজেকের" জন্য পার্থিব কোনরূপ চেষ্টা বা তদ্বির করা সঙ্গত কি না? তাহার উত্তর এই যে, প্রথম "রেজেকে-মাজমুন", অর্থাৎ জীবিত থাকার উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য ও দ্বিতীয় "রেজেকে-মাকছুম' অর্থাৎ অদৃষ্ট-লিপির

নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট খাদ্য, অর্থ, বা ধনাদি। এই উভয় প্রকার অর্থাৎ ঠিক জীবন ধারণ পরিমিত রেজেক, প্রাপ্তি, লাভ বা অর্জ্জন আশায় মোসলমান মাত্রের পক্ষেই কোনপ্রকার পার্থিব চেষ্টা যত্ন করা তো বহুদূরের কথা, চেষ্টা করার ইচ্ছা, চিন্তা, বা কল্পনাও মনে উদিত হইতে পারে না, কেননা, ইহা (বাঁচিয়া থাকার পরিমাণ খাদ্যাদি) জীবের জীবন মরণের সমস্যা, আর জীবন মৃত্যুর উপর আল্লাহ্-তায়লা ভিন্ন অন্য কেহর হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ও অধিকার মাত্রও নাই, বিশেষতঃ আল্লাহ্-তায়লা বিনাসর্ত্তে স্বীয় অপার করুণাবশে স্বয়ংই যে জিনিষের জিম্মাদারী অর্থাৎ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ও বিনা চেষ্টায় বিনাশ্রমে প্রত্যেক প্রাণীকে কোন্ সময়, কোন্ স্থান হইতে, কোন্ জিনিষ, কোন্ উপায়ে কি পরিমাণ ও কি, কি ভাবে কাহার দ্বারায় কোথায় কিরূপে কতটুকু প্রদান করিবেন, তাহার প্রত্যেকটী ছোট, বড়, সমস্ত বিষয় ও কথাও যখন "লাওহ্-মাহ্ফুজে" (لوح محفوظ) বিষদভাবে লিখিয়া ও আমাদের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেকের "কেছ্মাৎ" অর্থাৎ প্রাপ্য-গণ্ডাও বণ্টন করিয়া রাখিয়াছেন, তখন ক্ষুধার অন্ন যোগাইবার জন্য, উপায়-জ্ঞানহীন ও অসমর্থ, দুর্ব্বল, অদূরদর্শী মানবের পক্ষে, নিশ্চিত প্রাপ্তি ও সফলতার নিষ্কণ্টক পুণ্যোজ্জ্বল "তাওয়াক্কোলের" সুমহান পূতঃ, পবিত্র অনায়াস-লভ্য পথ হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হইয়া অন্ন লাভের, অজ্ঞেয়, অপরিচিত, অজানিত ও অনিশ্চিত, চেষ্টা তদ্বিরের মিথ্যা,

বিফল ও কণ্টকাকীর্ণ আয়াস-সাধ্য, বন্ধুর পথে শুধুই প্রধাবিত হওয়া কি একান্তই মূর্খতা, বাতুলতা, ব্যর্থতা ও পণ্ডশ্রম নহে? হে আমার স্বধর্ম্মাবলম্বি মোস্লেম, ভ্রাতাভগিনিগণ! উত্তমরূপে জানিয়া রাখ ও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস কর, অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় যাহার "তক্‌দিরে" যে প্রাপ্য লিখা আছে তাহা সে পাইবেই পাইবে, পাইতেই হইবে। যেমন আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার হজরত (দঃ) একদিন জনৈক ভিক্ষুককে একখণ্ড রুটী দান করার সময় ফরমাইয়াছিলেন যে, "এই রুটীটি নিয়া নেও, তুমি যদি না আসিতে, তবে এই রুটীই তোমার নিকট চলিয়া যাইত"।

যদি কোন নির্ব্বোধ, এই প্রশ্ন করে যে, রেজেকের মত আমাদের যজ্জাবতীয় কাজ-কর্ম্ম, পাপ-পুণ্য "লাওহ্-মাহ্‌ফুজে" অর্থাৎ অদৃষ্ট-লিপিতে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পুণ্য ও সৎকাজ করিতে এবং পাপ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এমতাবস্থায় আমাদের কৃতকার্য্যতার দ্বারায় ঐ পাপের বা পুণ্যের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ ইতর বিশেষ হয় কি না? অর্থাৎ বাড়ে কমে কি না? তাহার উত্তর এই যে, পুণ্য ও সৎকাজ করিবার জন্য আল্লাহ্-তায়লা আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং উহা না করিলে বা পাপজনক কাজ করিলে আমাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবেন বলিয়াও আদেশ প্রচার করিয়াছেন এবং দয়া করিয়া ইহাও ঘোষণা, ও 'ওয়াদা' করিয়াছেন যে, আমরা পুণ্য ও সৎকাজ করিলে আমাদিগকে সুপ্রচুর ও অপ্রত্যাশিত পুরস্কার ও পারিতোষিকও

প্রদান করিবেন। কিন্তু "রেজেক" অর্থাৎ জীবের আহার্য্য প্রদান সম্বন্ধে যেরূপ স্বয়ং "জেম্বাদারী" গ্রহণ ও "ওয়াদা" করিয়াছেন, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে সেরূপ কোন "ওয়াদা" কোথাও কখনই করেন নাই অর্থাৎ "রেজেক" সম্বন্ধে যেমন "ওয়াদা" করিয়াছেন যে, তুমি হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পারসিক, ইহুদী, বৌদ্ধ, ইত্যাদি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ও যে কোন শ্রেণীর ও যে কোন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির জীবই হও না কেন, এবং সম্পূর্ণ অলস ও নিষ্কর্ম্ম হইয়া যে কোন নির্জ্জন বনে বা নিভৃত, বন্ধুর-পর্ব্বত-কন্দরে ও গিরি-গুহায় নীরবে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাক না কেন, তোমার জীবন ধারণোপযোগী পরিমিত খাদ্য তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনাশ্রমে, বিনা-আহ্বানে নির্ব্বিবাদে তথায় বসিয়াই তুমি পাইবে, পাইবেই পাইবে; এবং নিশ্চিতই তোমাকে উহা পাইতেই হইবে, কোন অবস্থাতেই, কোন প্রকারেই ও কোন কিছুতেই ইহার ব্যত্যয় বা অন্যথা হইবে না ও হইতে পারিবে না। পাপ-পুণ্যাদি সম্বন্ধে অপার করুণা ও মঙ্গলময় আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং ঐরূপ কোন কিছুর "জামিন" বা জিম্বাদারও হন নাই বা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন নাই; বরং পরিষ্কার ও বিস্তৃতভাবে কোরাণ শরিফের বহুস্থলে পুণ্যের জন্য স্নেহ-কোমল মধুরকণ্ঠে পুরস্কার, ও পাপের জন্য বজ্র-কঠোর তীব্র-কণ্ঠে ও গম্ভীর নির্ঘোষে তিরস্কারই ঘোষণা ও প্রচার করতঃ কোমলে-কঠোরে, সংমিশ্রিত, মিশ্র ও সর্ত্তযুক্ত ওয়াদা ও

প্রতিশ্রুতিই প্রদান করিয়াছেন। অতএবই অপরিজ্ঞাত, অদৃশ্য অদৃষ্ট-লিপির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা চলে না, তোমাকে আদেশ পালনার্থ কার্য্যে রত হইতেই হইবে এবং "তক্‌দির" অর্থাৎ অদৃষ্ট সম্বন্ধে আরও একটু অবগত হওয়া প্রয়োজন, তাহা জানা থাকিলে "রেজেক', পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সদাসৎ ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাবলী, সম্বন্ধে আল্লাহ্‌-তায়লার নির্দ্দিষ্ট "তক্‌দিরের" গুঢ়ার্থ ও মর্ম্মাদি বুঝিতে আর কোনপ্রকার কষ্ট বা বেগ পাইতে হইবে না, এবং এই বিষয়ক সমস্ত কথা ও ব্যাখ্যাই অতি সহজ ও সরলবোধ্য হইয়া পড়িবে। উহা এই "তক্‌দির" দুই প্রকার—প্রথম "মোব্‌রেম্‌ বা মাত্‌লাক"। দ্বিতীয় "মোয়াল্লাক্‌"।

প্রথম "মোব্‌রেম্‌ বা মাত্‌লাক" (এই উভয় শব্দই একার্থ জ্ঞাপক শব্দ) "তক্‌দির-মোব্‌রেম্‌" সেই অদৃষ্ট-লিপিকে বলে, যে লিপি সর্ত্তবিহীন ও অখণ্ডনীয়; যাহা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত বা খণ্ডিত হইবে না, হইতে পারে না, উহা ঘটিবেই ঘটিবে এবং ঘটিতেই হইবে—যেমন "রেজেক" ও মৃত্যু।

দ্বিতীয় তক্‌দির "মোয়াল্লাক" ইহা সর্ত্তযুক্ত অদৃষ্টলিপি; অতএবই ইহার পরিবর্ত্তন হয়। যেমন এই কয়টী পুণ্যজনক কাজ করিলে তুমি বেহেস্তে যাইতে পারিবে, উহা না করিয়া তদ্বিপরীত পাপে লিপ্ত হইলে দোজখে নিপতিত হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর তৃতীয় "রেজেকে-মাম্‌লুক্‌" ও চতুর্থ "রেজেকে-মাওয়ুদের" অর্থ পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন উহার সিদ্ধাসিদ্ধ ও ব্যবহার প্রণালী সংক্ষিপ্তভাবে শ্রবণ কর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথম দুইটী "রেজেকে-মাজমুন" ও "রেজেকে-মাক্‌ছুম" অর্থাৎ সেই পরিমাণ আহার্য্য-বস্ত্র ও শীতাতপ নিবারক গৃহ, কুড়ে, বৃক্ষ-তল বা পর্ব্বত-কন্দর বা ধন, জন, ইত্যাদি, যাহা না হইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিতে ও জীবিত থাকিতে পারে না ; মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই পরিমাণ বস্তু-সমূহ বিনা চেষ্টায়, বিনাশ্রমে মানবকে আপনা হইতে বিতরণ করিবেন বলিয়া পরম করুণাময়, দয়ার সাগর, আল্লাহ্‌-তায়লা স্বয়ং কোরাণ শরিফে অভয়বাণী ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ মোসলমান মাত্রকেই নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত-চিত্তে এবাদাত্‌ "বান্দেগী" ও জপ, তপাদিতে পূর্ণভাবে আত্ম-বিনিয়োগে লিপ্ত ও রত হইবার মহাসুযোগ ও অবসর প্রদান করতঃ কৃত-কৃতার্থ ও ধন্য করিয়াছেন। এই অতি সত্য, পাক, পবিত্র, ওয়াদার প্রতি অতি গাঢ় ও অবিচলিত স্থির ও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ একমাত্র তাঁহারই উপর ঐকান্তিক গভীরতার সহিত অটল, অচল, ভরসা ও নির্ভর অর্থাৎ তাওয়াক্কোল করার জন্য অতি দৃঢ়ভাবে আদেশও প্রদান করিয়াছেন। অতএব "রেজেকে-মাজমুন" ও "রেজেকে-মাক্‌ছুম" এই উভয় রেজেকের উপর অতি নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধতার সহিত পূর্ণ তাওয়াক্কোল স্থাপিত করিয়া অপর তৃতীয় ও চতুর্থ রেজেক

দুইটী অধিক পরিমাণে অর্থাৎ আবশ্যকাতিরিক্ত ও অতি মাত্রায় পাওয়ার ও লাভ করার জন্য আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কোল অর্থাৎ অতি দৃঢ় ভরসা ও বিশ্বাস স্থিরতর রাখিয়া ও ("আমাদের এমন কোন শক্তি, সামর্থ ক্ষমতা বা বাহু বল নাই যদ্বারা আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও সাহায্য ব্যতীত আমরা একটী কপর্দ্দক মাত্রও উপার্জ্জন করিতে বা জীবনের অতি সামান্য ও ক্ষুদ্রতম কোন একটী কাজেও সাফল্য লাভ করিতে পারি। আমাদের কাজ কেবল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করা বা বৃক্ষের বীজ বপন করা মাত্র; কিন্তু আমাদের ঐ শ্রমের সিদ্ধিদাতা ও বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন করা ও তাহাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করা বা না করা, সম্পূর্ণ ও একান্তই আল্লাহ্-তায়লার ইচ্ছা ও করুণাধীন। তিনি দয়া করিয়া উহা দিলে আমরা পাইব, না দিলে পাইব না") ইত্যাকাররূপ বিশ্বাস, দ্বিধা-শূন্যভাবে অতি দৃঢ়তার সহিত মনে পোষণ করতঃ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পুণ্য ও সত্য পথে থাকিয়া পার্থিব নিয়ম ও রিত্যানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, জমিদারী, তালুকদারী, চাকুরী ইত্যাদি যজ্জাবতীয় বৈধ কাজ ও ব্যবসা সমূহের মধ্যে যে কোন ব্যবসায় বা কার্য্যে, "শারিয়াত্" সম্মত বিধি বিধানানুরূপ, পবিত্র ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে লিপ্ত ও ব্রতী হইয়া বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও এবং ঐ উপার্জ্জিত "হালাল" পবিত্র জিনিষাত "শারিয়াত" সিদ্ধ বৈধভাবে বাহ্যিক দেহ দ্বারায় (মনের দ্বারায়

নহে) উহা ভোগে রত হইলে ও উত্তমরূপে উপভোগ করিতে থাকিলেও মন যদি ঐ সকল "হালাল"-বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত ও লোভযুক্ত না হইয়া পড়ে তবে ঐ সমস্ত "হালাল" জিনিষ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে থাকিলেও কোনপ্রকার ক্ষতি, ভয় বা আশঙ্কার কারণ ও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাবধান, অতি সাবধান, স্বীয় হৃদয় ও মনকে পার্থিব এই সমস্ত আপাত-মধুর অস্থায়ী ও লোভনীয় "ফজুল-হালাল" অর্থাৎ অনাবশ্যক, "মোবাহ্" বস্তু সমূহের উপভোগ লালসায় প্রলুব্ধ, আত্ম-বিস্মৃত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না, ও মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা, উত্তেজনা ও উন্মাদনায় আত্মহত্যার মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া চির দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লইও না; অর্থাৎ বাহ্যিক যত ইচ্ছা 'ফজুল-হালালের' জিনিষ সমূহে লিপ্ত হইতে ও উহা উপভোগ করিতে পার; কিন্তু অভ্যন্তরে-হৃদয় ও মনকে অতি সন্তর্পণে, সাবধানে ও অতি দৃঢ়তার সহিত ইহা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বিচ্ছিন্ন, পৃথক, নির্ম্মুক্ত ও নির্লিপ্ত করিয়া ও রাখিয়া স্বীয় "ইমান", "একিন" ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই হইবে, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে মন সংসার হইতে উদাসীন, চিরমুক্ত নির্লোভ ও নির্লিপ্ত আছে কি না? তাহা অবগত হইবার অতি সহজ উপায় এই যে, যে কোন আশায় নিরাশ হইলে বা যে কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিলে অর্থাৎ পূর্ণ না হইলে বা যে কোন ভাবে, যে কোন বিষয় বা কাজ-কর্ম্মে পরাজিত ও পরাস্ত হইলে তোমার মনে কোনপ্রকার ব্যথা জাগে কি না, বা মন বিন্দু পরিমাণও দুঃখিত,

বিষণ্ণ, বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ বা উচাটন হয় কি না? তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবে ও পরীক্ষা করিবে; যদি হয় তবে নিশ্চয় জানিও ও বুঝিও যে, তোমার মন সংসারে লিপ্ত, প্রলুব্ধ, কলঙ্কিত ও কলুষিত হইয়াছে, তখন তৎক্ষণাৎ সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্ব-প্রযত্নে ইহার প্রতিকারে আপ্রাণ চেষ্টায় আত্ম-বিনিয়োগ করিবে। না করিলে ইহা স্থির ও নিশ্চিত বিশ্বাস করিও যে, তোমার পতন অনিবার্য্য ও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অতি নিকটবর্ত্তী। স্থূল কথা এই যে, বাহ্যতঃ সংসারে তুমি যতই কেন লিপ্ত ও মগ্ন থাক না কেন, অন্তর যদি নির্লোভ, নির্লিপ্ত নির্ম্মল, পবিত্র ও বিশুদ্ধ থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই তোমার কোনপ্রকার ভয়, ভীতি, বা ক্ষতির আশঙ্কা ও সম্ভাবনা নাই, কেননা, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার সহিত মানবের ভিতরের অর্থাৎ হৃদয়ের পবিত্রতার সংশ্রবই সত্যিকার সংশ্রব, বাহিরের নহে। অতএব এখন যখন পরিস্কারভাবে ইহা বুঝিতে পারিলে যে আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও "তাওয়াক্কোল" স্থাপন করিয়া "শারিয়াত্" সিদ্ধ ভাবে সংসারের যে কোনপ্রকার সুখ-ভোগ, ও আরাম প্রাপ্তির আশায় যে কোনপ্রকার "হালাল" ব্যবসায় ও কাজে যথা—রোগের চিকিৎসা, ঔষধ ব্যবহার—খাদ্যের জন্য শস্য সঞ্চয়, "মোবাহ্" অর্থাৎ বৈধ ও "হালাল" সুখ বিলাসের জন্য অর্থ উপার্জ্জন কিম্বা প্রবাসে বা বিদেশে গমন কালে সঙ্গে লোকজন, খাদ্য, ও অর্থ গ্রহণ ও সংগ্রহ করণ ইত্যাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে ও প্রবৃত্ত হইলে আত্মার কোনই প্রকার ক্ষতি, অমঙ্গল,

অপকার বা আশঙ্কার কোনই সম্ভাবনা ও কারণ নাই ; কিন্তু ঐ ঔষধ, পথ্য, খাদ্য, শস্য, পাথেয়, সঙ্গীয় লোকজন ও অর্থের উপর ভরসা যেন মোটেই না থাকে ও না আসে। এক আল্লাহ্-তায়লা ভিন্ন অন্য কেহ বা কিছুরই উপর সামান্য একটুখানি ভরসার চিন্তারেখাও যেন মনে উদিত না হয় ও স্থান না পায় ও না আসে। হে! অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা! আমাকে ও আমার সমস্ত মোসলমান ভ্রাতাভগিনিগণকে, তোমার ফজল, রহম ও করমে এই পথের পথিক হইবার সৌভাগ্য প্রদান কর—আ-মী-ন।

দ্বিতীয় "তাফ্‌ভিজ" (تفویض) আত্ম-সমর্পণ অর্থাৎ প্রতি কাজের অজানিত শেষ ফলের আশঙ্কা, ভীতি ও পরিণাম চিন্তার, চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্-তায়লাকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হওয়াকে "তাফ্‌ভিজ" বলে। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল কাজের পরিণাম ফল অজানিত সেই সমস্ত কাজে আল্লাহ্-তায়লার উপর আত্ম-সমর্পণ করাকে "তাফ্‌ভিজ" বলে। এই উক্তির দ্বারায় উত্তমরূপে ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে ও বুঝা যাইতেছে যে, যে সমস্ত "ফার্‌জ", "ওয়াজেব", পাপ-পুণ্য ও সদাসৎ কার্য্যের পরিণাম ফল অর্থাৎ তিরস্কার বা পুরস্কার আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং "কোরাণ শরিফে" বা তাঁহার অতি প্রিয় "রছুল" মহামান্য হজরত্ (দঃ) দ্বারায় "হাদিছ শরিফে" পরিস্কারভাবে আমা-দিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকার ইহ ও পারলৌকিক যজ্জাবতীয় ছোট বড়, সমস্ত 'নফল' ও 'মোবাহ',

কাজ সমূহে "তাফ্ভিজ" করতঃ আত্মরক্ষা করা, তাঁহাদের পক্ষে "ফার্জ" ও অবশ্য কর্ত্তব্য ; যাঁহারা ইহ-পরকালে নিষ্কণ্টক ও অনাবিল সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য উপভোগ করিতে ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে একান্ত সমুৎসুক। অবশ্য "তাফ্ভিজ"-কারীর অলস ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা চলিবে না, কাজ করিতে হইবে ও বাহ্যতঃ সংসারে অবস্থানও করিতে ও লিপ্তও হইতে হইবে ; কিন্তু ঐ কাজের ফলাফলের জন্য মনকে কখনই মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত, উৎকণ্ঠিত বা লিপ্ত করিবে না এবং বিশুদ্ধভাবে "তাফ্ভিজ" করিতে পারিলে আল্লাহ্-তায়লার 'ফজলে' উৎকণ্ঠার কোন কারণই ঘটিবে না ও ঘটিতে পারিবে না। 'কোরাণ শরিফ' ও 'হাদিছ শরিফের' বর্ণিত 'ফার্জ' ও 'ওয়াজেব' 'হালাল' 'হারাম' কার্য্যাদিতে 'তাফ্ভিজ' অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ না করার কারণ এই যে, উক্ত কার্য্য-সমূহ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় করিতেই হইবে। তাহা না করিলে দণ্ডের ব্যবস্থাও পরিস্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কার্য্যাদি করা ও না করার ফল সুপ্রকাশ্য ও অতি সুস্পষ্ট। আর আত্ম-সমর্পণ করা সেই স্থলেই বিশেষ কার্য্যকরী, যে সকল স্থলে কার্য্যের শেষ ফল অপরিজ্ঞাত। অতএবই প্রথমোক্ত স্থলে আত্ম-সমর্পণ করা নিরর্থক, কেননা, ঐ স্থলে আত্ম-সমর্পণ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকা তো চলিবেই না কোরাণ ও হাদিছ শরিফোক্ত নিষেধ-বিধি, অতি অবশ্য মান্য ও পালন করিতেই হইবে ; কাজেই ঐ স্থলে আত্ম-সমর্পণ না করিলেও চলে!

তৃতীয় "কাজা" (قضا) বহু পূর্ব্বের লিখিত "তাক্‌দির" অর্থাৎ অদৃষ্ট-লিপির, লিখনানুরূপ সুখ, দুঃখ, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের, ভোগ আরম্ভ হওয়াকে "কাজা" বলে, অর্থাৎ "তাক্‌দির" ও "কাজার" মধ্যে প্রভেদ এই যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখা হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে "তাক্‌দির" ও সেই লিখা মত যখন কাজ আরম্ভ হয় ও ফলিতে থাকে, অর্থাৎ মানবের গোচরিভূত, সুপ্রকাশিত, ও বিকশিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে "কাজা" বলে এবং এই জন্য অনেকে "কাজা ও "কাদার" শব্দ এক সঙ্গে একত্র ব্যবহার করেন। এই "কাদার" ও "কাজার" শব্দের বাংলা ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে যথা— "অদৃষ্টের পরিহাস ও সুহাস" বা "নিয়তির পুরস্কার ও তিরস্কার" বা "অদৃষ্ট ও তাহার বিকাশ" বা "অগোচর ও সগোচর অদৃষ্ট" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই "কাজা" অর্থাৎ নিয়তি সুখের বা দুঃখের, আরাম-দায়ক বা পীড়া-দায়ক "সৌভাগ্য-সূচক বা দুর্ভাগ্য দ্যোতক" বা "আনন্দপূর্ণ বা নিরানন্দময়" যাহাই কেন হউক না, উহার প্রতি মানব মাত্রেরই সন্তুষ্ট ও শান্ত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা অসন্তুষ্ট হইলে নিজের মনকেই কেবল অশান্ত ও অসুখী করিয়া তুলিয়া স্বীয় মানসিক ও দৈহিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য আহ্বান ও অপকার ও ক্ষতি করা ভিন্ন অন্য কোন-প্রকার তিল পরিমাণ উপকারের প্রত্যাশাও যখন নাই তখন সন্তুষ্ট-চিত্তে "মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান ও মঙ্গল ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হউক বলিয়া" ঐ "কাজাকে" সসম্মানে সাহ্লাদে নির্ব্বিকারচিত্তে,

আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লওয়াই কি অতি সঙ্গত ও সমীচীন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে ? সন্তোষের সহিত এই "কাজাকে" গ্রহণ করা বা না করার মধ্যে যত প্রকার উপকার বা অপকারের সম্ভাবনা আছে নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে যথা ঃ—

অবুঝ শিশু-রোগীর রোগ নিরাময় জন্য তাহার করুণাময় পিতামাতা যখন তাহাকে নানাপ্রকার তিক্ত, কষায় ও কটু ঔষধ সমূহ সেবন করাইয়া ও নিয়মিত আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া তাহাকে বাহ্যিক কষ্ট প্রদান করেন, তখন শিশুও স্বীয় বুদ্ধির অপরিপক্কতা, চাপল্য ও অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরই মনে করিয়া লয়, সেইরূপ অপার করুণা ও মঙ্গলময় আল্লাহ্-তায়লা আমাদের স্থায়ী ও সত্য মঙ্গল উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য বাহ্যিক সামান্য একটু কষ্ট প্রদান করেন মাত্র ; আমরাও ঐ অবোধ শিশুরই মত ভ্রান্তি, অজ্ঞানতা ও পার্থিব মোহবশে সেই মহোপকারী পরম মঙ্গলকর দানকে কষ্ট ও দুঃখকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সত্যিকার দুঃখ ও কষ্টকেই বরণ করতঃ "এবাদাতের" পুণ্যোজ্জ্বল, সত্য, সরল পথ হইতে বিচ্যুত ও বিপথে পরিচালিত হইয়া নিজেকে নিজেই ধ্বংশের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকি ; শুধু ইহাই নহে, এই "কাজাকে" সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ না করিলে বিপদের আশঙ্কাও অল্প নহে। এ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক উদাহরণ এস্থলে সঙ্কলন করা যাইতেছে। (পুরাকালে জনৈক পায়গাম্বার পার্থিব বিপদে পতিত

হইয়া আল্লাহ্-তায়লার নিকট অনুযোগ করায় এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, "তুমি আমাকে 'খোদায়ী'—অর্থাৎ ঈশ্বরকে, ঈশ্বরত্ব, সৃষ্টি-কর্ত্তাকে সৃষ্টি-তত্ত্ব, স্বয়ং কর্ত্তাকে কর্তৃত্ব শিখাইতে চাও? তুমি কি চাও যে পার্থিব কাজ সমূহ আমার ইচ্ছা মত—লিখিত "লাওহ্-মাহফুজের" নির্দ্দেশানুরূপ না হইয়া তোমার সুখ-সুবিধা ও ইচ্ছামত হয় ও আমারই সৃজিত ও আমারই প্রদত্ত "কাজা"-জনিত বিপদ ও আপৎপাতে তুমি সুখী, রাজী ও সন্তুষ্ট নহ? আমাপেক্ষা তুমি কি বেশী জ্ঞানী? তোমার ভালমন্দ আমার অপেক্ষা তুমি কি অধিক জান? সাবধান! দ্বিতীয়বার এইরূপ অনুযোগের প্রবৃত্তিও যদি তোমার মনে জাগে বা উদয় হয় তবে তৎক্ষণাৎ তোমার এই পায়গাম্বারী পদ কাড়িয়া লইয়া সাধারণ অপরাধীরই ন্যায় তোমাকে নরকে নিক্ষেপ করিব)। অতএব সন্তুষ্ট-চিত্তে "কাজাকে" বরণ না করিলে পায়গাম্বারগণের প্রতিই যদি এইরূপ শাসন-বাক্য প্রয়োগ বা দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, তবে সে তুলনায় আমাদের দণ্ডের প্রচুরতা, শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ যে কত অধিক ও ভীষণ হইতে পারে তাহা তো সহজেই অনুমেয়। এখন "কাজার" রকম ভেদ জানা দরকার। "কাজা" চারিপ্রকার—(১) সুখ, সৌভাগ্য, সম্পদ। (২) দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও বিপদ। (৩) পুণ্য, সত্য, উত্তম। (৪) পাপ, অসত্য, অধম। এই "কাজা" অর্থাৎ অদৃষ্ট-লিপির লিখা ও ব্যবস্থানুযায়ী বিকাশ চতুষ্টয়কেই সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে; কেননা, এ সমস্তই যে সেই দয়াল মুনিব, মঙ্গলময় আল্লাহ্-

তায়লারই প্রদত্ত "দান"—তবে গ্রহণের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ; যথা—প্রথম ও তৃতীয়, ইহা মানব মাত্রেরই বাঞ্ছিত এবং প্রায় লোকেই ইহার স্থায়িত্ব ও আধিক্য কামনা করে। আল্লাহ্-তায়লার "কাজার" নির্দ্দেশ মত এই উভয় জিনিষ যে পরিমাণই প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ পাইলেও যে পরিমাণ, কম পাইলেও সেই পরিমাণ সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ও তজ্জন্য স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লা ও যাহার দ্বারায় উহা তিনি প্রদান করান সেই উপকারী ব্যক্তির অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও শোকরিয়া অর্থাৎ ধন্যবাদ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, আল্লাহ্-তায়লা প্রায়শঃই কোন কাজ স্বয়ং স্বহস্তে করেন না ; নিজে পরোক্ষে থাকিয়া প্রত্যক্ষে এক জনের দ্বারায়ই অন্য জনের কাজ করান, অবশ্য কখন কখন মধ্যবর্ত্তী লোক না রাখিয়া স্বয়ংও করেন ; কিন্তু উহা কদাচিৎ ও অতি বিরল। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকার, বিপদপূর্ণ "কাজাকেও" উক্তরূপভাবে কৃতজ্ঞতা, ও আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু উহা মন্দ ও বিপদপূর্ণ বলিয়া নহে,—বরং উহা দয়াময় প্রভু আল্লাহ্-তায়লার দান বলিয়া ; কেননা আল্লাহ্-তায়লা মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য করেন, এবং ঐ বিপদকে অতি ধৈর্য্যের সহিত বরণ করিয়া লইয়া সেই বিপন্মুক্তির জন্য সেই বিপদ-বারণ আল্লাহ্-তায়লারই শরণ লইতে হইবে ও উহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহারই নিকট কান্নাকাটা করিতে হইবে,

তজ্জন্য অধৈর্য্য, অধীর, ত্যক্ত-বিরক্ত, বা অসুখী হইলে চলিবে না, এবং ঐ বিপদাপদের জন্য "কাজার" উপর অসন্তুষ্ট হইলে বিপদ তো কমিবেই না বরং বাড়িয়াই চলিবে এবং যে মানুষ ঐ বিপদপূর্ণ "কাজার" নিমিত্ত-স্বরূপ হইবে, প্রথম ও তৃতীয় "কাজার" ন্যায়, তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে না পারিলেও সে শুধু নিমিত্তের ভাগী বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমা করিতে না পারিলে ঠিক "শারিয়াত্" সম্মতভাবে প্রতিকারের প্রয়াস পাইতে পারে ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা সামান্য একটুও যদি অধিক অগ্রসর হয়, তবে নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, সে মুখে যাহাই বলুক না কেন, তাহার মন কিন্তু এই "কাজাকে" সন্তোষের সহিত গ্রহণ করে নাই, ও বরণ করিয়া লয় নাই, এবং এই বিপদের নিয়ন্তা ও শ্রষ্টাকে সে মানুষ বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছে,—আল্লাহ্-তায়লা বলিয়া বিশ্বাস করে নাই। স্থূল কথা **"পুণ্য ও সুখ সম্পদপূর্ণ কাজা", ও "পাপ দুঃখ ও বিপদপূর্ণ কাজা"**, এই উভয়বিধ কাজাকে সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লওয়ার মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে প্রথমোক্তটী পুণ্য ও সুখজনক, ও দ্বিতীয়টী পাপ ও দুঃখদায়ক বলিয়া নহে,—বরং এইজন্য যে ইহা সমস্তই সেই মঙ্গলময় একই আল্লাহ্-তায়লার দ্বারায়, সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত বলিয়া। কেহ যেন এ ভ্রম না করেন যে, পুণ্যের মত পাপকেও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ও বরণ করতঃ তাহাতেই মগ্ন হইতে ও মজিয়া থাকিতে হইবে, তাহা কিন্তু নিশ্চিতই নহে ; যাহা

পাপ তাহা চিরদিনই পাপ ও ঘৃণ্য, ও উহা অতি অবশ্য পরিত্যাজ্য ও পরিবর্জ্জনীয়, এবং বিপদ চিরদিনই বিপদ। লোক কখনই বিপদ ও পাপের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা করে না, কিন্তু হঠাৎ যদি ঘটিয়া পড়ে তবে লোকে তাহা হইতে পরিত্রাণেরই চেষ্টা পায়। আমার লিখার উদ্দেশ্যও তাহাই, অর্থাৎ পাপ ও বিপদে ধৈর্য্যহারা হইয়া অভিসম্পাৎ বা কোনপ্রকার অন্যায়াচরণ ও অতিশয়োক্তি করিও না, কেননা পাপ ও বিপদের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিয়ন্তা ও নির্ম্মাতাও যে স্বয়ং তিনিই অর্থাৎ সেই একই দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা। যথা—কুদর্শন ও কদাকার মৃৎভাণ্ড বা পাত্রের নিন্দা ও গ্লানি করিলে বা গালাগাল দিলে তাহা যেমন তন্নির্ম্মাতা—কুম্ভকারেই বর্ত্তে ভাণ্ডের কোনও অপমান বা অপচয় হয় না; ইহাও যে তেমনই এবং অবিকল তাহাই। অতএব অতি দৃঢ়তার সহিত পাপকে বর্জ্জন ও উহা হইতে সন্তর্পণে দূরে অবস্থান করিবার শক্তি, ও অতি ধৈর্য্যের সহিত বিপদকে বরণ করিয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায়, ধীর স্থির ও অবিচলিত চিত্তে সেই মঙ্গলময়ের নিকটই প্রার্থনা করিতে থাকিবে। কোন অবস্থাতেই উৎক্ষিপ্ত, অধৈর্য্য, বিচলিত ও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় সন্দিগ্ধ বা সন্দিহান হইবে না, ও নিজকে উত্যক্ত বা উৎপীড়িত বা অসুখী-বোধ বা জ্ঞান করিবে না। মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্যে পূর্ণ বিশ্বাস-দৃঢ়, ও স্থিরতর রাখিবে, রাখিবেই রাখিবে, এবং রাখিতেই হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা করিবে না।

চতুর্থ ছাবার (صبر) ধৈর্য্য, অর্থাৎ কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদে বিচলিত, ম্রিয়মাণ, নিরুৎসাহ ও ক্ষুব্ধ না হইয়া দৃঢ়পদে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ মানব জীবনের কর্ত্তব্যসমূহ সোৎসাহে, নির্ব্বিকারচিত্তে, পালন করা। "আপদ-বিপদে, সুখে-দুঃখে, বা রোগে-শোকে মুহ্যমান" ও অধীর হওয়াটা মানবের এবাদাত্ বান্দেগী ও অন্যান্য যজ্জাবতীয় কাজ ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষেই একটী প্রবল বাধা ও বিষম অন্তরায় স্বরূপ। এই বাধা অপসারণ করিতে না পারিলে এবাদাত্ বান্দেগী ও অন্যান্য কর্ত্তব্য-নিচয় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে ও সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং উহা অপসারণের একমাত্র পন্থা ও উপায় "**ছাবার**", অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা। অতএব মানবমাত্রের পক্ষেই যে কোনপ্রকার আপদে-বিপদে ও দুঃখে-কষ্টে ও রোগে-শোকে "ছাবার" করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় হইলেও আবেদের পক্ষে উহা "ফার্জে-আয়েনের" তুল্য। "ছাবের" অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল না হইলে সে কিছুতেই এবাদাত্ বান্দেগীতে লিপ্ত হইতে পারে না, কেননা ওজুর কষ্ট, রাত্রি জাগরণের কষ্ট, উপবাসের কষ্ট, ইত্যাদি, ইত্যাদি, স্বীকার না করিলে সে কিরূপে সাধন-ভজন ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। কোন ধর্ম্মেই এমন কোন এবাদাত্ বান্দেগী, সাধন-ভজন বা উপাসনা নাই, যাহা করিতে সামান্য একটু কষ্ট ও বেগ পাইতে, ও ত্যাগ স্বীকার করিতে না হয়? তদুপরি সংসারে অবস্থান ও জীবন-যাপন করিতে গেলে সর্ব্বদা নানাপ্রকার দৈহিক,

মানসিক, আর্থিক ও রোগ-শোক, আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিরও সম্মুখীন হইতে হয়; এমতাবস্থায় যদি একটু "ছাবার" করিতে,—ধৈর্য্য ধরিতে না শিখে ও না পারে, তবে তাহার জীবন ধারণই বিড়ম্বনা ও বৃথা হইয়া পড়ে, এবং ঐরূপ অধৈর্য্য ও অসংযমী লোকের দ্বারায় পৃথিবীর বৃহৎ কোন কাজ হওয়া তো বহুদূরের কথা, অতি ছোট খাট ও ক্ষুদ্রতম কোন একটী কাজও সুসম্পন্ন হইতে পারে না ও হয় না। শ্রেষ্ঠ "আবেদ" ও "ছুফি"-মণ্ডলী বলিয়াছেন যে, বাহিরের আপদ-বিপদ ও কষ্টে "ছাবার" করা অপেক্ষা এবাদাত্ বান্দেগীর কষ্টের উপর "ছাবার" করা সমধিক কঠিন ও আয়াস-সাধ্য, কেননা, "নাফ্ছ" বাহিরের কোন একটী বৃহৎ আপদ-বিপদে যত সত্বর ও সহজে "ছাবার করিতে প্রস্তুত হয়; এবাদাতের জন্য তদপেক্ষা বহু-গুণে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতম কষ্টও তত সহজে স্বীকার করিতে, অগ্রসর বা রাজী হইতে চাহে না এবং এই জন্যই এবাদাতু বান্দেগী, ইত্যাদিতে কষ্ট-সহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, স্থির-সঙ্কল্প, ব্যক্তিগণের পক্ষে নানাবিধ ও বহুপ্রকার পুরস্কার ও সুখ-সৌভাগ্য প্রাপ্তির বিষয় "শারিয়াতে" বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং "ছাবের" হইতে না পারিলে অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল না হইলে ইহ ও পরকালের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে না; বিশেষতঃ ছুফি ও শ্রেষ্ঠ সাধকগণের পক্ষে "ছাবার" করা অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল হওয়া একটী বাধ্যকর সর্ত্ত। যেমন হজরত্ ফোজেল আয়াজ (রহঃ) বলিয়াছেন, যাহারা এই পথের

পথিক হইতে চান তাহাদের পক্ষে প্রথমেই (১) শ্বেত-মৃত্যু, অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করা। (২) কৃষ্ণ-মৃত্যু অর্থাৎ অন্যের সম্মুখে ও জন-সমাজে নিজকে হেয় ও অতি মন্দ বলিয়া দাঁড় করান। (৩) রক্ত-মৃত্যু অর্থাৎ মনে-প্রাণে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করা। (৪) সবুজ-মৃত্যু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদ দুঃখ-দৈন্য ও কষ্টকে সন্তুষ্ট-চিত্তে বরণ করিয়া লওয়া। এই চারি প্রকার মৃত্যুকে অতি অবশ্য বরণ করিয়া লইতে হইবে, এবং যে কোনপ্রকার বিপদ আপদই কেন হউক না উহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এই "ছাবার" যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন যথা—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

(অর্থাৎ ছাবারের সহিত যে তাক্ওয়া করিবে আল্লাহ্-তায়লা তাহাকে সর্ব্ব বিপদে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, ও প্রচুর রেজেক প্রদান করিবেন)। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার উপায়ও এই ছাবার যথা— * فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ * (অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কেননা শেষ জয় মোত্তাকিগণই লাভ করিবে)। স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়ও এই ছাবার যথা—

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا *

(অর্থাৎ বানি এছরাইলগণ ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারায় আল্লাহ্-তায়লার করুণা ও দয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল)। তৎপর জনসমাজের অগ্রণী

হওয়ার ও আল্লাহ্‌-তায়লার প্রিয়পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার শক্তি লাভের উপায়ও এই ছাবার, যথা—

* وجعلنهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا (অর্থাৎ যখন ইহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন তখন আমি ইহাদিগকে জন-সমাজের নেতৃত্ব-পদ প্রদান করিলাম)। আল্লাহ্‌-তায়লাকে সন্তুষ্ট করিবার উপায়ও এই ছাবার যথা— * انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب (অর্থাৎ আইয়ুব (দঃ) পায়গাম্বার ছাবার করার জন্যই আমার আদরণীয় ও পুণ্যবান হইতে পারিয়াছে)। আল্লাহ্‌-তায়লার সন্তোষজনক বার্ত্তা অর্থাৎ খোস-খবরি লাভের উপায়ও এই ছাবার যথা—

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * (অর্থাৎ যাহারা বিপদে পতিত হইয়া ছাবার করে, বিচলিত হয় না ও বলে যে, আমিও আল্লাহ্‌-তায়লার এবং তাঁহারই নিকট আমাদের সমস্তকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাদিগকে সুসংবাদ অর্থাৎ বেহেস্তে প্রবেশের আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন কর)। আল্লাহ্‌-তালার বন্ধুত্ব, যাহা মানবের চরম ও পরম সৌভাগ্যের জিনিষ তাহাও লাভের উপায় এই ছাবার যথা—ان الله يحب الصابرين (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্‌-তায়লা ভালবাসেন)। বেহেস্তের শ্রেষ্ঠ আসন লাভের উপায়ও এই ছাবার যথা—

* اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا * (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণকে বেহেস্তের শ্রেষ্ঠ ও সমুচ্চ প্রাসাদ প্রদান করা হইবে) এবং শ্রেষ্ঠ সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলেও এই ছাবারের প্রয়োজন যথা—سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিই "ছালামাতির" অর্থাৎ নিরাপদতার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়)। আল্লাহ্-তায়লা হইতে অসংখ্য, অগণিত ও অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রাপ্তির উপায়ও এই ছাবার যথা—

* اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধৈর্য্যের বিনিময়ে অসংখ্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে)। অতএব সামান্য একটু সময়ের ছাবারে ইহ ও পরকালের এতগুলিন সুখ, সম্পদ ও শান্তি যখন অতি সহজে লাভ করা যায়, তখন মানব মাত্রের পক্ষেই কি ইহা অতি দৃঢ়তার সহিত পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয় নহে ? পক্ষান্তরে ছাবার না করিলে অর্থাৎ অধৈর্য্য ও অধীর হইলে, আপদ-বিপদ, দুঃখ-দুর্দ্দশাদি নিবারিত ও রুদ্ধ তো হইবেই না বরং আল্লাহ্-তায়লার কোপ, রোষ, ক্রোধ, বর্দ্ধিত করিয়া, বিপদের উপর বিপদ, সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশকেই ডাকিয়া আনিয়া দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের চরমে উপনীত হওত আত্মনাশের পথকেই প্রশস্ত ও পরিসর করা হইবে। এই স্থলে (১) "তাওয়াক্কোল", (২) "তাফ্‌ভিজ", (৩) "রাজা", (৪) "ছাবার", সম্বন্ধে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় কথা ও সূক্ষ্ম-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতেছি। অতি

মনোযোগ ও একাগ্রতার সহিত স্থির, ধীর-চিত্তে, উহা শ্রবণ কর ও করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার করুণা ও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া তদ্বৎ কাজে প্রাণপণে লিপ্ত ও প্রবৃত্ত হও।

প্রথম "তাওয়াক্কোল" সম্বন্ধে—চারিটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব শ্রবণ কর। **প্রথম তত্ত্ব**—তুমি বিশেষভাবে বুঝিয়া দেখ যে, জনৈক নগণ্য লোকেও যদি তোমাকে এক সন্ধ্যা আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে, তবে তুমি সেই নগণ্য লোকটীর কথাও বিশ্বাস করিয়া সেই সন্ধ্যার আহারের জন্য নিশ্চিন্ত হও ও বাড়ীতে পাক করিতে নিষেধ করিয়া দাও। আর এদিকে আল্লাহ্-তায়লা তোমার জীবন ধারণোপযোগী "রেজেকের" অর্থাৎ খাদ্যের জন্য স্বয়ং "কোরাণ শরীফে" তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ও জামিন হইয়াছেন, এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহ্-তায়লার উপর "তাওয়াক্কোল" না করিয়া আহারান্বেষণে যদি বাহির হও, তবে তোমার সেই কার্য্যের দ্বারায় ইহাই কি প্রতিপন্ন ও সূচিত হয় না যে, তুমি আল্লাহ্-তায়লার অঙ্গীকারের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই এবং এই অবিশ্বাসের পরিণাম ফল যে কিরূপ ভীষণতম, সাঙ্ঘাতিক ও কঠোর হইতে পারে ও হওয়া সম্ভব তাহা তো সহজেই অনুমেয়; এবং এই অন্নদান স্থলের "তাওয়াক্কোল" সম্বন্ধেই আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন যথা—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ * (অর্থাৎ যদি তুমি ইমানদার মোসলমান হও তবে আল্লাহ্-তায়লার উপর তাওয়াক্কোল অর্থাৎ

ভরসা ও নির্ভর কর অর্থাৎ রেজেক সম্বন্ধে যাহারা আমার উপর তাওয়াক্কোল করে না, তাহারা "মোমেন' পদবাচ্য নহে, "বে-ইমান',)।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—"রেজেক" সম্বন্ধে এদিক দিয়া চিন্তা করিয়াও তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতে পার যে, আমার ভাগ্যের প্রাপ্য 'রেজেক' তো আল্লাহ্-তায়লা "আজালের" দিবসেই নির্দ্দিষ্ট ও বণ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং বিশেষ কারণে যে কয়েক স্থলে উহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ং কোরাণ শরিফে ও তাঁহার প্রিয় পায়গাম্বার আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) এর জবানী 'হাদিছ শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কয়েক স্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলেই কোনরূপেই উহার পরিবর্ত্তন হইবে না ও হইতে পারে না। তবে কেন আমি আহারান্বেষণের মিথ্যা ও বৃথাশ্রমে দেহপাত ও জীবনের সার বস্তু 'ইমানকে' বিলুপ্ত ও বিনষ্ট করতঃ আত্মহত্যার মহাপাতকে লিপ্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া জীবনকে নরকের বিষময় ফুলে-ফলে সুসজ্জিত করিতে ব্রতী হইয়াছি ও হইতেছি।

তৃতীয় তত্ত্ব—"রেজেক" জীবিতের জন্য প্রয়োজনীয়, মৃত ব্যক্তির জন্য নহে। অতএব জীবিতের জীবন রক্ষার জন্যই আহারের প্রয়োজন ; কিন্তু সেই জীবনই যখন আল্লাহ্-তায়লার হাতে, এবং আয়ুহীন ব্যক্তিকে শত সহস্র মণ আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করাইলেও যখন জীবিত রাখিতে পারা যায় না ও যাইবে না, তখন আহার অন্বেষণে অযথা সময়ের অপব্যয় করতঃ

আল্লাহ্-তায়লার কোপ, রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া কেন নিজের পায় নিজেই কুঠার আঘাৎ করিতেছি।

চতুর্থ তত্ত্ব—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আল্লাহ্-তায়লা বান্দার সেই পরিমাণ রেজেকের জন্য জামিন হইয়াছেন, যাহা না হইলে মানুষ জীবিত থাকিতে বা এবাদাত্ বান্দেগী করিতে পারে না, উহা উপাদেয়, সুস্বাদু খাদ্য-সামগ্রী দ্বারাই হউক, বা ফলমূল, লতাপাতা বা অন্য কোনপ্রকার বস্তুর দারায়ই হউক, বা 'ফেরেস্তা'দের ন্যায় 'তছবিহ্' 'তাহ্লিল' ও আল্লাহ্-তায়লার নাম জপ ও গুণ-গান বা অন্য যে কোন উপায় দ্বারায়ই হউক, মোট কথা "বান্দা" বিনাশ্রমে বিনাকষ্টে ও বিনা-চেষ্টায় আল্লাহ্-তায়লা হইতে এমন কিছু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেই হইবে, যদ্বারা মানবের জীবন ও এবাদাতের শক্তি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিবেই থাকিবে, কোন অবস্থাতেই, কিছুতেই, ইহার অন্যথা বা ব্যাভিচার হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না। অতএব সাবধান, অতি সাবধান, আল্লাহ্-তায়লার প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, ও "কোদ্রাতের" উপর ভ্রমেও সন্দিহান হইও না, এবং আহার অভাবেও মানুষ বাঁচিতে বা জীবিত থাকিতে পারে, ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও অবাক হইও না; কেননা, তোমার চক্ষুর সম্মুখে তুমি সদাসর্ব্বদা শত, শত, অতি ক্ষীণকায়-জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্ব্বল রোগিগণকে দেখিতেছ যে, দশ পনের বা ইহাপেক্ষাও বেশী দিন শুধু জল বা ঔষধ পান করিয়াই, জীবিত থাকিতেছে, সে তুলনায় সুস্থ

ও সবল দেহধারীর পক্ষে দুই একদিন সম্পূর্ণ উপবাসী হইয়াও জীবিত ও সবল থাকা কি, বেশী আশ্চর্য্যজনক? নিশ্চয়ই নহে। এই আলোচনার এক উদ্দেশ্য এই যে, আহারের সার্থকতা, ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা। খাওয়ার উদ্দেশ্য বাঁচিয়া থাকা ও এবাদাত্ করিবার শক্তি সঞ্চয় করা, তদ্ভিন্ন, স্বীয় লোভ ও বাসনা চরিতার্থ, বা খাদ্য বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করা, খাওয়ার উদ্দেশ্য মোটেই নহে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, পরিষ্কার ও উত্তমরূপে, হৃদয়ঙ্গম করান যে, আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণভরসাকারী ও অতি দৃঢ় "তাওয়াক্কোলওয়ালা" হইয়াও যদি কাহারও খাদ্য প্রাপ্তির পার্থিব উপায় ও প্রণালী সমূহ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া যায় ও অনাহারে ও উপবাস-জনিত শারীরিক বলের কোনপ্রকার হ্রাসতা ও লঘুতা অনুভূত না হয়, অর্থাৎ এবাদাত্ বান্দেগীর শক্তি যদি অটুট, ও অব্যাহত থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন; অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা একান্ত করুণা করিয়া তাঁহাকে খাওয়ার ঝঞ্ঝাট ও দীনতা, হীনতা হইতে রক্ষা ও মুক্তি দান করতঃ অতি উচ্চ ও বহু সম্মানার্হ ফেরেস্তা পদবীর সমকক্ষ পদবীতে উন্নিত ও সমাসীন করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এই সৌভাগ্য একমাত্র অতি দৃঢ় ও বিশুদ্ধ "তাওয়াক্কোল"কারীর ভাগ্যেই লাভ হইতে পারে। এবং "তাওয়াক্কোল" ভিন্ন, কোনপ্রকার এবাদাত্ বান্দেগীই

পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইতে বা সফলতা লাভ করিতে পারে না এবং "তাওয়াক্কোলের" সমগ্র গুণাবলী, প্রশংসাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করিতে হইলে এইরূপ বহুখণ্ড পুস্তকের আবশ্যক। অতএব এই সামান্য কয়েকটী উপকারিতা ও গুণাবলী কীর্ত্তন দ্বারাই আমাকে ইহার পরিসমাপ্তি করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় "তাফ্‌ভিজ"—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত ও অর্পণ করিতে পারিলে সে কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য কার্য্যার্পণ-কারীর, আর কোনরূপ মাথা ঘামাইতে বা অন্য কোন প্রকার বেগ পাইতে কি অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। সেইরূপ সমস্ত পৃথিবী ও সর্ব্বকার্য্যের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, কর্ত্তা, সর্ব্বকার্য্য-বিষারদ, সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান, অপার করুণাময়,—প্রবল-প্রতাপ, আল্লাহ্-তায়লাকে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও গভীর আন্তরিকতার সহিত আত্ম-নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে ইহ ও পরকালের নিমিত্ত তাহার আর কোনপ্রকার 'উদ্বেগ, ভয়, ভীতি আত্ম বা কার্য্যনাশের, বা কোন কিছুর ক্ষতি বা অপচয়ের আশঙ্কাই আর থাকিতে পারে না, ও কোনপ্রকার চিন্তা, উদ্বেগ ও অশান্তি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; বরং তখন সে সুখ,—সৌভাগ্য-পূর্ণ শান্তিময় নিশ্চিন্ত জীবন নির্ব্বিবাদে যাপন ও অতিবাহন করিতেই বাধ্য হইবে, চেষ্টা করিয়াও

সে আর অশান্তি, উদ্বেগ, ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি বা দুঃখ কষ্ট, দুর্দ্দশা আনয়ন করিতে পারিবে না।

তৃতীয় "রাজা" (رضا) "রাজার" অর্থ রাজী হওয়া, স্বীকার করা; এস্থলে, "রাজার" অর্থ, আল্লাহ্-তায়লার "কাজার" উপর রাজী হওয়া অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া নেওয়া (গ্রহণ ও বরণ করা)। "কাজার" অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অদৃষ্ট-লিপির লিখানুযায়ী কাজ-সমূহ (সুখ-দুঃখ যাহাই কেন হউক না) যখন ফলিতে থাকে, তাহাকে "কাজা" বলে। 'সেই কাজাকে' সাদরে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া নেওয়াকে "রাজা" বলে; অতএব 'রাজা' বা "কাজার" বাংলা অর্থ বা ব্যাখা এই হইবে যে, "অদৃষ্ট-লিপির নির্দ্দিষ্ট বিধান সমূহকে দ্বিধাশূন্য-ভাবে মানিয়া নেওয়া "বা নিয়তির কার্য্যাবলী বিনা প্রতিবাদে সন্তোষের সহিত স্বীকার ও গ্রহণ করা"। এই "রাজাকে" সানন্দচিত্তে গ্রহণ না করিলে অর্থাৎ অস্বীকার করিলে দুইটী ভীষণ বিপদে পতিত হওয়াও যেমন অবধারিত, তেমনই আবার ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া সাদরে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লইলে দুইটী অত্যুত্তম শুভকরী ও মঙ্গলদায়ক ফল লাভও সুনিশ্চিত। **প্রথম** বিপদ এই যে, বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়, উহা মানবের শত সহস্র চেষ্টায়, ক্রন্দনে, অসন্তুষ্টি, অস্বীকৃতি, ও বিরক্তিতে বা কোন কিছুতেই খণ্ডিবে না, ও খণ্ডিতে পারে না। তবে কেন উহাকে সন্তোষের সহিত গ্রহণ না করিয়া নিরর্থক মনের, ক্ষোভ,

রোষ, দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাদি বৃদ্ধি করতঃ মনকে, বিহ্বল, মুহ্যমান বিপথ-গামী ও বিপন্ন করিয়া তোলা, ও নিজে নিজের সর্ব্বনাশ ও বিপদকে ডাকিয়া আনা? স্বীয় অপকার ও অনিষ্ট-সাধন ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনপ্রকার বিন্দুমাত্রও উপকার বা ইষ্টলাভের আশা বা প্রত্যাশা নাই।

দ্বিতীয় বিপদ, আল্লাহ্-তায়লার রোষ-প্রদীপ্ত ও তজ্জনিত স্বীয় ভাগ্যে দণ্ডের কঠোরতা বৃদ্ধি করা মাত্র, যেমন "হাদিছ-কোদ্ছিতে" আছে, আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন, "যে কোন ব্যক্তি আমার "কাজায়" রাজী না হয়, আমার দেওয়া বিপদে "ছাবার" না করে, আমার নেয়ামাতে "শোকর" না করে, তাহাকে বলিয়া দেও যে, সে যেন অন্য খোদা খুঁজিয়া নেয়"। ইহা অতি ভীষণ ও কঠোর ভয় প্রদর্শক আদেশ-বাণী। (পরম দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা এই ভীষণ বিপদ হইতে আমাকে ও সমস্ত মোসলমান ভ্রাতা-ভগিনিগণকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করেন, সবিনয় এই প্রার্থনা আ-মী-ন)।

আর ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্তে "কাজাতে" রাজী হইলে অর্থাৎ মানিয়া নিলে যে দুইটী অত্যুত্তম শুভ ফল প্রসব করে তাহার **প্রথমটী** এই স্বীয় মনের শান্তি, তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা। **দ্বিতীয়টী** সেই অতি মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লার "রাজা-মন্দি" অর্থাৎ সন্তুষ্টিলাভ। যেমন

আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইতেছেন যথা— * رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ

(অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা তাহাদের প্রতি রাজী অর্থাৎ সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও তাহারাও আল্লাহ্-তায়লার উপর রাজী সন্তুষ্ট হইয়াছেন)।

চতুর্থ ছাবার (صبر) অর্থাৎ ধৈর্য্য, ইহা একটী অতিশয় তিক্ত, কটু ও কষায় ঔষধ ও অতি বিস্বাদু পানীয় ; কিন্তু ইহা মানবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদ, পাপ-তাপ, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অপনোদক, মহোপকারী ও বহু ফলোপধায়ক, দুঃখ-হারিণী, বিপদ-বারিণী, পাপ-তাপ-বিজয়িনী এক অপূর্ব্ব মৃত্যু-সঞ্জিবনী-সুধা বিশেষ। অতএব জ্ঞানী-জন মাত্রেই সর্ব্বদা এই তিক্ত, বিস্বাদু, ঔষধকে সানন্দ-চিত্তে, অব্যাজে, অবলীলাক্রমে পান করতঃ পাপ-বিজয়ী-দুঃখাঞ্জয়ী, পুণ্যবান, ও সৌভাগ্যবান হইয়া নিশ্চিন্ত-মনে, নির্ব্বিবাদে বৈরীহীন সুখময় জীবন যাপনে, অতিমাত্র আগ্রহান্বিত ও লালায়িত থাকেন ও হন। এখন এই অমূল্য রত্ন "ছাবারের" রকমভেদ বা শ্রেণী-বিভাগ ও প্রয়োগ স্থান ও অন্যান্য উপকারিতা সম্বন্ধে মোটামুটী কিছু জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। উহা এই "ছাবার" অর্থাৎ ধৈর্য্য চারি প্রকার—

(১) "এবাদাতে" "ছাবার" অর্থাৎ এবাদাত্ বান্দেগী ও পুণ্য-জনক কার্য্যে যে সকল কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে ও বেগ পাইতে হয় অম্লান-চিত্তে সন্তোষের সহিত তত্তাবতে ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ আগ্রহের সহিত এবাদাতে মনোনিবেশ করা।

(২) পাপ না করার জন্য "ছাবার" অর্থাৎ পাপের মাদকতায় বিমুগ্ধ ও ক্ষণিক সুখের মোহ ও লোভ হইতে অতি দৃঢ়তার সহিত মনকে বিচ্ছিন্ন করতঃ দার্ঢ্যতার সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন করা।

(৩) পার্থিব প্রাচুর্য্যে 'ছাবার' অর্থাৎ অনাবশ্যক "ফজুল-হালাল" ও "মোবাহ্" জিনিষ সমূহের প্রলোভনে প্রলোভিত না হওয়ার জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করা।

(৪) আপদ-বিপদে "ছাবার" অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ইহার যে কোনপ্রকারের আপদ-বিপদ, শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট, বা দুর্দ্দশাই হউক না কেন, তাহাতে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ ধীর, স্থির, ও অবিচলিত থাকা।

এই স্থল চতুষ্টয়ে অতি দৃঢ়তার সহিত যে ব্যক্তি "ছাবার" অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিবে সে অসংখ্য ও অগণিত, পুণ্য সঞ্চয় করতঃ সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভ করিয়া ইহকালের যজ্জাবতীয় সুখ-শান্তি, সৌভাগ্য উপভোগ করিতে, ও পরকালে নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিঘ্নে ও প্রফুল্ল অন্তরে, অবাধে বেহেস্তে গমন করিতে পারিবে। আর যে হতভাগ্য এই "ছাবার" করিতে পরাঙ্মুখ হইবে বা বিরত থাকিবে, সে ছাবার করার পুণ্য হইতে তো বঞ্চিত হইবেই; অধিকন্তু তাহার অতি সাধের জীবন-তরী 'ছাবার' না করা জনিত ভীষণ পাপ-পয়োধির

উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে নৈরাশ্যাবর্ত্তের প্রবল আবর্ত্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া আবর্ত্তিত হইতে, হইতে, ক্রমে অতলে, অকালে চির-দুর্ভাগ্যের তিমির "কাফন"-যবনিকায় আবরিত হইয়া চিরতরে সমাহিত ও বিলীন হইয়া যাইবে। যেমন "হাদিছ-শরিফে" উক্ত হইয়াছে যথা— مَنْ لَا صَبْرَ لَهُ لَا اِيْمَانَ لَهُ *

(অর্থাৎ যাহার 'ছাবার' নাই তাহার 'ইমান'ও নাই)। হজরত্ আলি (রাজিঃ) জনৈক ব্যক্তির বিপদে সহানুভূতি প্রকাশের সময় ফরমাইয়াছিলেন যে, "তোমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে। এখন ছাবার অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় করিবে। আর যদি না কর, তবে অদৃষ্ট-লিপি তো কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবেই না, মধ্য হইতে তুমি পুণ্যে বঞ্চিত হইয়া শুধু পাপের ভাগীই হইবে মাত্র। অতএব জ্ঞানী মাত্রের পক্ষেই পার্থিব সমস্ত বন্ধন ও মোহপাশ ছিন্ন করতঃ অকুণ্ঠিত ও অবিচলিত-চিত্তে আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ "তাওয়াক্কোল, "ছাবার ও আত্ম-সমর্পণে নিয়তির প্রত্যেক কাজকে অতি আগ্রহ ও সন্তোষের সহিত গ্রহণ, বরণ ও স্বীকার করিয়া লইয়া আত্ম রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয় ; এবং সেই মঙ্গলময় আল্লাহ্-তায়লাকে মানবের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত বাহ্যিক আপদরূপি মঙ্গলকর দান-সমূহ প্রদান জন্য, মানব মাত্রের পক্ষেই সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, সবিনয় আকুল-কণ্ঠে, কোটী, কোটী ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করা "ফারজে আয়েন" অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ্-তায়লা যখন যে সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে সম্মানিত, সমুন্নত ও স্বীয় প্রিয় করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে তাহাদিগকে আপদ-বিপদের অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। অতএব যে কোন ধার্ম্মিক মোসলমান, যে কোনরূপ পার্থিব আপদ-বিপদে নিপতিত হইয়া তাওয়াক্কোল, ছাবার, ইত্যাদিতে অবিচলিত ও স্থিরতর থাকিতে পারিলে, নিশ্চয় জানিও, ও স্থির বিশ্বাস করিও যে, অদূর-ভবিষ্যতে অফুরন্ত, অভাবনীয়, ও অগণিত, সুখ-শান্তি ও সম্পদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আল্লাহ্-তায়লার নিকট যুক্ত-করে সবিনয়ে এই সমস্ত অমূল্যনিধি প্রাপ্তির প্রার্থনা ও নিবেদন জানাইতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

বাওয়ায়েছের ঘাটি

"বায়েছের" বহুবচন "বাওয়ায়েছ" বায়েছের অর্থ উদ্দেশ্য, কারণ, নিমিত্ত, ইত্যাদি অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য বা কারণের বশবর্ত্তি হইয়া মানুষ কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় ও কাজ করে, সেই কারণকে বলে, কেননা, কারণ ছাড়া কাজ হয় না ; এই অর্থেই লোকে কার্য্য-কারণ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব যে সকল সাধক, উপাসক, সাধনায় ও উপাসনায় রত হন, তাহার মূল কারণ কি ? সেই কারণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই ঘাটির নাম হইয়াছে "বাওয়ায়েছের" ঘাটি অর্থাৎ এবাদাতে লিপ্ত হইবার কারণ সমূহের ঘাটি।

পৃথিবীতে উত্তম-অধম, পাপ-পুণ্য, ইত্যাদি যত প্রকার ও যত রকমের, যত কাজই হউক না কেন, উহাতে প্রবৃত্ত ও লিপ্ত হইবার কারণ বা উদ্দেশ্য মাত্র দুইটী, "ভয়" ও "আশা" বা "স্বার্থ ও ভীতি" ইহাকে অন্য যে কোন ভাবেই ও যে কোন নামেই বর্ণনা ও অভিহিত কর না কেন, "কারণ" কিন্তু দুইটী ভিন্ন তিনটী বাহির হইবে না। কার্য্যের এক কারণ বা উদ্দেশ্য "লোভ বা আশা", দ্বিতীয় কারণ "ভয় বা ভীতি"। লোকে

সব কাজই হয় "ভয়ে" করে, নয় "লোভে" করে। এবাদাতের' কার্য্য কারণও তেমনি ঐ দুইটীই, তবে পার্থক্য এইটুকু যে, পার্থিব কাজ লোকে উক্ত উভয় কারণের যে কোন একটীর অনুবর্ত্তী হইয়া বা একত্র উভয় কারণের বশীভূত হইয়া করে; কিন্তু এবাদাত্, বান্দেগী ও পুণ্যজনক প্রতি কাজই একত্র উক্ত "যুগল" কারণের অনুরক্ত ও বশীভূত হইয়া করিতে হয়, ইহার কোন কাজেই শুধু এক কারণের জন্য লিপ্ত হইবার উপায় নাই এবং কেন নাই তাহা বলিবার জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

সর্ব্বপ্রকার এবাদাত্ ও সৎকাজে প্রবৃত্ত হইবার কারণ দুইটী (১) "খাওফ্" অর্থাৎ ভয়, (২) "রাজা" অর্থাৎ আশা ও ভরসা। মানবের হৃদয়-পটে এই যুগল কারণ গভীরভাবে মুদ্রিত ও অঙ্কিত না হইলে তাহার দ্বারায় কোন প্রকার সৎ-কাজ ও এবাদাত্ বান্দেগীই পূর্ণাঙ্গ-পূর্ণ ও নির্দ্দোষভাবে সম্পন্ন হইতেই পারে না। প্রথম খাওফ্ অর্থাৎ ভয়, এবাদাতের জন্য, এই ভয়, কারণের বিদ্যমানতার অত্যাবশ্যকতা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা দুই কারণে "ওয়াজেব" অর্থাৎ এই ভয় বা ভীতি গুণবাচক বিশেষ্য পদটী' এবাদাতের, ও সৎকার্য্যাবলীর নিমিত্ত হওয়ার পক্ষে দুই কারণে "ওয়াজেব" অর্থাৎ অত্যাবশ্যক।

প্রথম কারণ ভয় না হইলে বা না থাকিলে মানুষ পাপের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চাক্‌চিক্যময়-মোহিনী-মূর্ত্তির প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, কেননা নাফ্‌ছ মানবের দেহ ও মনকে সর্ব্বদা ঐ পাপের দিকে

পুনঃ পুনঃ আহ্বান ও আকর্ষণ করিতে থাকে। অতএব দৃঢ়-হস্তে ভয়ের কশাধারণে নাফ্‌ছ্‌কে নিয়ত ঐ কশার তীব্রাঘাতে সন্ত্রস্ত ও বাক্য ও কার্য্যের দ্বারায় প্রবল ভীতি উৎপাদনে ব্যতিব্যস্ত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিতে না পারিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ যেমনই সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে, তেমনই এবাদাত্‌ ও সৎকাজ সমূহ হইতেও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া নিষ্ফল বিড়ম্বিত জীবন-ভারই কেবল বহন করিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণ—ভয় না থাকিলে এবাদাতে "ওজব" অর্থাৎ (এবাদাত্‌ সম্বন্ধে) আত্ম-প্রশংসা, আত্মগর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা, আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-গরিমার, উদয়-আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়ে (আর ওজব আবেদের কিরূপ মারাত্মক ও ভীষণ শত্রু তাহা পূর্ব্ব, পূর্ব্ব, অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার পুনরোল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন) এবং এইজন্য "আবেদ" ও "ছুফি"গণ সর্ব্বদা নিজকে এই বলিয়া তাড়না ও ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, তোমার এই কঠোর এবাদাত্‌ বান্দেগী ও কঠিন জপ-তপ, সাধন-ভজন, দরগাহ্‌-বারিতে কবুল হইয়াছে কি না? তাহা যখন তুমি জান না, তখন কোন্ দলিলে, কোন্ প্রমাণে, ও কোন্ ভরসায়, গর্ব্বিত ও আনন্দোৎফুল্ল হইয়া "ওজব" অর্থাৎ আত্ম-গরিমার, গর্ব্ব-মসিতে দেহ-মনকে মসিলিপ্ত ও কলুষ, কলঙ্কিত করিতেছ ও বেহেস্ত যাইবার মিথ্যা আশা পোষণ করিয়া বৃথা উল্লাসে মনকে উল্লাসিত করিতেছ বরং তোমার এবাদাত্‌ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাবলী, সেই পাক-দরবারে

কবুল না হওয়ার ভয় ও আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভয়-চকিত, শঙ্কিত-প্রাণে, ও ম্রিয়মাণ-অবস্থায়, তোমার দিনাতিপাত ও জীবন-যাপন করাই কর্ত্তব্য ছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হওয়া সঙ্গত, উচিত ও বিধেয় নহে, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ ভীতি-পূর্ণ উক্তি ও যুক্তির দ্বারায় মনের মধ্যে বিষম ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার করতঃ "ওজব" অর্থাৎ আত্ম-গরিমার প্রবেশ-পথকে চিরতরে ও দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা "ফার্‌জ" অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় রাজ্জা (رجاء) অর্থাৎ আশা, ইহাও উক্ত ভয়-কারণের অনুরূপ এবাদাতের নিমিত্ত হওয়ার পক্ষে দুই কারণে অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়। **প্রথম কারণ** এই যে, সাধারণতঃ প্রায় লোকেই বিনা-স্বার্থে, বিনা-লাভে বা বিনা-আশায় কোন শ্রম বা কষ্টজনক কার্য্যে অগ্রসর হইতে বা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেনা, ও করেনা। সেইরূপ এবাদাত্-বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদিতেও যে সকল কষ্ট, শ্রম ও ত্যাগ, স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কোন লাভের আশা ও প্রত্যাশা না থাকিলে, স্বভাবতঃ মানব তাহাতে আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হইতে চাহিত না ও হইত না। অতএব, এবাদাত্ বান্দেগীর শ্রম ও দুঃখ, কষ্ট, সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করিবার জন্য যে কোন প্রকারের একটী পুরস্কার, লাভ বা আশার, আশা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই এবাদাতের পক্ষে রাজ্জার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর অধিক যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণ প্রয়োগ অনর্থক ও অনাবশ্যক।

আমার মোরসেদ কেমন সুন্দর চারিটী কথা ফরমাইয়াছেন—(১) দুঃখ, ক্ষুধা-হারক। (২) আল্লার ভয়, পাপ নিবারক। (৩) রাজ্বা, এবাদাতে আগ্রহ ও শক্তি সঞ্চারক। (৪) মৃত্যু ভয়, অনাবশ্যক "হালাল" পরিবর্জ্জক।

দ্বিতীয় কারণ—অল্প পরিশ্রমে অত্যধিক লাভের আশা থাকিলে স্বভাবতঃই মানব তৎপ্রতি অধিক আকৃষ্ট ও আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে, অথবা মধু-লোভী, মধুর লোভে অম্লান-বদনে মক্ষিকার তীব্র দংশন জ্বালাও যেমন অকাতরে সহ্য করে, তৎপ্রতি দৃক্পাত ও ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না, তেমনই সাধক-মানব যখন রাজ্বার অর্থাৎ আশার প্রবল ও সত্য আকর্ষণে, আকর্ষিত ও ঐ মধুলোভীরই ন্যায় মধুপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ এবাদাতের স্থায়ী মধুর স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত ও প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, তখন এবাদাতের ক্ষণস্থায়ী—শ্রম, কষ্ট, দুঃখ ও পার্থিব অস্থায়ী সুখকে প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে বিক্ষিপ্ত তৃণবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত ও পদ-বিদলিত করিয়া উন্মত্ত, অধীর-আগ্রহে এবাদাতের পুণ্যোজ্জ্বল, সরল, সত্য, শুভ্র-পথে উল্কাবৎ ক্ষিপ্রগতিতে প্রধাবিত ও অগ্রসর হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। এই প্রধাবন ও অগ্রগমনের মূল কারণ ঐ রাজ্বা অর্থাৎ আশা।

এবাদাতের পক্ষে "খাওফ্" ও "রাজ্বা" কারণ দ্বয়ের যুগপৎ একত্র ও এক সঙ্গে স্থিতি, বিদ্যমানতা, ও অবশ্য প্রযোজ্যের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে আরো দুই একটী যুক্তি-মূলক সমর্থন ও প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে যথা—কোন একখণ্ড ভূমির উর্ব্বরতা

শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও আশান্বিত হইয়া কেহ যদি অকর্ষিত অবস্থায় তাহাতে বীজ বপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় ও বীজের গোড়ায় জল সিঞ্চন ও সার ক্ষেপণ ইত্যাদি কোন প্রকার যত্নই না নেয়, তবে সেই বীজের অকাল-মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য, ঠিক তেমনই অতি ভয়ে ভীত ও জমির উর্ব্বরতা শক্তিতে সন্দিহান মানব অতি মাত্রায় কর্ষিত ও সারযুক্ত জমিতেও বীজ রোপণ করতঃ সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবাইয়া রাখিলে সেই বীজের অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যুও ঐরূপই অবধারিত ও সুনিশ্চিত ; অথবা রাগী প্রভুর বিরাগ ভয়ে অতি মাত্রায় ভীত ভৃত্য যেমন কোন কাজই সুন্দর ও সুচারুরূপে শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া প্রভুর বিরাগ-ভাজনই হয় মাত্র, দয়া আকর্ষণ করিতে পারে না ; তেমনই দয়াল প্রভুর দয়ায় অতিমাত্র নির্ভরশীল ভৃত্যও কাজে শিথিলতা, অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া দয়ার পরিবর্ত্তে প্রভুর বিরাগই শুধু অর্জ্জন করিতে থাকে। এই "খাওফ্" ও "রাজা" এতদুভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষিত না হইয়া কোনও একটার মাত্রাধিক্য ও প্রাবল্য ঘটিলে মানবের অদৃষ্টেও ঠিক তদনুরূপ বিষময় ফলই লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ "খাওফ্" (ভয়) যাহারা আল্লাহ্-তায়লাকে অতিমাত্র ভয় করিতেই শিখিয়াছে, তাঁহার দয়া ও করুণার প্রতি, আশা-ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখে নাই, তাহারা ভয়ে, ভয়ে, জীবন-ভোর এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদিতে লিপ্ত থাকিয়াও একমাত্র এই অতি ভয়-জনিত নৈরাশ্যের জন্যই আল্লাহ্-তায়লার অপার

করুণা ও দয়ার উপর হইতে ভরসা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং এই অতি ভয়-জনিত নৈরাশ্য ও ভরসাহীনতাই পরিণামে তাহাদের দোজখের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন যথা—

* إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ * (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও করুণা হইতে তাহারাই নিরাশ হয়, যাহারা কাফের)"; পক্ষান্তরে "রাজা" (আশা) যাহারা আল্লাহ্-তায়লার অপার করুণা ও দয়ার উপর একান্ত আশা ও ভরসা করিতেই শিখিয়াছে, ভয় করিতে শিখে নাই, স্বভাবতঃই তাহারা ভয়হীন ও অতি সাহসী হইয়া পড়ে এবং এই অতি আশা-জনিত ভয়-শূন্যতা ও সাহসিকতাই পরিণামে তাহাদিগকে এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদি হইতে ধীরে, ধীরে, বিমুখ ও বিরত করিয়া ঐ দোজখের দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলে, যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন যথা—

* وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ * (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার ভয়ে ভীত হয় না তাহারা, যাহারা অধঃপতিত ও নিরয়গামী) এবং ছহি "হাদিছ শরিফে"ও উক্ত হইয়াছে যে "খাওফ্" ও "রাজা" এই উভয়ের মধ্যে "ইমান" ও "এছলাম" নিহিত আছে। এই "খাওফ্" ও "রাজা" অর্থাৎ ভয় ও আশা এই উভয় কারণের একত্র বিদ্যমানতা, এবাদাত্ বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদির পক্ষে কত অধিক ও নিশ্চিত প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় তাহা আরও

বিষদ ও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি ও তৎপ্রতি গভীর মনোযোগ আকর্ষণ ও দৃঢ়তা অবলম্বন জন্য পবিত্র কোরাণ-শরিফ হইতে কয়েকটী আয়েৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই অল্প কয়েকটী আয়েতের দ্বারায়ই "খাওফ্" ও রাজা এই উভয়কে একত্র এক সঙ্গে হৃদয়ে ধারণ, পোষণ, ও রক্ষা করণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ "ফারজিয়াতে" গণ্য তাহার প্রমাণ অতি সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। রাজা অর্থাৎ আশা সম্বন্ধীয় পবিত্র কোরাণ-শরিফের মাত্র আটটী "আয়েৎ" নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল যথা—

(১) لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا *

(অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার দয়া হইতে নিরাশ হইও না, তিনি সমস্ত পাপই ক্ষমা করেন)।

(২) وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ * (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা ভিন্ন আর কে পাপ বিমোচন করিতে পারে) ?

(৩) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ * (অর্থাৎ এক মাত্র আল্লাহ্-তায়লাই পাপ বিমোচন করেন ও তওবা কবুল করেন)।

(৪) وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ *

(অর্থাৎ তিনিই সেই একমাত্র আল্লাহ্-তায়লা—যিনি সমস্ত বান্দার তওবা কবুল করেন, ও পাপ ক্ষমা করেন)।

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ (الا خ) (৫)

* وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (অর্থাৎ যাহারা নিজে, নিজের বক্ষে কুঠারাঘাৎ করিয়াছে তাহাদের অদৃষ্টেও আমি আমার ক্ষমা ও দয়া, লিপিবদ্ধ করিয়াছি)।

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ * (৬) (অর্থাৎ আমার ক্ষমা সর্ব্বব্যাপী, বিশেষ যাহারা মোত্তাকী, তাহারা অতি সত্বর ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে)।

(৭) * اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা তাহার বান্দাদের উপর অতি দয়াবান ও ক্ষমাশীল)।

(৮) * وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা ইমানদারদের উপর বিশেষভাবে অত্যধিক ও অতিশয় দয়াবান ও ক্ষমাশীল)।

খাওফ্ অর্থাৎ ভয় সম্বন্ধে মাত্র পাঁচটী আয়েৎ উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

(১) * يَاعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ (অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করিও)।

(২) * اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا (অর্থাৎ তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে শুধু হাসি, তামাসা, খেলা ও বিলাস-ভোগের জন্য বৃথাই সৃষ্টি করিয়াছি)?

(৩) * اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى (অর্থাৎ মানবেরা কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা এমনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ বিনা বিচারেই অব্যাহতি লাভ করিবে) ?

(৪) * وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ (অর্থাৎ যে মন্দ কাজ করিবে তাহার দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে)।

(৫) * وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا (অর্থাৎ আমার অনভিপ্রেত-কার্য্যকারীর-কর্ম্ম ও কর্ম্ম-কর্ত্তাকে আমি ধুলার মত উড়াইয়া দিব)।

এই সমস্ত কালামের দ্বারায় পরিস্কার বুঝা গেল, যাহারা "রাজ্বা" ও "খাওফ্" এই দুইটীর মধ্যে একটীকে বাদ দিয়া মাত্র একটীকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে, তাহাদের আর পরিত্রাণের উপায় নাই। পরিত্রাণ ও নিস্তার তাহারই লাভ করিবে যাহারা **"খাওফ্ ও রাজ্বা"** এই উভয়কেই সমভাবে অতি দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকিবে। "খাওফ্" ও "রাজ্বা" এই উভয় গুণকে সমভাবে একত্র এক সঙ্গে মনে স্থাপন ও অধিষ্ঠিত করার অত্যাবশ্যকতা অত্যুত্তমরূপে হৃদ্‌বোধ, ও মনকে তৎপ্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করার জন্য পবিত্র কোরাণ শরিফ হইতে মাত্র তিনটী আয়েৎ পাশাপাশি ভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল যথা—

(১) "রাজ্বা" * نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ তৎপর

খাওফ্ * وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَالْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (অর্থাৎ আমার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানাইয়া দেও যে, আমি অতি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেও যে, আমার দণ্ডও অতি কঠোর ও ভীষণ)।

(২) "খাওফ্" شَدِيْدُ الْعِقَابِ তৎপর রাজা ذِى الطَّوْلِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ * (অর্থাৎ আমি যেমনই অতি কঠোর দণ্ড প্রদানকারী, আবার তেমই অতি উত্তম পুরস্কার প্রদানকারী, এবং একা আমিই মাত্র সর্ব্বপ্রকার এবাদাত্ ও পূজা পাইবার অধিকারী)।

(৩) খাওফ্ * وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ তৎপর রাজা وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ * (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা যেমনই তোমাদিগকে অতি মাত্রায় ভয় প্রদর্শন করেন তেমনই আবার তোমাদের উপর অপার ও অনন্ত করুণা-বারি বর্ষণ করেন)।

রাজা ও খাওফ্-মিশ্রিত এই পাক আয়েৎত্রয়ের দ্বারায় পরম করুণাময়, দয়াময়—আল্লাহ্-তায়লা তাঁহার অধম দাসগণকে পরিস্কারভাবে আদেশ প্রদান করিতেছেন যে, আমার ভয়ে অতি মাত্র ভীত হইয়া নৈরাশ্য আনয়ন করিও না; কিম্বা আমার অনন্ত করুণা, দয়া ও দানশীলতার জন্য একান্ত আশান্বিত হইয়া ভয়শূন্যও হইও না। এই উভয়ই তোমাদের জন্য অতি মারাত্মক ও সাঙ্ঘাতিক; অতএব ভয় ও "রাজা" এই

উভয়ের সংমিশ্রণে এক মধ্য পন্থাকে অতি আগ্রহ ও দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন কর, তাহা হইলেই অনায়াসে মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ করতঃ বিমল আনন্দ ও অনন্ত সুখ, শান্তি উপভোগে জীবনকে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইবে। এই খাওফ্ ও রাজা একত্র মিশ্রিতভাবে হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল করার সহায়ক-স্বরূপ কোরাণ-শরিফের বর্ণিত ও সর্ব্বজন-বিদিত হজরত্ **'আদম'** (আঃ) ও অন্যান্য পায়গাম্বার (আঃ) সাহেবানদের ও শয়তান 'মরদুদের' ঘটনাবলী, গল্পসমূহ, গাঢ়ভাবে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আল্লাহ্-তায়লার ফজলে তোমার মন আপনাপনই "খাওফ্" ও "রাজায়" অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে ও তোমাকে সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্ব-রকমের বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিয়া শান্তি ও সুখের পথে লইয়া যাইবে।

এই ক্ষুদ্র বহির কলেবর বৃদ্ধি ও বাহুল্য ভয়ে এই "খাওফ্" ও "রাজা" সম্বন্ধে অন্যান্য বহু ঘটনা-মূলক উপদেশাবলী ও গল্প-সমূহ পরিবর্জ্জিত হইল। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মোসলমান মাত্রকেই আল্লাহ্-তায়লা স্বীয় অপার করুণা ও দয়াগুণে এই ঘাটি হইতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ করেন, এই প্রার্থনা—আ-মী-ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাওয়াদেহের ঘাটি

"কাদেহ্" শব্দের বহুবচন "কাওয়াদেহ্", ইহার অর্থ—বিনাশক, নিবারক, বিদারক, ক্ষতি ও অনিষ্ট-কারক, পণ্ড ও বৃথা-কারক ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষ এবাদাত্-বান্দেগী ও সৎকার্য্যাদিকে বিনষ্ট করে, ধ্বংশ করে, বিনাশ করে, এবং অন্যান্য বহুপ্রকার কাওয়াদেহ্ অর্থাৎ এবাদাত্ ও সৎকার্য্যাদির ধ্বংশ ও বিলোপকারী জিনিষ-সমূহের মধ্যে "**রেয়া**" ও "**ওজোব**" এই দুইটীই সর্ব্বপ্রধান। অতএব এই রেয়া ও ওজোবের শব্দার্থ ও অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নিম্নে বিষদভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রথম-"রেয়া"—লোক-দেখান যে কোন কাজকে "রেয়া" বলে, উহা বাহ্যিকই হউক বা আন্তরিকই হউক, যাহাই কেন হউক না এবং এই "রেয়া" শব্দের বিপরীত প্রতিশব্দ

"এখ্‌লাছ" ইহার অর্থ যে কোন প্রকারের, যে কোন কাজ, লোক-দেখান উদ্দেশ্যে না হইয়া এক লক্ষ্যে, এক উদ্দেশ্যে, ভিতরে-বাহিরে এক হইয়া করা হয় অর্থাৎ একনিষ্ঠতা। এই স্থলে "রেয়া" ও "এখ্‌লাছ" শব্দ-দ্বয়ের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গমের জন্য আমি একটী উদাহরণ প্রদান করিতেছি। উদাহরণ এই—আল্লাহ্-তায়লার দয়া লাভের আশায়, ও স্বীয় মুক্তি কামনায় যদি কেহ "নফল" নামাজ, রোজা, দান-খায়রাত ইত্যাদি সৎকাজে প্রবৃত্ত হয় এবং এই সব পুণ্য-জনক কাজ করিবার সময় লোকে দেখুক বা শুনুক, কিম্বা লোকে আমাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করুক বা আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করুক, ইত্যাকার "নিয়ত" অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও ভাব মনে না রাখিয়া সরলভাবে গোপনে সম্পন্ন করিতে যাইয়াও যদি কোন অপ্রত্যাশিত কারণে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিম্বা উক্তরূপ সৎকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার সময় হঠাৎ শত-সহস্র লোকেও যদি উহা প্রত্যক্ষ করে তবুও ঐ ব্যক্তির ঐ কাজ একমাত্র তাহার নিয়তের জন্যই "খালেছ" অর্থাৎ এক লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ইহারই নাম "এখ্‌লাছ"। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সৎকার্য্যাদি হইতে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনক কার্য্যাদি অতি গোপনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন করিয়াও যদি মনে এই আশা ও উদ্দেশ্য-পোষণ করে বা রাখে যে, লোকে ইহা কোনরূপে অবগত হউক কিম্বা আমার প্রশংসা করুক, তবে ঐ ব্যক্তির সমস্ত সৎকার্য্যাবলী কেবলমাত্র ঐ এক "নিয়ত" অর্থাৎ মনোগত-

ভাব ও উদ্দেশ্যের জন্যই "লোক-দেখান" বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ইহারই নাম "রেয়া"। এইরূপ ইহ বা পারলৌকিক সৎ বা অসৎ প্রত্যেক কাজেই "রেয়া ও "এখ্‌লাছ" বিদ্যমান।

অতি দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত অনুবাদককে ইহা স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, আজকাল অন্যের অনুকরণে "নেফাক" ও "রেয়া" অর্থাৎ লোক-দেখান সৌজন্য ও ভাবের প্রাবল্য আমাদের মধ্যেও এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, উহা বাহ্যিক চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা, গৃহ-শয্যা ছাড়াইয়া স্নেহ-প্রেম, ভক্তি-ভালবাসায় আসিয়া আঘাত করিতেছে। আজ আমাদের বসন-ভূষণ অন্যকে দেখান জন্য, স্নেহ-প্রীতি-বন্ধুত্ব লোক ভুলান-জন্য ; দাড়ি, পাগ্‌ড়ি, তহবন্দ লোক-দেখান জন্যই। আমি স্বচক্ষে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশেষকে বিনা "ওজুতে" নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি। হায়—মূঢ়-মানব! এ যে তুমি নিজেকে নিজেই ঠকাইতেছ, ইহা কি মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতেছ না? ইহা কি ঠিক শীত-দিবসে লোক-ভুলান পশম-দৃশ্যি শীতল পট্টবস্ত্র পরিধান বা শীত-নিশিতে মৃত্তিকাপূর্ণ লেপে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া বর্ত্তমানে শীতভোগ ও পরিণামে নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করার মতই মারাত্মক ও আত্মঘাতক নহে? অনুবাদ করিতে বসিয়া মনের আবেগে আমি এ কি সব লিখিতেছি? থাক, পুনর্মূষিক ভবঃ হইয়া এখন আবার স্বকার্য্যে ফেরা যাক্।

এখন অতি সংক্ষেপে "রেয়ার"-অপকারিতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। উপরের উদাহরণ দ্বারায়ই পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়াছে যে, লোক-ভুলান বাহ্যিক পশম বা তুলার বা তদনুরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট ও চাক্‌চিক্যশালী বস্ত্র বা লেপে যেমন দেহের শীত নিবারিত না হইয়া দেহের কষ্ট ও যাতনাই বৃদ্ধি করে, "রেয়াও" এবাদাত্‌ বান্দেগী ও পুণ্যজনক কার্য্যাদিকে ঠিক তেমনই বৃথা ও বিনাশ করিয়া মানবকে "দোজখের" দরজায় নিয়া হাজির করে এবং এই "রেয়া" শত, শত, বৎসরের অতি কঠোর সাধন-ভজন, ও অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ এবাদাত্‌ বান্দেগীকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে শত মণ দুগ্ধে এক ফোঁটা গরু-চণার মতই নষ্ট, ধ্বংশ ও বিফল করিয়া ফেলে। এই কারণে স্বয়ং মহামান্য হজরত্‌ (দঃ) ও সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধক, আবেদ ও ছুফিগণ এই "রেয়া" হইতে বহু-বহু দূরে অবস্থান করার জন্য দৃঢ়ভাবে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং এই "রেয়ার" হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহারা যেমনই কঠোর "রেয়াজাত্‌" করিয়াছেন; তেমনই পরম দয়াময় আল্লাহ্‌-তায়লার পাক দরবারে সর্ব্বদা "মোনাজাত" ও কান্নাকাটিও করিয়াছেন।

দ্বিতীয়-ওজোব অর্থাৎ আত্ম-গরিমা, আত্ম-প্রশংসা, বা স্বকৃত পুণ্য-কাজকে বড় মনে করা, বা অমুক কাজটী স্বীয় বাহুবলে করিয়াছি ধারণায় আত্মপ্রসাদ লাভ করাকে "**ওজোব**" বলে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌-তায়লার অপার করুণা ও সাহায্য ব্যতীত

কাহারই ক্ষুদ্র এক বিন্দু পরিমাণ কাজও যে করিবার ক্ষমতা শক্তি ও সামর্থ নাই, তাহা বিস্মৃত হইয়া স্বীয় বাহুবলে বা অন্য যে কোন উপায়ে "আমি করিয়াছি"র ভ্রান্ত ধারণার-আত্ম-গরিমায় উৎফুল্ল ও উল্লাসিত হইয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করা। মোটামুটী ইহাই হইল "ওজোবের" অর্থ এবং সৎ ও পুণ্য-জনক কার্য্যাদি সমূলে বিনাশ ও বিলোপ করিতে ইহার শক্তি ও কার্য্যকারিতা প্রায় "রেয়ার" অনুরূপই অমোঘ ও অব্যর্থ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার 'এবাদাত্ বান্দেগী' ও পুণ্য-জনক কার্য্যকে সমূলে ধ্বংশ ও বিনষ্ট করিতে 'রেয়া' ও "ওজোব" উভয়েই প্রায় তুল্য-মূল্য। এই স্থলে অতি বিখ্যাত ও প্রায় সর্ব্বজন-বিদিত একটী হাদিছ শরিফের অনুবাদ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "হাদিছ শরিফটী" এই—হজরত্ 'মায়য়াজ' (রাজিঃ) বলিতেছেন যে, আমি একদিন আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার, আল্লাহ্-তায়লার শেষ-প্রেরিত রছুল, মহাপুরুষ হজরত্ (দঃ) সহিত একত্র তাঁহার পশ্চাৎদিকে আরোহী ছিলাম ; (কিসে আরোহী ছিলেন, উষ্ট্রে কি অন্য কোন যানে, তাহা লিখা নাই) তখন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইলেন—"আয় মায়য়াজ ! তোমাকে আমি একটী হাদিছ বলিতেছি যদি ইহা স্মরণ রাখ, তবে অগণ্য উপকার প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যদি এই হাদিছমত কার্য্য কর, তবে নির্ব্বিবাদে, নিষ্কণ্টকে 'বেহেস্তে' গমন করিবে ও তোমার জীবন মধুময় হইবে। আর যদি এই "হাদিছটী" নষ্ট কর, তবে

আল্লাহ্-তায়লার দয়া লাভের ও পরিত্রাণের অন্য কোন উপায়ই আর তোমার অবশিষ্ট থাকিবে না"। * আয় মায়য়াজ! এই সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই আল্লাহ্-তায়লা সাতজন "ফেরেস্তা" সৃষ্টি করিয়া প্রতি আকাশের দরজায় এক একজন করিয়া ঐ "ফেরেস্তা"—দ্বার-রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যহ "কেরামন-কাতেবায়েন" নামক ফেরেস্তাদ্বয় মানব-কৃত যজ্জাবতীয় দৈনিক কার্য্যের তালিকা লইয়া নিয়ম মত যখন আকাশে প্রয়ান করেন, তখন ঐ আকাশের দ্বাররক্ষক "ফেরেস্তা" সপ্তক একে, একে উহা যাঁচাই করিয়া নেন এবং ঐ কার্য্য-তালিকা আকাশে প্রবেশের যোগ্য হইলে দ্বার মুক্ত করেন, অযোগ্য হইলে তাহা আমল-কারীর মুখের উপর সবেগে নিক্ষেপ করার জন্য প্রত্যাখ্যান করেন। বান্দার দৈনিক আমল অর্থাৎ কৃতকার্য্যের তালিকা লইয়া "কেরামন-কাতেবায়েন" নামক ফেরেস্তাদ্বয় প্রথম আকাশের দরজায় উপস্থিত হইয়া বান্দার ঐ

* অর্থাৎ এই হাদিছ-মত যদি কাজ না কর, তবে তোমার রক্ষার আর কোনই উপায় নাই, এই "হাদিছ" শরিফটীতে যুগপৎ আশা ও নিরাশার বাণী বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদিছোক্তভাবে কাজ করিতে না পারিলে তাহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। এই হাদিছটী অতি মারাত্মক ও সাঙ্ঘাতিক ইহার অর্থের দিকে মনোনিবেশ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত, মস্তিষ্ক, বিঘূর্ণিত ও চক্ষু বিস্ফারিত ও হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠে। দয়াময় আল্লাহ্-তায়লা আমাকে ও আমার সমস্ত মোসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে এই হাদিছ মত আমল করিবার "তওফিক্" ও শক্তি সামর্থ-প্রদানে ও তৎ-সমাপনে ইহার ভীতি হইতে রক্ষা করেন, এই একমাত্র সকরুণ প্রার্থনা—আ-মী-ন। অনুবাদক—

আমলের প্রশংসা করতঃ দ্বার মুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তখন প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষক "ফেরেস্তা" বলেন যে, এই সৎকাজ সমূহ আমল-কারীর মুখের উপর সবেগে ছুড়িয়া মার। কেননা, আল্লাহ-তায়লা আমাকে "গিবতের ফেরেস্তা" অর্থাৎ পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার পরীক্ষকরূপে এই দ্বারের দ্বারী নিযুক্ত করিয়াছেন ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, পরচর্চ্চাকারী ও নিন্দুকের শত-সহস্র এবাদাত্ বান্দেগী ও পুণ্যজনক কার্য্যও আকাশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। তৎপর ঐ পরনিন্দা দোষ পরিশূন্য অর্থাৎ অনিন্দুক ব্যক্তির নানাপ্রকার পুণ্য ও সৎকাজপূর্ণ আমল হস্তে "কেরামন-কাতেবায়েন" প্রথম আকাশের দ্বার নির্ব্বিবাদে উত্তীর্ণ হইয়া যখন দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন দ্বিতীয় আকাশের দ্বারের "ফেরেস্তা" বলেন যে, এই "আমলের" উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া ও তাহার সুখার্জ্জন, সুতরাং ইহাও পূর্ব্বোক্তরূপ আমলকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ কর। ইহার প্রবেশ এ আকাশে নিষিদ্ধ। এইরূপ এই উভয় দোষ বিমুক্ত নানা-প্রকার সৎকার্য্যাবলী সম্বলিত আমল-সহ তৃতীয় আকাশের দ্বারে উপস্থিত হইলে, তথাকার দ্বার-রক্ষক ফেরেস্তা বলেন যে, এই আমল অহঙ্কারীর; সুতরাং ইহার প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং ইহাও পূর্ব্বোক্তরূপ আমলকারীর মুখে সজোরে নিক্ষেপ কর। ঠিক এইরূপভাবে চতুর্থ আকাশে "ওজোব" অর্থাৎ আত্ম-গরিমা, পঞ্চম আকাশে "হাছাদ" অর্থাৎ হিংসা ও ষষ্ঠ আকাশে হৃদয়-হীনতা অর্থাৎ লোকের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন না করা, ও সপ্তম

আকাশে, লোক-সমাজে আত্ম-গৌরব ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বলিয়া সমস্ত "আমল"ই ঐ উক্তরূপ একই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতে থাকে। অতঃপর এই সপ্ত প্রকার দোষ-বিমুক্ত বহু প্রকার শ্রেষ্ঠ ও অতি পবিত্র উচ্চাঙ্গের সৎকার্য্য ও আমল সমূহ যথা—"নামাজ", "রোজা", "হজ্জ", "জাকাৎ", সত্য-কথন, সত্য-ভাষণ, মিষ্ট-ব্যবহার, "তছবিহ্", "জেকের" ইত্যাদি, ইত্যাদির সহিত "কেরামন-কাতেবায়েন" নির্ব্বিবাদে আকাশ সপ্তকের দ্বার অতিক্রম করতঃ ঐ রক্ষী ফেরেস্তা সপ্তক ও তদনুগামী অন্য আরো তিন সহস্র "সহচর ফেরেস্তা"সহ একত্র সংমিলিত ভাবে আল্লাহ-তায়লার পবিত্র মহান "দরবার"-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া যখন সকলে সমবেত-স্বরে আনিত "আমলের" গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন আল্লাহ-তায়লা ফরমান যে, তোমরা আমার বান্দার "আমলের" বাহ্যিক দর্শক, লেখক ও পরীক্ষক ছিলে, আর আমি উহাদের অভ্যন্তরের ও নিভৃত হৃদয়-কন্দরের নিহিত গুহ্যাতি-গুহ্য বিষয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরিদর্শক। আমি জানি এই সমস্ত "এবাদাত্ বান্দেগী" ও সৎকার্য্যাদি আমার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, মানুষের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে—অর্থাৎ "রেয়া"। ঐ আমলকারিগণ মানবগণকে ও তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে ও ধোকা দিতে পারিয়াছে ও দিয়াছে; কিন্তু আমার সহিত প্রতারণা করিবার কিম্বা আমাকে ধোকা দিবার ক্ষমতা উহাদের নাই, কেননা, আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞানী, প্রত্যেকের ও প্রতি বস্তুর অন্তর-বাহির

আমার নিকট সম-পরিদৃশ্যমান ; অতএব ঐ ধোকাবাজ আমল-কারীর উপর আমার "লান্‌ত্‌" অর্থাৎ অভি-সম্পাৎ ও রোষ বর্ষিত হউক। ইহা শ্রবণ মাত্র সমস্ত ফেরেস্তা তটস্থ হইয়া অতি ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে বলিতে থাকেন যে, হে আল্লাহ্‌-তায়লা !! ঐরূপ "রেয়া"কারের প্রতি তোমার ও আমরা সমস্ত ফেরেস্তার ও সমস্ত পুণ্যাত্মাগণের "লান্‌ত্‌" ও অভিসম্পাৎ বর্ষিত হউক, বর্ষিত হউক, বর্ষিত হউক। এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াই হজরত্‌ মায়য়াজ (রাজিঃ) চীৎকার করিয়া রোদন করতঃ নিবেদন করিলেন, এয়া রছুলোল্লাহ (দঃ) ! কি করিলে ইহা হইতে ত্রাণ ও অব্যাহতি পাওয়া যাইবে ? মহামান্য হজরত্‌ (দঃ) ফরমাইলেন যে, "অকপটে অতি দৃঢ়তার সহিত স্বীয় পায়গাম্বারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলে।" তখন মায়য়াজ (রাজিঃ) নিবেদন করিলেন আমাদের কি সাধ্য যে, ঠিক, ঠিক ভাবে হুজুর (দঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি ?" তখন মহামান্য হজরত্‌ (দঃ) নিম্নলিখিত নয়টী কথা ফরমাইলেন, আয় মায়য়াজ ! (১) "স্বীয় জিহ্বাকে সংযত কর। (২) কখনই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিও না। (৩) যে দোষে তুমি দোষী সেরূপ দোষ অন্যের মধ্যে থাকিলেও তুমি তাহা বলিও না। (৪) অন্যের কষ্টে নিজে সুখানুভব করিও না। (৫) তোমার কোন কাজ "রেয়ার" দ্বারায় কলুষিত করিও না। (৬) পৃথিবীতে বা পার্থিব কাজে এত লিপ্ত হইও না, যাহাতে পরকালের কাজে ভ্রান্তি আসে বা আসিতে পারে। (৭) কখনই নিজকে অন্যাপেক্ষা উচ্চ, মহৎ বা ভাল

জ্ঞান করিও না। (৮) অশ্লীল শব্দ ও বাক্য কদাপি মুখেও আনিও না। (৯) কখনই কোন লোকের বা লোকের-বংশের গ্লানিকর, লজ্জাস্কর, মান-মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম-হানিকর বা নাশক ও কলঙ্ক-জনক কথা জিহ্বাগ্রেও আনিও না ; যদি দোজখের কুকুর হইতে স্বীয় দেহ রক্ষা করিতে চাও।" তখন হজরত্ মায়য়াজ (রাজিঃ) পুনরায় নিবেদন করিলেন যে "এয়া রছুলোল্লাহ্ (দঃ) এতগুলিন কাজ করিবার শক্তি-সামর্থ কাহার হইবে ? ইহা তো অল্প বিষয় নহে ?" মহামান্য হজরত্ (দঃ) তখন ফরমাইলেন যে, "আয় মায়য়াজ ! তোমাকে তো আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা যাহার পক্ষে ইহা সহজ করিবেন, সে অনায়াসে ও অতি সহজে এ সমস্তই পালন করিতে পারিবে। যাহা হউক, তোমাকে আমি এখন মাত্র একটী কথা স্মরণ রাখিতে ও পালন করিতে বলিতেছি, ঠিক মত সেই একটী বিষয় পালন করিতে পারিলে এই সমস্ত বিষয় আপনা হইতেই সুচারুরূপে পালিত ও সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে ; তাহা এই,—"**সর্ব্ব-কাজে ও সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব-বিষয়ে তুমি তোমার নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর ও ভালবাস অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ করিও, ও ভালবাসিও, এবং নিজের পক্ষে যাহা বাঞ্ছনীয় মনে কর না, বা পছন্দ কর না, অন্যের পক্ষেও তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করিও না বা পছন্দ করিও না**"। যখন তুমি আমার এই উপদেশটীর উপর দৃঢ়

ভিত্তি স্থাপন করতঃ আমল করিতে অর্থাৎ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তুমি সর্ব্ব-বিষয়ে ও সর্ব্ব-বিপদে নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন হইবে"।

হে আমার প্রিয় ভ্রাতাভগিনী ও পাঠক-পাঠিকাগণ! যখন তোমরা যুগপৎ-অভয় ও ভয় পূর্ণ এই কঠিন "হাদিছ" শরিফটী শ্রবণ করিলে, যাহার অর্থের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, ভয়ে বুক দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় ও মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত, চক্ষু বিস্ফারিত ও পিত্ত জল হইয়া যায়, তখন একান্ত নিরুপায় ও অসহায় ভাবে, অতি দীনতা-হীনতা-নম্রতা ও একান্ত বিনয়ের সহিত সরোদনে সেই একমাত্র বিপদহারী, ত্রাণকারী, অসীম শক্তিধারী, অপার করুণা-ময়, অনন্ত-দাতা, দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণরূপে অতি দৃঢ়তার সহিত আপন ভুলিয়া পূর্ণ "তাওয়াক্কোল" ও আত্ম-সর্মর্পণ করতঃ বশ্যতা স্বীকার কর, ও আপ্রাণ চেষ্টায় স্বীয়-বক্ষ-রক্ত দানে তাঁহার প্রতি আদেশ ও নিষেধ অক্ষরে, অক্ষরে বর্ণে-বর্ণে সুচারুরূপে প্রতিপালনে স্থির-প্রতিজ্ঞ ও কৃত-নিশ্চয় হও—রক্ষা পাইবে, সুখী হইবে, চিরশান্তি লাভ করিবে—পরিণামে, সহাস্য-মুখে, দেবতা-বাঞ্ছিত সেই চির-বসন্তময়, অমরধাম "বেহেস্তে"র স্থায়ী শান্তি-নিকেতনে, চিরস্থায়ী ও উদ্বেগহীন, শান্তিময়, মধুর জীবন যাপনে ধন্য হইবে, চরিতার্থ হইবে, কৃতার্থ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

হাম্‌দ্‌ ও শোকরের ঘাটি

"হাম্‌দ্‌" অর্থ ব্যক্তি বিশেষের গুণ ও প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইলেও ইহা কেবল আল্লাহ্‌-তায়লার গুণ ও প্রশংসা কীর্ত্তন করা স্থলেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "শোকরের" অর্থ দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ইত্যাদি। অতএব "হাম্‌দ্‌" ও "শোকরের" মিলিত অর্থ হৃদয়ের সহিত, সর্ব্বদা আল্লাহ্‌-তায়লার নাম-জপ, গুণ-গান ও প্রশংসা কীর্ত্তন করা, ও তাঁহার অসীম-অক্ষয় দানের জন্য মুক্ত-কণ্ঠে তাঁহাকে সতত, শত-সহস্র ধন্যবাদ প্রদান ও স্থায়ী কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌-তায়লার একান্ত করুণা ও অপার দয়া ও মহিমার কল্যাণে এত বড় বৃহৎ বিরাট ও কঠিন ঘাটি-সমূহ নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবার পর আবেদের পক্ষে দুই কারণে আল্লাহ্‌-তায়লার "হাম্‌দ্‌" ও "শোকর" করা "ফারজ" অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রথম—এই ছয় ঘাটিতে লব্ধ, অপরিসীম ও অমূল্য নেয়ামাত সমূহের স্থায়িত্বতার জন্য। **দ্বিতীয়**—ঐ "নেয়ামত" সমূহ আরো বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য, কেননা, হাম্‌দ্‌ ও শোকর

না করিলে “নেয়ামাত” কখনই স্থায়ী ও বর্দ্ধিত হয় না, হইতে পারে না; বরং কমিতে, কমিতে শেষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু নেয়ামাতের স্থায়িত্বতা ও উহা বর্দ্ধিত হওয়ার পক্ষে শোকর একটী অপরিহার্য্য সর্ত্ত। যেমন মহামান্য হজরত্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, “**নেয়ামাত একটী বন্য পশু** তাহাকে শোকর দ্বারায় আবদ্ধ কর”। শোকর যেমনই নেয়ামাতকে স্থায়ী করে, তেমনই পরিবর্দ্ধিতও করে। যেমন আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ংই ফরমাইতেছেন যথা—لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (অর্থাৎ তুমি যদি শোকর কর, তবে আমি তোমাকে অধিক নেয়ামাত দান করিব) এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই লোকে দান করিয়া থাকে ও করিতেও ইচ্ছা হয়, অকৃতজ্ঞকে কেহ দান করে না, ও করিতে ইচ্ছাও হয় না; আর কৃতঘ্নকে প্রত্যেকেই ঘৃণা করে ও পূর্ব্বকৃত দানও তাহা হইতে কাড়িয়া নেয়।

অতঃপর অবগত হও যে, আল্লাহ্-তায়লার প্রদত্ত “নেয়ামাত” দুই প্রকার—প্রথম **ইহলৌকিক** অর্থাৎ পার্থিব, দ্বিতীয় **পারলৌকিক** অর্থাৎ অপার্থিব। **প্রথম** ইহ-লৌকিক নেয়ামাত; ইহা আবার দুই প্রকার—(১) লাভ-কারক। (২) বিপদ-হারক। প্রথম লাভ-কারক নেয়ামাত তাহাকে বলে, যাহা লাভ-জনক ও যাহাদ্বারা লোকে উপকৃত

হয়। ইহাও আবার দুই রকম—**প্রথম**,-এই যে সর্ব্বাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণ, সবল, সুস্থ, সুন্দর, নীরোগ দেহ ও **দ্বিতীয়** নানাপ্রকার খাদ্য-পেয়, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি নেয়ামাত সমূহ বিনা মূল্যে প্রদান করিয়াছেন। **দ্বিতীয়** বিপদ-হারক নেয়ামাত তাহাকে বলে, যাহা বিপদ নিবারণ করে ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করে। ইহাও ঐরূপ দুই প্রকার—**প্রথম** দৈহিক নানাপ্রকার রোগ, পীড়া ইত্যাদি হইতে—**দ্বিতীয়** বাহ্যিক নানাপ্রকার আপদ-বিপদ এবং মানবের শত্রুতা ও হিংস্র জন্তু, পশু ও সরিসৃপ ইত্যাদির দন্ত, নখর ও দংশনাঘাত হইতে রক্ষা ও নিরাপদ করিতেছে।

দ্বিতীয়—পারলৌকিক নেয়ামাত. ইহাও দুই প্রকার—(১) "নেয়ামাতে-তৌফিক" (২) "নেয়ামাতে-এছমাত্"। **প্রথম—নেয়ামাতে-তৌফিক** এই যে, আল্লাহ্-তায়লা একান্ত দয়া ও করুণা পরবশে আমাদিগকে এছলাম-ধর্ম্ম, "ছোন্নত", ও তাঁহার আদেশ পালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন ও অতিমাত্র দয়া-প্রকাশে তাঁহার এবাদাত্ ও বান্দেগী করিবার সৌভাগ্যও দান করিয়াছেন। **দ্বিতীয়—নেয়ামাতে-এছমাত**, এই যে, আমাদিগকে 'কোফর', "সের্ক", "গোমরাহি", বাদয়াত্ ও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে রক্ষা করতঃ দোজখের ভীষণ কালানল হইতে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লা আমাদিগকে এত অধিক ও অসংখ্য প্রকার অগণিত নেয়ামাত্-সমূহ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, উহার সংখ্যা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা এক আল্লাহ্-তায়লা ভিন্ন অপর কাহারও নাই। যেমন তিনি স্বয়ংই কোরাণ শরিফে ফরমাইতেছেন—وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার প্রদত্ত নেয়ামাত সমূহের যদি তুমি নির্ণয় করিতে চাও, তবে তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না)। তৎপর "হাম্‌দ্ ও শোকর" এই অতি ক্ষুদ্র ও সহজোচ্চারিত শব্দদ্বয় যথা-যথভাবে ব্যবহৃত, ও প্রতি-পালিত হইলে, আল্লাহ্-তায়লার দয়া-দত্ত, উপরোক্ত দেবজন-বাঞ্ছিত অমূল্য "নেয়ামাত"-নিচয়কে আল্লাহ্-তায়লা কিরূপ দৃঢ় ও গভীরভাবে চিরস্থায়ী করতঃ অতি দ্রুত ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহাকে ক্রম-বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করিতে থাকেন, তাহা কল্পনারও কল্পনাতীত এবং ঐ অনায়াস ও সহজ-বাচ্য ছোট্ট "**হাম্‌দ্**" ও "**শোকর**" শব্দ দুইটী কত মূল্যবান ও কিরূপ অমূল্য-নিধি এবং উহার সার্ব্ব-মাঙ্গল্য, ও কল্যাণপ্রদ স্নিগ্ধ, শীতল, ও মনোরম, আশ্রয় সাহায্যে কত অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে, স্বল্প-শ্রমে কিরূপ অভাবনীয়, অভূত-পূর্ব্ব, অসংখ্য ও ধারণাতীত, অগণিত ও অগাধ সমৃদ্ধি, সুখ-শান্তি, সম্মান ও ইহ-পারলৌকিক বিত্ত, সম্পদ, সৌভাগ্য ও কুশল

লাভ হয়, তাহা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিবার ভাষা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। অতএব এই অতুলনীয় অথচ সহজ-লভ্য-স্পর্শমণি, ও স্বল্পশ্রমে আশাতীত ফল-প্রদায়ী, অমূল্য-নিধি "হাম্‌দ ও শোকরে" দেহ-মন-প্রাণ সম্পূর্ণ ভাবে বিনিয়োগ ও উৎসর্গ করা মানব মাত্রের পক্ষেই—একটী অবশ্য করণীয়-কর্ত্তব্য ও ফার্‌জ বিশেষ।

পরিশিষ্ট

এখন যদি কেহ বলেন যে, এই "তাছাওফ" (تصوف) অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার পথ যখন এতটা কণ্টক-সমাকুল, বিঘ্ন বহুল ও কঠিন, তখন এইরূপ কষ্টসাধ্য পথে পদার্পণ করিতে কে সাহসী হইবে ? যেমন আল্লাহ্-তায়লা স্বয়ংই ফরমাইতেছেন যথা—

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - لَا يَشْكُرُونَ
لَا يَعْقِلُونَ * (অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প লোকেই আমার শোকর করে, এবং অধিকাংশই শোকর, করে না ও শোকরের মর্য্যাদা জানে না ও বুঝে না)। উহার উত্তর এই যে, হাঁ এ পথ নিশ্চয়ই কঠিন বটে এবং সেই জন্য এ পথের পথিকও অতি অল্প ; কিন্তু বান্দার পক্ষে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎপর সোজা পথে নেওয়া না নেওয়া, আল্লাহ্-তায়লার হাত। কিন্তু বান্দা সত্যাগ্রহে (আজকালকার রাজনৈতিক হিন্দুয়ানী সত্যাগ্রহ নহে)" "সত্য-আগ্রহে" প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ভাবে এই পথে অবতীর্ণ হইলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়লার দয়া ও সাহায্য লাভ করিবে, যেমন আল্লাহ্-তায়লা ফরমাইয়াছেন যথা—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ *

(অর্থাৎ যাহারা এই পথের পথিক হইতে লালায়িত হইয়া বিশুদ্ধভাবে গভীর আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম ও চেষ্টা যত্ন করে তাহাদিগকে আমি পথ দেখাই এবং আল্লাহ্-তায়লা নিশ্চয়ই নেক্‌কার অর্থাৎ সৎকার্য্যকারী ও পুণ্যবানদের সহায়ক)। অতএব অতি দীন-হীন, নগণ্য, দুর্ব্বল, মানব এই পথে আত্মোৎসর্গ করতঃ তাহার সাধ্যায়ত্ব সম্পূর্ণ যত্ন চেষ্টায় প্রবৃত্ত ও রত হইলে, সেই অপার করুণাময়, মহিমাময় অসীম, শক্তিশালী আল্লাহ্-তায়লা, এ সসাগরা পৃথিবী যাঁহার নিকট মশকের একটী পক্ষাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম ও অতি তুচ্ছ, তিনি তাঁহার স্বীয় প্রতিশ্রুতি ও অনন্ত দয়া সত্বেও নগণ্য বান্দাদের ঐ আপ্রাণ—অক্লান্ত সত্য প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দিবেন বা দিতে পারেন, ভুলেও এরূপ সন্দেহ, চিন্তা বা ধারণা মনে জাগিতে পারে কি ? কখনই নহে। মানবের চেষ্টা আন্তরিক ও বিশুদ্ধ হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না ও নাই। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্-তায়লাই ফরমাইতেছেন যথা—

* إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা নিশ্চয়ই সৎকার্য্যকারীদের কার্য্যফল অর্থাৎ পুরস্কার বৃথা ও নষ্ট করেন না)। এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, মানবের আয়ু অল্প, অথচ এ পথ অতি দীর্ঘ ও বিঘ্ন-বহুল। অতএব এই ক্ষীণ আয়ু লইয়া মানব এই বহু সর্ত্তপূর্ণ এত গুলিন ঘাটি কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে! এ সমস্যা সমাধানের উত্তর-স্বরূপ আমিও বলি যে হাঁ ঠিক, এ সমস্ত

কথাই অতি সত্য; কিন্তু তোমার গভীর আন্তরিকতা-পূর্ণ আপ্রাণ সত্য প্রচেষ্টার উপর অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার করুণা-বারি সিঞ্চিত ও বর্ষিত হইলে ঐ আয়াস-সাধ্য, কণ্টকাকীর্ণ, বিঘ্ন-বহুল, কষ্ট-সাধ্য, দীর্ঘ পথও মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্ষীণ, ও কণ্টক পরিশূন্য, বিঘ্ন-বিহীন, সুগম, ও অনায়াস-সাদ্ধে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি, ঐন্দ্রজালিক প্রভাবান্বিত ব্যক্তির ন্যায়ই বিস্ময়স্তিমিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যাইবে ও অতিমাত্র তৃপ্তি ও সুখ-শান্তির আরাম-দায়ক নিশ্বাস ত্যাগে নিজেকে ধন্য মনে করিবে, এবং এই পথের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা, বিঘ্ন-বহুলতা, ও বিঘ্নহীনতা প্রত্যেক মানবের পক্ষে সমান ও একরূপ হয় না। ইহা মানবের আন্তরিকতা, একাগ্রতা, বিশুদ্ধতা ও ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং পথের এই সুগমতা ও দুর্গমতার ন্যায় সময়েরও তারতম্য হয়। কেহ এই পথ সত্তুর বৎসরে, কেহ বিশ বৎসরে, কেহ দশ বৎসরে, কেহ এক বৎসরে, কেহ বা একমাসে, কেহ এক সপ্তাহে, কেহ এক দিবসে, কেহ বা এক ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হয় এবং কেহ বা বিনা কারণে হঠাৎ অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার অতিরিক্ত দয়া ও কৃপা লাভে এক মুহূর্ত্তেই এই পথ বিদ্যুতের মত অতিক্রম করতঃ "মোতওয়াক্কেলুন" (متوکلون) "মোত্তা-কিয়ুন" (متقیون) "আরেফুন" (عارفون) "ছাবেরুণ" (صابرون) "রাজেয়ুন" (راضیون) শ্রেণীভুক্ত হইয়া বহু উর্দ্ধের এই সব অতি উচ্চাসনে উন্নিত ও সমাসীন হয়েন, এবং কোরাণ-শরিফে ইহার ভূরি, ভূরি প্রমাণও বর্ত্তমান আছে। যেমন

"আছহাব-কাহাফ" ও "ফের-আয়ুনের যাদুকর"গণের কেচ্ছা অর্থাৎ গল্প। আবার কেহ বা ঐরূপ, আল্লাহ্-তায়ালার অহেতুক ও আকস্মিক অতিরিক্ত দয়া লাভের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া এই ঘাটি-সমূহের একটী সামান্য ঘাটির ক্ষুদ্র শাখায় আবদ্ধ থাকিয়া নানারূপ সাধন, ভজন, বিলাপ, ও রোদনে, জীবন অতিবাহিত ও দেহপাত করিয়াও অভীষ্ট লাভে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিতেছে না। ইহাই হইল "তক্‌দিরের" লীলাখেলা। এখানে মানব ও সর্ব্বপ্রকার—সর্ব্বরকমের—সৃষ্টি ও প্রকৃতির শক্তি সম্পূর্ণ অচল, অবশ, অক্ষম, পরাভূত, ও বিপর্য্যস্ত। এই অদৃষ্টের উপর কাহারও টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিবার উপায় নাই, কেননা—

* ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْعَدْلِ الْحَكِيمِ (অর্থাৎ ইহা সেই পরম দয়াল, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও অতি ন্যায় ও সদ্বিচারক আল্লাহ্-তায়লার লিখিত তক্‌দির অর্থাৎ বিধিলিপি)। এইস্থলে যদি কোন অর্ব্বাচীন-মূর্খ এই প্রশ্ন করে যে, এ তারতম্য কেন হয়? আমরা সমস্তেই একইরূপ আল্লাহ্-তায়লার বান্দা হইয়াও একজন হঠাৎ এত অধিক সুখ, সৌভাগ্য, সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয় কেন? অন্যে কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমি তিন প্রকার ইষু ধার্য্যে যুক্তি তর্কের দ্বারায় প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। (প্রথম, ইষু) অহেতুকী দানে অন্যের প্রতিবাদ বৈধ কি না? (দ্বিতীয়, ইষু) দয়ায় পাত্র বিচার চলে কি না? (তৃতীয়, ইষু) আল্লাহ্-তায়লার শানে ঐরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত

বেয়াদবী অর্থাৎ ধৃষ্টতা-পূর্ণ কি না ? এখন একে একে, এই ইষু-ত্রয়ের যুক্তি-সঙ্গত ন্যায়-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথম ইষু—সম্পর্কে কোরাণ-শরিফ, হাদিছ-শরিফের কোন স্থলে বা এছলামী কোন ধর্ম্মগ্রন্থে কখনই ইহা উক্ত বা বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্-তায়লা বিনা-বিচারে ও বিনা-কারণে কেহকে কখনও কোনপ্রকার সামান্য একটু দণ্ড বা যাতনাও প্রদান করিয়াছেন, করেন, বা ভবিষ্যতে করিবেন ; বরং জোর গলায় ইহাই বলা হইয়াছে ও প্রচার করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্-তায়লা বিনা-কারণে অনেক সময় বহু ব্যক্তিকে অকস্মাৎ পুরস্কৃত ও সম্মানিতই করিয়াছেন, করেন ও করিবেন। এমন কি, বিনা কারণে স্বীয় অপার করুণা-মাহাত্ম্যে অসংখ্য, ঘোরতর-পাপিগণকেও অনেক সময় দোজখের ভীষণ দণ্ড হইতে মুক্তি প্রদানে বেহেস্তের অনন্ত-অক্ষয় ও চরম-সুখ সৌভাগ্য দান করিয়া কৃত-কৃতার্থ ও চরিতার্থই করিয়াছেন, করেন ও করিবেন। এমতাবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার এই অতিরিক্ত করুণা-বারি অহেতুকী ও আকস্মিক ভাবে বর্ষিত হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিলে অন্যের তাহাতে প্রতিবাদ, অভিমান বা গোঁসা করিবার কি অধিকার আছে, বা থাকিতে পারে ? বরং করিলে উহা একান্তই বেখাপ, অসঙ্গত, বেয়াদবি, চরম-ধৃষ্টতা ও নির্ব্বুদ্ধিতারই পূর্ণ-পরিচায়ক হইবে মাত্র।

দ্বিতীয় ইষু—অমুক ব্যক্তি দয়ার যোগ্য কি না ? এ বিচার তোমার আমার নহে, ইহার বিচার করিবেন যিনি দাতা-

তিনি। তুমি আমি উহাতে প্রতিবাদ করিলে, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা, নীচাশয়তা, ও মনের সংকীর্ণতাই প্রকাশ পাইবে মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান-বত্তা প্রকাশ পাইবে না বা কোনরূপ পৌরষ, যশ, ও পুরস্কারও লাভ হইবে না, বরং নিশ্চিতভাবে একমাত্র তিরস্কার ও লাঞ্ছনা, গঞ্জনাই লাভ হইবে মাত্র। তৎপর বিশ্ব-বিশ্রুত ও সর্ব্ব-জন-বিদিত "দয়ার নিকট পাত্র বিচার নাই" প্রবাদ বচনটীর অবমাননা ও অসম্মান করিয়া প্রতিবাদ করিতে যাওয়াও কি একান্তই ন্যায়-বিগর্হিত, মূর্খতা, হীন-চিত্ততা, ও অতি মাত্রায় দুষ্ট-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে ?

তৃতীয় ইষু—অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করার জন্য কোন নগণ্য দাতাকেও যদি যুক্তি-সঙ্গত ও শিষ্টাচার সম্মতভাবে কোন কিছুই বলা কহা না চলে বরং বলিলে নিজেকেই খাট, উপহসিত ও বিব্রত করিয়া তুলিতে ও অনুক্ষণ অন্যের ঠাট্টা বিদ্রূপই কেবল সহ্য করিতে হয়, তবে অপবিত্র অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য বীর্য্য হইতে যে নগণ্য ও হেয় মানবের উৎপত্তি, তাহার মুখে সেই পরম পাক, পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, বিরাট ও মহান আল্লাহ্-তায়লার অহেতুকী দান-দাক্ষিণ্য ও দয়ার প্রতিবাদ বা সমালোচনা করা শোভা পায় কি ? এবং করিলে ঐ বেয়াদবীর জন্য সেই ব্যক্তির ইহ-কালে সর্ব্বনাশ ও পরকালে নরকবাস ব্যতীত অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা থাকা বা হওয়া সঙ্গত ও উচিত হইত কি ? বা হওয়া

উচিত কি ? এবং ঐরূপ ধৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ্-তায়লার ভীষণ ও চরম দণ্ডের বিধান ও ব্যবস্থাই ঐ ধৃষ্টত্বের একমাত্র উত্তর হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় কোন, উত্তর হইতে বা থাকিতে পারে কি ? স্থূল কথা, "তারিকাত্" ও "মায়ারেফাতের" এই পার্থিব পথ-সমূহ ঠিক পরকালের "ছেরাত" নামক পুল পার হওয়ারই অনুরূপ। উহা যেমন কেহ বিদ্যুৎবেগে, কেহ মন্থর, কেহ বা অতি ধীর-গতিতে, যাহার যেরূপ পুণ্য ও ভাগ্য, সেই প্রকার এই পুল অতিক্রম করিবে ; কেহবা, আবার পুলের এ পারেই পড়িয়া থাকিবে, পার হওয়ার ভাগ্য আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। সেইরূপ পার্থিব এই "মায়ারেফাতের" পথেও মানবের পুণ্য ও ভাগ্যানুযায়ী তারতম্য ও ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হয়, এবং পার্থিব অন্যান্য সাধারণ পথ যেমন কোনপ্রকার যান-বাহনে আরোহণ করিয়া, কিম্বা পায় হাটিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়, মায়ারেফাতের এই পার্থিব পথ সেরূপ পায় হাটিয়া বা যান-বাহনে চড়িয়া অতিক্রম করা যায় না, এ পথে আত্মা-মন-প্রাণ ও হৃদয়রূপি— "পা" ও নানারূপ সৎ ও পুণ্যজনক-কার্য্যাদি "যান", ও অসংখ্য প্রকার এবাদাত-বান্দেগী, ও সাধন-ভজন, জপ-তপাদি "বাহন" সাহায্যে চলিতে, ও পার হইতে হয়, এবং যাহার যেরূপ "ইমান", "একিন", ধর্ম্ম-বিশ্বাস, জ্ঞান, পুণ্য-বল, ও ভাগ্য আছে, সেইরূপ-ভাবে এই পথে যাত্রা ও চলা আরম্ভ করিয়া কেহ বা স্বীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অল্পতা, অজ্ঞতা, দৌর্ব্বল্য ও এবাদাত্-বান্দেগী, সৎ ও

পুণ্য-জনক কার্য্যাদির অঙ্গহীনতা বা অপূর্ণতার জন্য শত বৎসরে, তদপেক্ষা দৃঢ়-চিত্ত ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসরে, তদপেক্ষা অধিক যোগ্যতম, বলিষ্ঠ, ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ-ব্যক্তি বার বৎসরে, বা এক বৎসরে, এমন কি এক মাসেও, লক্ষ্যে উপনীত হয়। আবার কেহ বা অপার করুণাময় আল্লাহ্-তায়লার অহৈতুকী ও আকস্মিক অতিরিক্ত কৃপার কল্যাণে, মুহূর্ত্তের মধ্যে—বিদ্যুৎগতিতে এই পথ অতিক্রম করতঃ লক্ষ্যে উপনীত হইয়া অভীষ্ট-লাভে জীবনকে পুণ্যময়, ধন্য, ও কৃত-কৃতার্থ করে। আবার কেহ বা দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বীয় অকর্ম্মণ্যতা, দুর্ব্বলতা, বিশ্বাস-হীনতা, অলসতা, ও অনভিজ্ঞতার, জন্য, সারাজীবন বৃথা চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এই অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলেও আমরা আমাদের সেই একমাত্র মুনিব আল্লাহ্-তায়লার একান্ত অধীন আজ্ঞাবহ দাস বলিয়া মানব মাত্রকেই প্রভুর অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লার আদেশ অবশ্যাবশ্য অক্ষরে, অক্ষরে প্রতিপালন করিতেই হইবে ; কেননা, দাস মাত্রই প্রভুর আদেশ পালনে অবশ্য বাধ্য, এবং অপালনে তাহার ভাগ্যে দণ্ড ও যাতনা ভোগ যেমনই অনিবার্য্য, আদেশ পালনে পুরস্কার লাভও তেমনই অবধার্য্য। উপরোক্ত বিষয়টী আরো একটু পরিষ্কার ও উত্তমরূপে হৃদ্-বোধের জন্য এই সংসারে প্রায় নিত্য-ঘটিত ও পরিদৃষ্ট একটী সরল, সুন্দর উদাহরণ প্রদান করিতেছি, যথা—এই সংসারে আমরা একরূপ প্রায় নিত্যই দেখিতে পাই যে আমাদের আদেশ একইরূপ ও

সমভাবে পালনকারী ভৃত্যগণ মধ্যে, বিনা কারণে হঠাৎ কেহকে কখন অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, এবং কখন কখন ঐ স্নেহ প্রাপ্ত ভৃত্যের বেতন অহেতুকীভাবে কেবল মাত্র অতিরিক্ত স্নেহ-দয়া বশতঃই বর্দ্ধিত ও তাহাকে পুরস্কৃতও করিয়া থাকি। অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্যরত ও আদেশ পালনকারী ভৃত্যগণের বেতন, বৃদ্ধি বা তাহাদিগকে পুরস্কৃত না করিলেও বিনা অপরাধে ঐ ভৃত্যগণকে কখনই তিরস্কার বা দণ্ড প্রদান করি না, বা উহাদের বেতনও কর্ত্তন করি না; কিন্তু কাজে অবহেলা বা আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে ঐ অতিরিক্ত দয়া ও স্নেহ-প্রাপ্ত ভৃত্যেরও বেতন কর্ত্তন কি তিরস্কার ও শাসন করিতে, বা অন্য কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে, একটুও ইতস্ততঃ, দ্বিধা, বা শঙ্কোচ বোধ করি না। অবিকল এইরূপ প্রভু—আল্লাহ্-তায়লার নির্দ্দেশিত পথে তাঁহার মানব দাসগণকে অবশ্য চলিতেই হইবে এবং তাঁহার প্রতি আদেশ ও বিধি-নিষেধ অক্ষরে, অক্ষরে, বর্ণে-বর্ণে, যথাশক্তি আপ্রাণ চেষ্টায় পালনে আত্মোৎসর্গ করিতেই হইবে। দাসের ভাগ্য-দোষে প্রভুর অতিরিক্ত স্নেহাকর্ষণে বঞ্চিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে ব্যর্থ-মনোরথ হইলেও বেতনের টাকা-রূপি-পানাহার ও অন্য নানাবিধ দয়া দাক্ষিণ্যাদি হইতে তো কিছুতেই বঞ্চিত হইতে, কিম্বা আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে আদেশ অমান্য বা কার্য্যাবহেলা-জনিত পাপের কঠোর দণ্ডে যে কখনই দণ্ডিত হইতে হইবে না ইহা স্থির-নিশ্চিত।

অতএব যথাসাধ্য অতি-নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র অন্তরে, গভীর আন্তরিকতা, প্রাণপণ যত্ন-চেষ্টা, ও অতি তৎপরতার সহিত সেই মঙ্গলময় আল্লাহ্-তায়লাকে পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করতঃ তাঁহার প্রতি-আদেশ ও বিধান অবনত-মস্তকে, সানন্দ-চিত্তে সাগ্রহে অনন্য-মনে, অক্ষরে, অক্ষরে পালন করার জন্য, স্বীয় ধন-জন, দেহ-মন-প্রাণ অতি দৃঢ় ও স্থায়িত্বতার সহিত চিরতরে উৎসর্গ ও আত্ম-সমাহিত করিয়া ইহ ও পরকালে নিশ্চিন্ততা, নিরাপদতা ও পূর্ণ-মুক্তির আশায় তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করিয়া থাকা—"**মান-ও-হুষ**" বিশিষ্ট "**মানুষ**"—পদবাচ্য, ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য, বিধেয়, ওয়াজেব, ও ফারজ, যেমন উক্ত হইয়াছে—

* يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপ কাজ ও আদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ মানবের পক্ষে যাহা ভাল, তাহাই তিনি করিয়া থাকেন)।

এই স্থলে কোন অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ভ্রান্ত-মানব, যদি প্রশ্ন করে যে, এই সত্য-পুতঃ-পবিত্র ধর্ম্মের পথে এত পরিশ্রম ও কষ্ট-স্বীকারে জীবন অতিবাহিত করিবার উপকারিতা ও সার্থকতা কি? তাহার উত্তর এই যে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানব মাত্রেই এই দুইটী জিনিষকে জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, কাম্য ও ইপ্সিত বস্তু বলিয়া মনে করে। **এক** সর্ব্বপ্রকার রোগ-শোক, আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র

ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ **নিরাপদতা**। দ্বিতীয় সর্ব্বপ্রকার, ধন-জন, শান্তি, বিত্ত-সম্পত্তি, সুখৈশ্বর্য্য সম্মান, সম্পদ, ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া—অর্থাৎ সুখ-সম্পদ, বিত্তাধিকারী হওয়া অর্থাৎ **সুখ ও বিত্তশালিতা**, উহা ইহকালীয়, পরকালীয়, বা উভয়-কালীয়, যে কোন কালীয়ই হউক না কেন, এবং উক্ত উভয় জিনিষ বা উহার কোন একটী লাভ করিতে সক্ষম হউক বা না হউক এবং উহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনপ্রকার নিশ্চয়তা ও স্থিরতা না থাকা সত্ত্বেও মানব ঐ জিনিষ দুইটীর প্রাপ্তি ও লাভাশায় অকুণ্ঠিত-চিত্তে উন্মত্তবৎ জীবনপাত চেষ্টা, পরিশ্রম ও যে কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ, এমন কি, স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতেও ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করে না। এমতাবস্থায় এমন কোন সহজ পন্থা ও উপায় যদি নির্দ্দেশ করা যায়, যাহাতে ঐ উভয় জিনিষই নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, ও স্বল্পায়াসে লাভ হইতে পারে, তবে সেই পন্থা অনুসরণ-জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখ-কষ্ট, শ্রম ও আয়াস স্বীকার করা কি বুদ্ধি-জীবী মানবের পক্ষে অতি অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিধেয় নহে? ধর—সামান্য এক কোটী টাকা লাভের লোভে আমরা যে কেহ যদি সানন্দ চিত্তে, অকাতরে, প্রফুল্ল-বদনে আটচল্লিশ ঘণ্টার নিমিত্ত নিরম্বু উপবাস ও যে কোন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, শীতাতপ কষ্ট-ভোগ ও সহ্য, করিতে পারি ও প্রস্তুত হই; তবে ঐ তুলনায় শত-সহস্র বা ততোধিক কোটী টাকা ও তৎসহ অফুরন্ত সুখ-শান্তি, সম্মান-সৌভাগ্য ও ধন-জনাদি

প্রাপ্তির আশায় মাত্র বার ঘণ্টার জন্য উপবাস ও তদনুপাতে স্বল্প-পরিমিত দুঃখ, কষ্ট ও শ্রমকে, সম্ভ্রম-সমাদর ও সানন্দ-ব্যাগ্রচিত্তে, গ্রহণ-বরণ ও স্বীকার করিয়া না নেওয়া কি একান্তই মূর্খতা, বাতুলতা ও উন্মত্ততার পরিচায়ক নহে? হাঁ—ইহা নিশ্চয়ই বাতুলতা। এই উদাহরণে প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা ও কঠোর সত্যের প্রতি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মানব মাত্রকেই অবনত-শিরে হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও প্রদর্শন করিতেই হইবে এবং জ্ঞানী ও ধী-মান মাত্রেই উহা স্বীকার করিতে বাধ্য এবং মুক্ত-কণ্ঠে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে ও মানিয়া লইতেই হইবে যে, আল্লাহ্-তায়লার নির্দ্দেশিত একমাত্র পথ ভিন্ন, মানব জীবনের এই অতি কাম্য, আরাধ্য ও ইপ্সিত উভলোকে ও সর্ব্বকালীয় "বিপন্মুক্তি" ও "সম্পদপ্রাপ্তি" অর্থাৎ "নিরাপদতা" ও "সুখ-বিত্তশালিতা" বস্তুদ্বয় প্রাপ্ত হইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। আল্লাহ্-তায়লার নির্দ্দিষ্ট পথই উহা লাভের একমাত্র পন্থা, তদ্ব্যতীত পন্থান্তর ও গত্যন্তর—নাই, নাই, নাই। অতএব এই অকিঞ্চিৎকর—মায়া-মোহময়ী নশ্বর-ধরা-ধামে, ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবাত্মাকে সফল-জনম সার্থক-জীবনে, পরিণত করিয়া সর্ব্বজনীন-ইহ-পারলৌকিক বিপন্মুক্তি ও অবিনশ্বর, অনন্ত, অফুরন্ত, সুখ-সম্পদ লাভাশায়, সেই পরম দয়াময় আল্লাহ্-তায়লার নির্দ্দেশিত শারিয়াতের, সত্য, সরল, পুণ্য, পূত, পবিত্র, মঙ্গলদায়ক, জ্যোতির্ম্ময় সুমহান একমাত্র রাজবর্ত্মকে স্বীয় ব্যক্তিত্বত্যাগে প্রাণপণ শক্তি, শ্রম, অধ্যবসায়

ও বিশুদ্ধ, গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম-প্রীতি, বিশ্বাস-ভালবাসায় আপনা ভুলিয়া, নাফ্‌ছ-বিজয়ী নিপুণতা ও দৃঢ়তার সহিত অনুসরণে আত্মোৎসর্গ করতঃ আল্লাহ্‌-তায়লার উপর পূর্ণ "তাওয়াক্কোল" ও সর্ত্তবিহীন আত্ম-সমর্পণ করা, মানব মাত্রের পক্ষেই নিঃসন্দেহে অবশ্য কর্ত্তব্য, পাল্য, বিধেয় ও ফারজ, এবং মানবের সার্ব্বত্রিক, চিরস্থায়ী, অনন্ত, অফুরন্ত সদা বর্দ্ধনশীল, সার্ব্ব-লৌকিক সুখ-সৌভাগ্য লাভের ও প্রাপ্তির ইহাই একমাত্র চরম ও পরম পন্থা।

এ অধম দীন, হীন, অতি পাপী, ঘোর-পাতকী, অনুবাদক তাহার নিজের ও সমগ্র মোস্লেম ভ্রাতা-ভগিনিগণের পক্ষে এই অমূল্যনিধি প্রাপণ ও লাভাশায় তাঁহার পাক, পবিত্র, মহান, করুণাময়, সদয়-দরবারে, গললগ্নি-কৃত-বাসে, রক্তাশ্রু-পূর্ণলোচনে, যুক্ত করে, বিশুদ্ধ-মনে, ব্যগ্র-চিত্তে, সকরুণ, সবিনয়, প্রার্থনা ও নিবেদন করিতে করিতে এই বহির পরিসমাপ্তি ও উপসংহার করিতেছে। * آمین ثم آمین

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

تمت

এই পুস্তকে ব্যবহৃত আরবী-পারসী শব্দাবলী ও সংক্ষিপ্তাক্ষরের অর্থ

১। (দঃ) "দরুদ শরিফ" পড়িতে হইবে।

২। (রাজিঃ) "রাজি আল্লাহো-আন্‌হো" পড়িতে হইবে

৩। (আঃ) "আলায়হেমোছ্‌ছালাম" পড়িতে হইবে।

৪। (রাহঃ) "রাহ্‌মাতোল্লাহ্‌-আলায়হে" পড়িতে হইবে।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ

অ অ অ

অলী (ولی)—দোস্ত, বন্ধু, ফকির।

অলী-আল্লাহ্ (ولی الله)—আল্লাহ্‌র-বন্ধু, ও ফকির।

আ আ আ

আজাব (عذاب)—শাস্তি, দণ্ড।

আয়েত (آیت)—চরণ, পূর্ণপদ, অর্থাৎ একটী পরিপূরিত বাক্য।

আবেদ (عابد)—উপাসক, সাধক।

আলেম (عالم)—জ্ঞানী, অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

আলেমান (عالمان و علماء)—আলেমের বহুবচন, অর্থাৎ জ্ঞানী, ও এছলাম ধর্ম্মাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

আমল (عمل)—কাজ, ক্রিয়া, কার্য্য-কলাপ।

আমল (امل)—আশা।

আদলের নিক্তি বা মিজান (میزان)—মিজান নামক পরকালের সেই তুলাদণ্ড যাহাতে পাপ, পুণ্য তুলিত হইবে।

আমানাত্ (امانت)—গচ্ছিত, ডিপোজিট (Deposit)।

আমিরে-শারিয়াত্ (امیر شریعت)—শারিয়াতের কর্ত্তা, অর্থাৎ এছলাম শাস্ত্রানুযায়ী অনুশাসনকারী।

আকেলা (اكلا)—এক প্রকার রোগের নাম, এই রোগে দেহের মাংস ক্ষয় করে।

আজাল (ازل)—সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিবার বহুপূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্-তায়লা তাঁহার "লাওহ্-মাহ্ফুজ" নামক স্বর্গীয় পবিত্র শ্লেটে যখন সমস্তের অদৃষ্ট-লিপি লেখেন, সেই সময়টিকে বলে।

আমল-নামা (نامۂ عمل)—মানবের স্বকৃত পাপ-পুণ্যের দৈনিক-লিপি।

আরেফুন (عارفون)—আল্লাহ্-প্রাপ্ত মহাত্মাগণ, অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্-তায়লাকে চিনিয়াছেন ও জানিয়াছেন।

ই ই ই

ইঞ্জিল (انجیل)—হজরত্ ইছার (আঃ) উপর অবতীর্ণ স্বর্গীয় কেতাবের নাম।

ইলা (ایلاء)—পত্নী পরিত্যাগের বিধান বিশেষ।

ইমান (ایمان)—ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত স্থির ও গাঢ় বিশ্বাস, যাহা ভিন্ন মোসলমান হওয়াই যায় না।

ইব্লিছ (ابلیس)—শয়তানের এক নাম (শয়তান শব্দ দেখ)।

এ এ এ

এবাদাত্‌-বান্দেগী (عبادت بندگی)—সাধনা, ভজনা, উপাসনা।

এলেম (علم)—জানা, অবগত হওয়া, ধর্ম্মবিদ্যা, ও জ্ঞান।

এলহাম (الهام)—প্রত্যাদেশ, অর্থাৎ স্বপনে বা জাগরণে মানব মনে যে সকল পুণ্য-জনক কার্য্যের ও কথার প্রেরণা জাগে বা উদয় হয়, তাহাকে বলে।

এহ্‌ছান (احسان)—উপকার, পরহিত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

এমাম (امام)—অগ্রবর্ত্তী, নামাজ, বা অন্য যে কোন সৎকাজে যিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ ধর্ম্মনেতা।

এখ্‌লাছ (اخلاص)—একনিষ্ঠতা, এক-চিত্ততা।

একিন (يقين)—অতি দৃঢ়, অবিকম্পিত স্থির বিশ্বাসকে বলে।

এয়া (يا)—সম্বোধন বাচক, হে, ! বা, ওহে ! ইত্যাদি।

এলাহী (الهى)—আল্লাহ্‌-তায়লার একটী নাম।

এফ্‌তার (افطار)—উপবাস ভঙ্গের জন্য প্রথম যে খাদ্য খাওয়া হয়।

এজমায়ে-ওম্মাত্‌ (اجماع امت)—মাননীয় ছাহাবা ও তাঁহাদের সম-সাময়িক বা পরবর্ত্তী অতি সচ্চরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান মোস্লেম ভ্রাতাগণের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল।

এছমাত্‌ (عصمت)—পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা, পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা।

ও ও ও

ওয়াদা (وعده)—প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি।

ওয়াজেব (واجب)—কর্ত্তব্য, পালনীয়, করণীয়

ওয়াছ্-ওয়াছা (وسوسه)—মানব-মনে যে সকল, মন্দ ও পাপ-জনক প্রেরণার উদয় হয়।

ওজু (وضو)—নামাজের জন্য নিয়মানুগভাবে হস্ত, মুখ, পদাদি প্রক্ষালন ও ধৌত করা।

ওয়ায়েজ (واعظ)—ধর্ম্ম-বক্তা, সদুপদেষ্টা।

ওয়াজের মাজলেছ (مجلس وعظ)—ধর্ম্ম-সভা।

ওজব (عجب)—আত্মগর্ব্ব, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-গরিমা।

ওম্মাত্ (امت)—অনুবর্ত্তক, পায়গাম্বারের অনুবর্ত্তী, অর্থাৎ শিষ্যগণকে বলে।

ক ক ক

কাফন (كفن)—যে বস্ত্রের দ্বারায় মোসলমানদের শব আবৃত করিয়া কবর দেওয়া হয়, অর্থাৎ সমাহিত করা হয়।

করম (كرم)—দয়া, অনুগ্রহ।

কালেমা, বা কালাম (كلمه يا كلام)—কথা, বাক্য, শব্দ।

কাওয়াদেহ্ (قوادح)—বিনাশক, বিদারক, অনিষ্ট ও অপকারক-বস্তু ও জিনিষ সকলকে বলে।

কোরাণ-শরিফ (قرآن شريف)—বিখ্যাত মোস্লেম ধর্ম্ম-গ্রন্থ, যাহা আমাদের মহামান্য পায়গাম্বার হজরত্ (দঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছে।

কেবের (كبر)—অহঙ্কার।

কেয়ামাত (قيامت)—মহাপ্রলয়, অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ দিন।

কবরের আজাব (عذاب قبر)—সমাধি-গহ্বরে পাপী মানবের উপর যে সকল শাস্তি হয়।

কেরামন-কাতেবায়েন (كراماً كاتبين)—মানবের স্বকৃত পাপ-পুণ্যের দৈনিক-লিপি-লেখক, ফেরেস্তা-দ্বয়ের নাম।

কবুল (قبول)—স্বীকার করা, গ্রহণ ও মঞ্জুর করা, গ্রাহ্য করা।

কাজা (قضا)—পরিশোধ করা, পরিত্যক্ত কাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও নিয়তি।

কবিরা (كبيرة)—বড় পাপ, বৃহৎ পাপ।

কাজী (قاضی)—বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ মোস্লেম ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুরূপ বিচার-কারী, বিচারক।

কোদরাত্ (قدرت)—শক্তি, বল, বীর্য্য।

কাফের (كافر)—গোপনকারী, অমান্যকারী, অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্ম-গোপন ও অমান্যকারী।

কোফর (كفر)—গোপন করা, অমান্য-করা, অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্ম-গোপন করা ও অমান্য করা।

কোফরী (كفری)—গোপনকর, অমান্যকর কাজ, অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্ম-গোপনকর ও অমান্যকর কাজ :

খ খ খ

খাওফ্ (خوف)—ভয়, ভীতি, ত্রাস।

খেয়ানাৎ (خیانت)—বিশ্বাস ঘাতকতা, অপচয়।

খালেছ (خالص)—বিশুদ্ধ, নির্ম্মল।

খাহেশে-নাফ্ছ, বা হাওয়া, বা খাত্রায়ে-নাফ্ছানী (خواهش نفس يا هوا يا خطرهٔ نفسانی)—লোভ, ভোগ-লালসা, বিলাস-বাসনা ; কামেচ্ছা, প্রভৃতি, মনের মন্দ প্রেরণা ও প্রবৃত্তি-নিচয়কে বলে।

খাত্‌রায়-রাহ্‌মানী (خطرهٔ رحمانی)—আল্লাহ্‌-তায়লার পক্ষ হইতে যে সকল পুণ্যময়, সদিচ্ছা, বিবেক, সুমতি, ইত্যাদির প্রেরণা মনে জাগে।

খায়ের (خیر)—পুণ্য, সৎ, উত্তম।

খাত্‌রা (خطره)—এই প্রেরণা বহু প্রকার হয়, যথা—সু, কু, দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা, বা ইতস্ততঃ ও অনুশোচনাপূর্ণ, বা ধীর, স্থির ও দ্বিধাশূন্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গ গ গ

গোস্সা (غصه)—রাগ, ক্রোধ, কোপ, রোষ।

গায়েব (غیب)—চক্ষুর আগোচর, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ.

গোছল (غسل)—স্নান।

গোমরাহী (گمراهی)—বিপথ, কুপথ, ভ্রান্ত-পথ, অধর্ম্মের পথ, ইত্যাদি।

গোনাহ্‌ (گناه)—পাপ, অনাচার, কলুষতা,।

গাওছ (غوث)—ইহার ব্যবহারিক অর্থ, আল্লাহ্‌-তায়লার শ্রেষ্ঠ ফকির, খোদা-প্রাপ্ত-শ্রেষ্ঠ-মহাত্মা। ফকির, ও ছুফি মহোদয়গণের বহু শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী ও পদের নাম নিম্নে লিখা হইল—সর্ব্বোচ্চ পদ (১) গাওছোল-আজাম্, তৎপর (২) গাওছ, তৎপর (৩) আওতার, (৪) আওতাদ, (৫) আবদাল, (৬) কোতব, (৭) অলী, (৮) দোরভেশ, (৯) ফকির ইত্যাদি।

চ চ চ

চুগলী (چغلی)—কানকথা বলা, কোটনামি করা অর্থাৎ অগোচরে এক ব্যক্তির নিন্দা-সূচক কথা অন্য ব্যক্তিকে বলা।

ছ ছ ছ

ছওয়াব (ثواب - صواب)—পুণ্য, ও পুণ্যের-পুরস্কার, সৎকাজ, উত্তম কাজ ইত্যাদি।

ছাবার (صبر)—ধৈর্য্য।

ছারা-জাহান (سارا جہان)—আকাশ-মেদিনী সহ সমস্ত জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি।

ছাহাবা (صحابا)—আমাদের মহামান্য হজরতের (দঃ) বয়প্রাপ্ত স্থির-মস্তিষ্ক মোস্লেম সহচর, পার্শ্বচর, অনুচর-বর্গ, মহোদয়গণ (রাজিঃ)।

ছেরাত (صراط)—পথ, ও নরকের উপরিস্থ অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণধার সেতু, যাহার উপর প্রত্যেককেই আরোহণ করিতেই হইবে।

ছাগিরা (صغیرہ)—ছোট, ক্ষুদ্র পাপ।

ছোন্নাত (سنت)—মাহামান্য হজরতের (দঃ) উক্তি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও আদেশাবলীকে বলে।

ছুফি (صوفی)—মহাত্মা, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, অলী।

ছালেক (سالک)—শব্দার্থ, পথিক, পান্থ, যে পথচলে, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ, গৃহী-ফকির, সাধু, ছুফি, অলী, ইত্যাদি।

ছাবেরুণ (صابرون)—ধৈর্য্যাবলম্বী, ধৈর্য্যশীল, মহৎ ব্যক্তিগণ, ইহার এক বচন "ছাবের"!

ছালামাতি (سلامتی)—ভয়শূন্য হওয়া, নিষ্কৃতি লাভ করা, রক্ষা ও পরিত্রাণ পাওয়া।

ছাবের (صابر)—ধৈর্য্যশীল, ধৈর্য্যশালী, অর্থাৎ যে মহাত্মা ও মহাপুরুষ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে, ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, ইহার বহুবচন "ছাবেরুণ"।

জ জ জ

জ্বেন্ (جن)—দৈত্য, দানা, পরী।

জাকাৎ (زكوة)—দরিদ্রগণকে বিতরণ জন্য শারিয়াত্-নির্দ্দিষ্ট অবশ্য দাতব্য অর্থকে বলে।

জেনা (زنا)—ব্যাভিচার, পরদার গমন।

জামানা (زمانه)—সময়, কাল, যুগ, যেমন—কলিকাল, সত্যযুগ ইত্যাদি।

জোময়া (جمعه)—শুক্রবারের বিশেষ নামাজ।

জামায়াত্ (جماعت)—সমাজ, দল, একত্রিত বহু লোক।

জেকের (ذكر)—আল্লাহ্-তায়লার নাম জপ করা।

জবুর (زبور)—হজরত্ দায়ুদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ আছমানী অর্থাৎ স্বর্গীয় কেতাবের নাম।

ত ত ত

তারিকাত্ (طريقت)—পথ, আত্মা-শুদ্ধির পথ, অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্তি ও ফকিরী লাভের পথ।

তাওফিক্ (توفيق)—সৎকাজ করিবার সৌভাগ্য, ও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া।

তওবা (توبہ)—পাপ বিমুক্তির প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তকে বলে।

তাওরিত্ (توریت)—হজরত্ মুছার (আঃ) উপর অবতীর্ণ স্বর্গীয় কেতাবের নাম।

তাহারাত্ (طہرت)—পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, স্নান ইত্যাদি।

তাওয়াক্কোল (توکل)—আল্লাহ্-তায়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ভরসা করা।

তাফ্ভিদ বা তাফ্ভিজ (تفویض)—আল্লাহ্-তায়লাতে আত্ম-সমর্পণ ও আত্মনিবেদন, ও উৎসর্গ করা।

তুল-আমাল (طول امل)—দীর্ঘআশা, অসীম বা অফুরন্ত আশা।

তাজিম (تعظیم)—শ্রদ্ধা, উচ্চ সম্মান, সম্ভ্রম।

তালাক (طلاق)—পত্নী পরিত্যাগের বিধান।

তায়েব (تائب)—তওবাকারী, প্রায়শ্চিত্তকারী।

তোহ্মাত্ (تہمت)—অপবাদ, মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার।

তছবিহ্ (تسبیح)—জপের মালা ও মালা জপ করা।

তওবাতুন্নছুহা (توبۃ النصوحا)—অতি বিশুদ্ধ ও খাঁটি তওবা, অনড় ও অটল প্রায়শ্চিত্ত।

তাক্ওয়া (تقوی)—পাপ ও সংসার লোভ-পরিশূন্যতা, ও ত্যাগ স্বীকার করা।

তাক্দির (تقدیر)—অদৃষ্ট-লিপি, অদৃষ্ট, বিধিলিপি, ইত্যাদি।

তাহ্লিল (تحلیل و تحلیه)—হালাল করা, হজম করা, গুণ কীর্ত্তন করা ইত্যাদি।

তাওয়াজো (تواضع)—বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য।

দ দ দ

দোজখ (دوزخ)—নরক।

দুনিয়া (دنیا)—পৃথিবী, সংসার, ইহকাল।

দুনিয়াদার (دنیا دار)—সংসারী।

দিয়াত্ (دیت)—প্রাণের বিনিময়ে অর্থদণ্ড, শারিয়াত্ নির্দ্দিষ্ট উহার মোটামুটি পরিমাণ ১২০০০৲ বার হাজার টাকা হইতে উর্দ্ধে ৩০০০০০৲ তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত।

দিনী (دینی)—পরকালীয়, পারলৌকিক, পারত্রিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়।

দুনিয়াভী (دنیاوی)—ইহকালীয়, পার্থিব, ইহলৌকিক।

দবদবা, শান, শাওকাৎ (دبدبا - شان - شوکت)—একই অর্থ-বোধক শব্দ, অর্থাৎ জাঁক, জমক, ঘটা, সমারোহ, আড়ম্বর ও সম্ভ্রম, ইত্যাদি।

দরগাহ্— (درگاہ) দ্বার, দরবার, রাজসভা ইত্যাদি।

ন ন ন

নেয়্মাত (نعمت)—বহুমুল্যবান ও মহার্ঘ্য জিনিযাত, ও পুরস্কারাদি।

নাফারমানি (نافرمانی)—আদেশ লঙ্ঘন, অমান্য ইত্যাদি।

নাফ্ছ ও নাফ্ছে-আম্মারা (نفس - نفس - اماره)—জীবাত্মা, ও মানব অভ্যন্তরের সেই শক্তি বা প্রবৃত্তিটী, যাহা মানবকে সর্ব্বদা, পাপ, ভোগ-বাসনা, বিলাস-লিপ্সা, ও সাংসারিক সুখ ও নানারূপ মন্দ কার্য্যাদির দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

নবী, রছুল, পায়গাম্বার (پیغمبر - رسول - نبی)—আল্লাহ্-তায়লার বার্ত্তাবহ, প্রেরিত পুরুষ।

নাজেল (نازل)—অবতীর্ণ।

নফল (نفل)—সেই সকল কাজ যাহা না করিলে পাপ হয় না, কিন্তু করিলে পুণ্য হয়।

নামাজ (نماز)—মোসলমানদের অবশ্য করণীয় উপাসনা, যাহা না করিলে "মোসলমান" হইতেই পারা যায় না। মোস্লেম ও অমোস্লেমের পার্থক্য এই নামাজ।

নেফাছ (نفاس)—সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের যে অশৌচ হয় তাহার নাম।

নিয়ত (نيت)—সঙ্কল্প, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা।

নেকী (نيكى)—পুণ্য, সৎ, ও উত্তম কাজ।

নেফাক (نفاق)—মনে এক, মুখে আর, অর্থাৎ মনে এক কথা, মুখে অন্য কথা।

নেক্‌বাখ্‌ত (نيك بخت)—পুণ্যবান, ধার্ম্মিক, সৎপ্রবৃত্তি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প প প

পারহেজগার ও মোত্তাকী (پرهيزگار - متقى)—শুদ্ধাচারী, নির্লোভ, পুণ্যাত্মা, ত্যাগী, নির্লিপ্ত-সংসারী।

পাক (پاك)—পবিত্র।

পয়দা (پيدا)—সৃষ্টি, জন্ম।

পায়গাম্বার—(নবী, শব্দ দেখ)।

ফ ফ ফ

ফজল (فضل)—আল্লাহ্-তায়লার অপরিসীম দয়া, দাক্ষিণ্য ও অপার করুণা, কৃপা, ইত্যাদি।

ফার্‌জ (فرض)—অবশ্য কর্ত্তব্য ও পালনীয় কাজ, যাহা না করিলে বা অবহেলা করিলে, নরক ভোগ অবধারিত ও অনিবার্য্য।

ফেরেস্তা (فرشته)—দেবতা, স্বর্গীয় দূত।

ফেরেববাজ (فریب باز)—শঠ, ধোকাবাজ, প্রবঞ্চক অর্থাৎ যে শঠতা করে ও লোককে ধোকা দেয় ও প্রতারক।

ফার্‌জে-আয়েন (فرض عین)—মোসলমানদের পক্ষে তড়িৎপাল্য অর্থাৎ অব্যাজে তৎক্ষণাৎ ও তম্মুহূর্ত্তে অবশ্য পাল্য ও করণীয়, কাজ সকলকে বলে।

ফার্‌জে-কেফায়ঃ (فرض کفایه)—সেই প্রকার কর্ত্তব্য ও কার্য্যসমূহ, যাহা কতিপয় মোসলমান পালন করিলেই সমগ্র মোসলমান কর্ত্তৃক উহা প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু কোন মোসলমানই যদি উহা পালন না করেন, তবে জগতের সমগ্র মোসলমান সম্প্রদায় উহার জন্য সমভাবে পাপী ও দায়ী হইবেন। আর কতিপয় মোসলমান উহা পালন করা সত্বেও যদি অন্য কোন মোসলমান পুনঃ তাহা করেন, তবে তাঁহার অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হইবে। যেমন জানাজার নামাজ (মৃতের সৎকার) ও সমস্ত কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করা, ও আবশ্যকাতিরিক্ত ধর্ম্ম-বিদ্যা শিক্ষা করা ইত্যাদি।

ফেত্‌রা (فطره)—উপবাসের মাসে দরিদ্রগণকে দান করার জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের নাম।

ফেত্‌না (فتنه)—অমঙ্গল, দুষ্ট, মন্দ সময়, অর্থাৎ কলিকাল ইত্যাদি।

ফাকিহ্ (فقیه)—এছলাম ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তা, দার্শনিক পণ্ডিত অর্থাৎ শারিয়াত্-অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

ব ব ব

বেহেশ্ত্ (بهشت)—বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ।

বদ্‌বখ্‌ত ও বে-নছিব ও বদ-নছিব (بد بخت و بے نسیب و بد نسیب) মন্দভাগ্য, দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য, অভিশপ্ত ব্যক্তি।

বালাম-বাউর (بلعم باعور)—জনৈক ইহুদী-বংশীয় দুর্ভাগ্য ফকিরের নাম, পরিণামে যে ধৰ্ম্মত্যাগী-কাফের হইয়াছিল।

বারিতালা (باری تعالی)—অল্লাহ্-তায়লার নাম।

বান্দা (بندہ)—দাস, ভৃত্য।

বে-এলেমী (بی علمی)—ধৰ্ম্ম-বিদ্যাহীন ও জ্ঞানহীন, মূর্খ।

বোজর্গ (بزرگ)—মহামাননীয়, শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হ, শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ ইত্যাদি।

বাদয়াৎ (بدعت)—এছলামে যে কোনপ্রকার নব-সংস্কার, বা নূতন যে কোনরূপ আচার, রীতি-নীতির সৃষ্টি বা প্রচলন করা।

বদি (بدی)—মন্দ, পাপ, দুষ্ট।

বে-ইমান (بی ایمان)—স্বর্গীয় পবিত্র-এছলাম ধৰ্ম্মে-বিশ্বাসহীন ব্যক্তি।

বানি-এছরাইল (بنی اسرائیل)—হজরত্ মুছা ও ইছার (আঃ) ওম্মত ও স্ববংশীয় যথা—ইহুদী ও খৃষ্টান।

বরকৎ (برکت)—পুণ্যের সহিত বৰ্দ্ধিত হওয়া, বাড়ন্ত, অফুরন্ত।

ম ম ম

মায়ারেফাত্ (معرفت)—চিনন, জানন, অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়লা ও তাঁহার মহিমা, গুণাবলী, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাদির সহিত সূক্ষ্মভাবে পরিচিত হওয়া।

মঞ্জুর—("কবুল" শব্দ দেখ)।

মোত্তাকী—("পারহেজগার" শব্দ দেখ)।

মাছ্‌লা (مسئلة)—শারিয়াতের বিধি-নিষেধ সম্পর্কীয় বিধান, ও উহা জানার জন্য প্রশ্ন করা।

মেয়েরাজ (معراج)—যে রাত্রিতে আমাদের মহামান্য হজরত্ (দঃ) সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

মায়য়াজেজা (معجزا)—মানব শক্তির অতীত, অভাবনীয়, অনৈসর্গিক, ও ঐশী শক্তি সম্পন্ন কার্য্যকলাপ সমূহ।

মোন্‌কের নকীর (منكر نكير)—মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে প্রথম যে দুইজন প্রশ্নকারী ফেরেস্তা আসেন, তাঁহাদের নাম।

মাফ্ (معاف)—ক্ষমা, মুক্তি, পরিত্রাণ।

মোনাজাত (مناجات)—শারিয়াত্ নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উভয় হস্তোত্তলন করিয়া আল্লাহ্-তায়লার নিকট যাজ্ঞা ও প্রার্থনা করা বা চাওয়া।

মোস্তাহাব (مستحب)—পছন্দ-সই, উত্তম, ভাল-জিনিষ।

মোহাদ্দেছ (محدث)—হাদিছ-বেত্তা, অর্থাৎ হাদিছ শরিফ অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

মুফ্‌তি (مفتی)—মোস্লেম ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিশারদ, পাতিদাতা, ব্যবস্থাদাতা অতি বড় পণ্ডিত।

মজবুত (مضبوط)—দৃঢ়তা, অতি শক্ত, কঠিন।

মোজাহেদা (مجاهدہ)—ত্যাগ, দৃঢ়তা, ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করা ও যুদ্ধাদি করা ইত্যাদি।

মালাকী (ملاکی)—দেবকীয়, অর্থাৎ ফেরেস্তা-জনোচিত কাজ ও কাজের প্রেরণা।

মারদুদ্ ও মাল্‌য়ুন (مردود - ملعون)—অভিশপ্ত, বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, পাপাশয়, দুর্ব্বৃত্ত।

মোবাহ্ (مباح)—সেই সকল জিনিষ ও কাজ, যাহা করিতে শারিয়াতে কোন বাধা নাই ও কোনপ্রকার পাপও হয় না; কিন্তু অনাবশ্যক ও বাহুল্য। পুণ্যের আশায় ও ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যদি ঐ সকল পরিত্যাগ করে তবে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়।

মশকুক্ (مشکوک)—যাহার পবিত্রতা ও বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

মোরশেদ (مرشد)—ধর্ম্ম-শিক্ষক, মন্ত্রদাতা, গুরু।

মোতোওয়াক্কেলুন (متوکلون)—আল্লাহ্-তায়লার উপর পূর্ণ নির্ভর ও ভরসাকারী মহাত্মাগণ।

মোত্তাকিয়ুন (متقیون)—মোত্তাকীর বহু বচন, ("পারহেজগার" শব্দ দেখ।)

র র র

রহম (رحم)—দয়া, অনুগ্রহ, কৃপা।

রেজেক (رزق)—অন্ন, বস্ত্র, ধন ইত্যাদি অর্থাৎ মানবের জীবন ধারণোপযোগী, ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সমষ্টিকে বলে।

রাজা (رجاء)—আশা, আল্লাহ্-তায়লা হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা ;

রেয়া (ریا)—লোক দেখান কাজ।

রছুল,—("নবি" শব্দ দেখ)।

রোজা (روزه)—উপবাস, অর্থাৎ একাদশী।

রাজয়াৎ (رجعت)—প্রত্যাবর্ত্তণ, ও পত্নীত্যাগের পর তাহাকে পুনঃ গ্রহণ ;

রাহমাত্ (رحمت)—দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ।

রাকয়াৎ (رکعت)—নামাজের ক্ষুদ্র অংশ বা সংক্ষিপ্ত নামাজ।

রুজি (روزی)—উপার্জ্জন, উপজীবিকা।

রেয়াজাত্ (ریاضت)—শ্রম, অধ্যবসায়, অর্থাৎ সাধনার জন্য, কঠিন ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করা।

রাজেয়ুন বা রাদেয়ুন (راضیون) —সেই মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ, যাঁহারা আল্লাহ্-তায়লার প্রত্যেক কাজের উপরই শ্রদ্ধাবান, সন্তুষ্ট, ও রাজী।

ল ল ল

লাওহ্-মাহ্ফুজ (لوح محفوظ)—জগৎসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে "আজালের" দিবস আল্লাহ্-তায়লা তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির অদৃষ্ট-লিপি যে পবিত্র তখ্তি অর্থাৎ শ্লেটে লিপিকা-বদ্ধ করিয়াছেন, সেই স্বর্গীয় পবিত্র তখ্তির নাম।

শ শ শ

শোক্‌রিয়া (شكرية)—কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।

শায়তান (شيطان)—আল্লাহ্‌-তায়লার বিতাড়িত মানব-কুলের ঘোর শত্রু জ্বেন অর্থাৎ দৈত্য-কুলোদ্ভব, জনৈক অশরীরী জীবের নাম, ইহার আর একটী নাম ইব্‌লিছ।

শায়তানী (شيطاني)—ঐ শয়তান প্ররোচিত, পাপ-জনক দুষ্ট ও মন্দ কার্যাদি।

শান, শওকাৎ,—("দবদবা" শব্দ দেখ)।

শরা-শরিফ বা শারিয়াত্‌ (شريعت)—স্বর্গীয় পবিত্র এছলামী ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নাম।

শারর্‌ (شر)—পাপ, মন্দ, অধম, দোষিত, কলুষিত, হীন-কার্য্য, কথা, ও বস্তু সমূহ।

শেরেক (شرك)—আল্লাহ্‌-তায়লার শরিক বানান, অর্থাৎ এক অল্লাহ্‌-তায়লা ভিন্ন অন্য কেহ বা কোন কিছুর পূজা, উপাসনা ও অর্চ্চনা করা, বা করার কল্পনা বা চিন্তা বা ধারণা করা।

হ হ হ

হাছান-বাছ্‌রী (حسن بصري)—প্রায় মহামান্য হজরতের (দঃ) ছাহাবা-মহোদয়গণের তুল্য সম্মানার্হ জনৈক বাছ্‌রা দেশবাসী বিখ্যাত ও শ্রেষ্ট সাধকের নাম।

হাছাদ (حسد)—হিংসা, পরশ্রী-কাতরতা।

হজ্জ (حج)—মক্কা শরিফের হজ্জ-তীর্থ

হায়েজ (حيض)—স্ত্রীলোকের ঋতু।

হাদিছ-কুদ্‌ছি (حديث قدسى)—আল্লাহ্‌-তায়লার স্বকীয় উক্তিরূপে আমাদের মহামান্য হজরতের (দঃ) মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী।

হক্‌দার (حقدار)—পাওনাদার, অংশীদার, ওয়ারিশ অর্থাৎ যাহাদের স্বত্ব আছে।

হক্‌ (حق)—পাওনা, প্রাপ্য, স্বত্ব।

হারাম (حرام)—নিষিদ্ধ বিষয় ও জিনিষ-সমূহ, যাহা অমান্যে কঠিন নরকদণ্ড অনিবার্য্য।

হালাল (حلال)—সিদ্ধ ও বৈধ, বিষয় ও জিনিষ-সমূহ অর্থাৎ যাহার ব্যবহারে পাপ হয় না।

হাশরের মাঠ (ميدان حشر)—মহাপ্রলয়ের পর তাম্র-নির্ম্মিত যে বিরাট মাঠে আল্লাহ্‌-তায়লা স্বয়ং তাঁহার সৃষ্টি-সমষ্টির পাপ-পুণ্য ও ন্যায় অন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিবেন, সেই মাঠের নাম।

হাবাছ (حبس)—কয়েদ, রুদ্ধ, আটক, আবদ্ধ।

হাম্‌দ (حمد)—আল্লাহ্‌-তায়লার, মহিমা, প্রশংসা, নাম ও গুণ কীর্ত্তন।